পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 163 Friday, 15 May, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৬৩ সংখ্যা ✱ ৩১ বৈশাখ ১৪৩৩, শুক্রবার, ১৫ মে ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

নির্দিষ্ট সীমার বাইরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মাইক বাজানো যাবে না!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ মেঃ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের কমিশনারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই বৈঠকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে শব্দ নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে প্রকাশ্যে পশুবলি বন্ধে কঠোর নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানান, কোনও ধর্মীয় স্থান থেকেই নির্ধারিত মাত্রার বাইরে শব্দ বাইরে ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া যাবে না। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে আগের নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করার জন্যও পুলিশ প্রশাসনকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের বক্তব্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনালয়ের নামে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করা চলবে না। শুধু শব্দদূষণ নয়, প্রকাশ্যে পশুহত্যা এবং নিয়ম বহির্ভূত পশুবলি নিয়েও কড়া বার্তা দিয়েছে সরকার। সম্প্রতি যে নির্দেশিকা জারি হয়েছে, তা কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট অনুমোদিত জায়গা ছাড়া গবাদি পশু জবাই বা বলি দেওয়া যাবে না। বিশেষ করে গরু, মহিষ, বলদ বা বাছুরের মতো পশুর ক্ষেত্রে আইন ভাঙলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বেআইনিভাবে গাড়িতে করে পশু পরিবহণের ঘটনাগুলির উপর নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে পুলিশ প্রশাসনকে। প্রশাসনের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন এলাকায় নিয়ম ভেঙে পশু পরিবহণ এবং প্রকাশ্যে বলির অভিযোগ উঠছিল। সেই কারণেই এবার কড়া নজরদারির পথে হাঁটছে সরকার। বুধবার স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়, যত্রতত্র পশুবলি বা আইন বহির্ভূতভাবে পশু হত্যা এখন থেকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, কলকাতা হাইকোর্ট আগেই জনসমক্ষে পশুবলি এবং বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গণবলি নিয়ন্ত্রণে একাধিক নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনেই ১৯৫০ সালের সংশ্লিষ্ট আইন আরও কঠোরভাবে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারি মহলের মতে, এই পদক্ষেপের পিছনে শুধু আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন নয়, জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

‘বিরোধী দলনেতাকে ১১ মাস বাইরে থাকতে হবে না’

রথীনকে স্পিকার মনোনীত করে তৃণমূলকে খোঁচা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ মেঃ গত পাঁচ বছরে বিরোধী দলনেতা হিসেবে বিধানসভার অন্দরে কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি শুভেন্দু অধিকারিকে। পাঁচবার সাসপেনশন, সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ১১ মাস বিধানসভার বাইরে কাটাতে হয়েছে তাঁকে। বৃহস্পতিবার সেই প্রেক্ষাপট মনে করিয়ে দিয়ে বরাভয় দিতে চাইলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। স্পিকার পদে কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বসুর মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে শুভেন্দু বললেন, ‘‘আগামী দিনে বিধানসভা এক জন ভাল স্পিকার পাবে, যিনি বিরোধী দলনেতাকে সাড়ে ১১ মাস বাইরে রাখবেন না।’’ রাজনৈতিক মহলের মতে, শুভেন্দুর এই মন্তব্যে একদিকে যেমন পুরনো জমানার প্রতি শ্লেষ ধরা পড়েছে, তেমনই বিরোধী দলের প্রতি আগামী দিনে বিধানসভার উদার মনোভাবের ইঙ্গিতও রয়েছে। স্পিকার পদের জন্য মনোনীত রথীন্দ্রনাথ বসু পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং

বিজেপির দীর্ঘদিনের ‘আদি’ নেতা হিসেবে পরিচিত। সঙ্ঘ পরিবারের শাখা থেকে উঠে এসে বিজেপির মূল ধারার রাজনীতিতে তাঁর পদচারণা দীর্ঘদিনের। দীর্ঘ সময় উত্তরবঙ্গের রাজনীতি সামলানো রথীনবাবুর নামের পেছনে দলের প্রতি তাঁর ‘প্রশ্নাতীত আনুগত্য’ বড় ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক শিবির। উল্লেখ্য, এর আগে অনন্ত মহারাজ যখন রাজ্যসভার সাংসদ হন, তখন দলের নির্দেশে ‘ডামি’ প্রার্থী হিসেবে হাসিমুখে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। সেই নিষ্ঠারই সুফল পেলেন এই প্রবীণ নেতা। শমীক ভট্টাচার্য বা রাহুল সিনহার মতো উচ্চশিক্ষিত ও সজ্জন ঘরানার রাজনীতিকদের পর রথীন্দ্রনাথকে এই গুরুদায়িত্ব দিয়ে দলের সর্বস্তরেই একটি নির্দিষ্ট বার্তা দিতে চাইলেন বিজেপি নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেই রথীন্দ্রের নাম প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানান দিলীপ ঘোষ। এ ছাড়াও প্রস্তাবক হিসেবে ছিলেন শঙ্কর ঘোষ, দীপক বর্মণ এবং অগ্নিমিত্রা পাল। সমর্থনের তালিকায় নাম ছিল জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিশাল লামা এবং মালতীরাভা রায়ের। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘রথীন দলের দীর্ঘদিনের নেতা। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং উচ্চশিক্ষা রয়েছে।’’ স্পিকার হিসেবে রথীন্দ্রনাথের হাত ধরে বিধানসভার মর্যাদা এবং নিরপেক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন শুভেন্দু। আগামী শুক্রবার স্পিকার নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার কথা।

সপ্তাহে ২ দিন ওয়ার্ক ফ্রম হোম, প্রধানমন্ত্রীর আর্জির পরই বড় ঘোষণা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ মেঃ জ্বালানি বাঁচাতে ওয়ার্ক ফ্রম হোমে ফিরতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার নির্দেশ মেনেই বড় পদক্ষেপ। ওয়ার্ক ফ্রম হোম ঘোষণা করল দিল্লি সরকার। সমস্ত সরকারি অফিসে সপ্তাহে দুই দিন করে ওয়ার্ক ফ্রম হোমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এই ঘোষণা করেন। জ্বালানি সাশ্রয় করতে দিল্লি সরকারের তরফে শুধু ওয়ার্ক ফ্রম হোম-ই নয়, আরও একাধিক পদক্ষেপের ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি কর্মীরা সপ্তাহে দুই দিন ওয়ার্ক ফ্রম হোম করবেন। পাশাপাশি অফিসিয়াল যত মিটিং রয়েছে, তার ৫০ শতাংশ মিটিং অনলাইনে হবে। দিল্লি সরকার ও পুরসভা তাদের অফিসের সময়ও বদলে দেবে যানজট এড়াতে এবং জ্বালানির খরচ কমাতে। শুধু সরকারি কর্মীরাই নয়, যাতে সাধারণ মানুষও এই নীতি অনুসরণ করেন, তার জন্য কর্মসূচি চালু করা হবে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা আগেই জানিয়েছিলেন যে প্রধানমন্ত্রীর আর্জি মতো জ্বালানি বাঁচাতে অফিসের কাজে ন্যূনতম গাড়ি ব্যবহার করা হবে। ক্যাবিনেট মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির সমস্ত বিধায়ক, জনপ্রতিনিধি, দিল্লি সরকারের কর্মীদেরও যথাসম্ভব কম গাড়ি ব্যবহার করতে বলেছেন। তার বদলে কারপুলিং ও গণপরিবহনে যাতায়াত করার পরামর্শ দিয়েছেন। দিল্লির বিজেপি সরকার অফিসিয়াল কাজের জন্য ব্যবহৃত গাড়িগুলির পেট্রোলের বরাদ্দও কমিয়ে দিয়েছে। অফিসারদের জন্য বরাদ্দ জ্বালানি ২০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাসে ২০০ লিটার বরাদ্দ করা হয়েছে। গণপরিবহনের ব্যবহার বাড়াতে দিল্লিতে ‘মেট্রো ডে’ পালন করা হবে। সাধারণ মানুষকে সপ্তাহে একদিন ‘নো কার ডে’ পালন করতে বলা হয়েছে। পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ব্যবহার বাড়াতে ২৯টি সরকারি কলোনি থেকে ৫৮টি স্পেশাল বাস চালানো হবে। আগামী ছয় মাস দিল্লি সরকার নতুন কোনও গাড়ি কিনবে না বলেও ঘোষণা করেছে।

সরকারি কর্মীদের প্রোমোশন নিয়ে উদ্যোগী নতুন সরকার, ১ জুনের মধ্যেই রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ মেঃ নতুন সরকার ক্ষমতায় আসতেই প্রশাসনিক স্তরে একের পর এক নির্দেশিকা। এবার রাজ্য সরকারি কর্মীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি হয়ে গেল। ১৪ মে জারি করা এই নতুন নির্দেশিকা বলছে, পদোন্নতির জন্য কর্মীদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের বার্ষিক রিপোর্ট দ্রুত নবান্নে পাঠাতে হবে। ১ এপ্রিল ২০২৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালকেই এই মূল্যায়নের আওতায় রাখা হচ্ছে বলে খবর। সেই অনুযায়ী জমা দিতে হবে রিপোর্ট। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের পক্ষ থেকেই পুরোদমে এই প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। তা নিয়েই এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে সরকারি কর্মীদের মধ্যে। শুধুমাত্র বার্ষিক রিপোর্টই নয়, পদোন্নতির প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে কর্মীদের সম্পর্কে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও তথ্য চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে কোনও বিভাগীয় মামলা বা ভিজিল্যান্স তদন্ত চলছে কি না তার বিস্তারিত তথ্যও চাওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নিয়মিত বার্ষিক সম্পত্তির হিসাব জমার খতিয়ানও লাগছে। একইসঙ্গে কর্মীরা পদোন্নতি নিতে ইচ্ছুক কিনা তা জানিয়ে মোবাইল নম্বর-সহ একটি সম্মতিপত্র জমা দিতে বলা হচ্ছে। পাশাপাশি তাঁরা তফসিলি জাতি, উপজাতি শ্রেণিভুক্ত কিনা সেই তথ্য এবং সার্ভিস বুকের তৃতীয় পৃষ্ঠার স্বাক্ষরিত কপিও জমা দিতেও বলা হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য, রিপোর্ট আগামী ১ জুনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে নবান্নে পাঠাতে হবে। পাঠাবে সমস্ত সরকারি দফতর। এখন দেখার সমস্ত তথ্য আসার পর প্রোমোশনের বিষয়টি কবে বাস্তবায়িত হয়।

উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম আদৃতকে ভিডিয়ো কল শুভেন্দুর

মুখ্যমন্ত্রীকে শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ফেরানোর আর্জি বাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ মেঃ উচ্চমাধ্যমিকের কৃতীদের সঙ্গে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি। ভিডিয়ো কলে প্রথম স্থানাধিকারী আদৃত পালের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। কথা হয়েছে রাজ্যে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও পঞ্চম স্থানাধিকারী মেঘা মজুমদারের বড় হও। রাজ্যের মানুষকে গর্বিত করেছ।’’ আগামী কয়েকদিনেই তাঁদের ডেকে পাঠানো হবে ও সংবর্ধনা দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন। আদৃতর বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় শুভেন্দুর মুখে শোনা যায় চরৈবতি চরৈবতি চরৈবতি। অর্থাৎ আরও এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লেখেন, ‘আজ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ও পঞ্চম স্থানাধিকারী দুই কৃতি ছাত্র ও ছাত্রী নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র আদৃত পাল এবং শ্রীরামপুর রমেশচন্দ্র গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী মেঘা মজুমদারের সঙ্গে আজ ভিডিও

সঙ্গেও। পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য দু’জনকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কথা বলেন কৃতিদের বাবা-মায়ের সঙ্গেও। উচ্চ-মাধ্যমিকে প্রথম আদৃত পালের বাবা শুভেন্দু অধিকারির কাছে রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ফেরানোরও অনুরোধ করেছেন। উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র আদৃত পাল। প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৮। ভিডিয়ো কলে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময়, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি বলেন, ‘‘খুব ভালো রেজাল্ট করেছ। রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছ। আরও যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে আদৃত পালের বাবা ধন্যবাদ জানিয়েছেন। একইসঙ্গে, তিনি জানান, আদৃতের সাফল্যের পিছনে স্কুলের অবদান রয়েছে। আগামী দিনে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হোক, এটাই প্রার্থনা করেছেন তিনি। পরে শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ফেরানোর অনুরোধ করেন। উচ্চ মাধ্যমিকে পঞ্চম মেঘা শ্রীরামপুর রমেশচন্দ্র গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী। তাঁকেও একইভাবে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি। কৃতিদের সঙ্গে কথোপকথনের বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও শেয়ার করেছেন কলের মাধ্যমে কথা বললাম। ওদের এই অসামান্য সাফল্যে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং একাগ্রতার মাধ্যমে ওরা সমগ্র রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এক অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।’ মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, ‘উচ্চশিক্ষার পথে এগিয়ে চলার জন্য ওদের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছি। আমি আশাবাদী, ভবিষ্যতেও ওরা নিজেদের মেধা ও প্রতিভার মাধ্যমে বাংলা তথা দেশের নাম উজ্জ্বল করবে।’

হাইকোর্টের বাইরে মমতাকে দেখে ‘চোর’ স্লোগান

কোনও মতে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ মেঃ কেলকাতা হাইকোর্টে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে ‘চোর’ স্লোগান। বৃহস্পতিবার তুমুল উত্তেজনা ছড়াল হাইকোর্ট চত্বরে। এ দিন ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় সওয়াল করার জন্য আদালতে গিয়েছিলেন মমতা। সেখান থেকে বেরোনোর সময়ে তাঁকে দেখে চিৎকার করতে থাকতেন আইনজীবীদের একাংশ। বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। ভিড়ের মাঝখান থেকে কোনও মতে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠেন তিনি। অন্যদিকে শুনানি শেষে মন্তব্য। যদি এমনটা চলে, তা হলে বেলা ২টোয় আবার মামলা শোনা হবে বলে সতর্ক করেন প্রধান বিচারপতি। এ দিকে আদালত কক্ষ থেকে মমতা বেরিয়ে আসতেই নজিরবিহীন ছবি দেখা যায়। মমতাকে দেখে ‘চোর চোর’ বলে চিৎকার করতে থাকেন আইনজীবীদের একাংশ। তাঁকে সেখান থেকে বের করে আনতে তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের আইনজীবী, পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। পরিস্থিতি এমন ঘোরালো হয়ে ওঠে, মমতাকে বের করে আনাটাই চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। এ দিন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক নম্বর এজলাস থেকে বেরোনোর সময়েও অলিন্দে জয় শ্রীরাম ধ্বনি ওঠে। পাল্টা জয় বাংলা ধ্বনি শোনা যায়। ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় সওয়াল করার জন্য এ দিন হাইকোর্টে যান মমতা। তৃণমূলের তরফে এই মামলা দায়ের করেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন একেবারে আইনজীবীর পোশাক পরে আদালতে ঢোকেন মমতা। বেশ কিছুক্ষণ সওয়ালও করেন তিনি। এ দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করতে উঠলে, আদালতে তাঁর প্রশ্ন করার এক্রিয়ার নিয়ে উড়ে আসে মামলা চলাকালীন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আগের বারের থেকেও বেশি হিংসা হচ্ছে এ বার। আগের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের রায়ের অনুসরণে নির্দেশ দেওয়া হোক।’’ নিউ মার্কেটে বুলডোজার চালানোর ঘটনায় অন্য এক জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও বলেন, ‘‘জীবনের অধিকার ও বাঁচার অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ৫ বিচারপতির বেঞ্চের মামলার সঙ্গে প্রয়োজনে এই মামলা যুক্ত করা হোক।’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল পর্বে জানান, ১৯৮৫ সাল থেকে তিনি আইনজীবী। মমতা সওয়াল করেন, ‘‘১০ জন এখনও খুন হয়েছেন ভোট পরবর্তী হিংসায়। নব বিবাহিত দম্পতিকে হামলা করে বাড়ি ছাড়া করা হয়েছে। এমনকী তাঁর বাড়িতে পর্যন্ত হুমকি দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বাড়ির সামনে হল্লা চলছে। নিরাপত্তার অভাব রয়েছে সর্বত্র। বাড়ি, অফিস লুট করা হচ্ছে। আমাদের কাছে ছবিও আছে। এটা বুলডোজারের রাজ্য নয়, সাংস্কৃতিক রাজ্য। রক্ষা করুন।’’ সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার দেখিয়ে তৃণমূলের তরফে এ দিন দাবি করা হয়, এখনই এখানে বুলডোজার ব্যবহারের পাল্টা পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হোক। বুলডোজার ব্যবহারে নিষেধ করা হোক। ডিএসজি ধীরাজ ত্রিবেদী বলেন, ‘‘বুলডোজার দিয়ে ভাঙার ঘটনায় আমরা কলকাতা পুলিশকে খবর দিয়েছিলাম। তারা ঘটনাস্থলে যায়। ভোট পরবর্তী হিংসা হয়েছে কি না সেটা দেখা হোক। যে সব অভিযোগ করা হয়েছে, তার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। ২ হাজার জায়গায় ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এটা কি বাস্তব? কয়েকটা জায়গার নাম উল্লেখ করে ২ হাজার ঘটনার অভিযোগ করা হয়েছে। কোথায় কী হয়েছে, কীসের ভিত্তিতে তদন্ত হবে? কবে, কখন, থানায় কোনও অভিযোগ হয়েছে কি না তার কোনও রেফারেন্স নেই। তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে পুলিশকে সময় দেওয়া হোক। হিংসার ঘটনা আর তাকে ভোট পরবর্তী হিংসা বলে চালিয়ে দেওয়া, দু’টো এক জিনিস নয়।’’ যদিও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, যাবতীয় অভিযোগের বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে। সব পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে আদালত রায় দেয়। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করবে। ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার কোনও ব্যক্তির দোকান বা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে, দল না দেখে সেগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য পুলিশ এই বিষয়ে হলফনামা দেবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে আদালতের রায়ে।

লালকেল্লা বিস্ফোরণ কাণ্ডে ৭৫০০ পাতার চার্জশিট!

আল কায়দা যোগে অভিযুক্তরা অনেকেই ডাক্তার, প্রফেসর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ মেঃ গত বছর ১০ নভেম্বর রাজধানীর বুকে লালকেল্লার কাছে সেই ভয়াবহ বিস্ফোরণের স্মৃতি আজও দগদগে। সেই ভিবিআইইডি বা গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা এনআইএ। বৃহস্পতিবার দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টে ১০ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৭৫০০ পাতার একটি বিশালাকার চার্জশিট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, এই নাশকতার নেপথ্যে ছিল আল-কায়দা ঘনিষ্ঠ জঙ্গি সংগঠন ‘আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ’। ২০২৫ সালের সেই শক্তিশালী বিস্ফোরণে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল, আহত হয়েছিলেন বহু মানুষ। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে এনআইএ যে বিস্ফোরক তথ্য পেয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে অভিযুক্তদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং পেশাদার। তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, চার্জশিটে নাম থাকা অভিযুক্তরা সকলেই ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়দার শাখা সংগঠন এজিইউএইচ-এর সঙ্গে যুক্ত। এই তালিকায় রয়েছেন-আমির রশিদ মীর, জাসির বিলাল ওয়ানি, চিকিৎসক মুজামিল শাকিল, চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাদার, চিকিৎসক শাহিন সাঈদ, মুফতি ইরফান আহমদ ওয়াগে, সোয়েব, চিকিৎসক বিলাল নাসির মাল্লা এবং ইয়াসির আহমদ দার। এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন ডাঃ উমর উন নবী। পুলওয়ামার বাসিন্দ উমর ফরিদাবাদের আল-ফালাহ ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছিলেন। ওই বিস্ফোরণেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পরবর্তীকালে ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং-এর মাধ্যমে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, বিস্ফোরক আইন ও অস্ত্র আইনের একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এনআইএ-র তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা আল-কায়দার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক বৃহত্তর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ২০২২ সালে শ্রীনগরে একটি গোপন বৈঠকের মাধ্যমে তারা ‘এজিইউএইচ অন্তর্বর্তী’ নামে সংগঠনটিকে নতুন করে সাজায়। তুরস্ক হয়ে আফগানিস্তান যাওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পরই তারা এই পরিকল্পনা করে। তদন্তে আরও জানা গেছে, অভিযুক্তরা ‘অপারেশন হেভেনলি হিন্দ’ নামে একটি অভিযান শুরু করেছিল। যার মূল লক্ষ্য ছিল ভারত সরকারকে উৎখাত করে দেশে শরিয়তি শাসন কায়েম করা। এই অভিযানের অংশ হিসেবেই সদস্য সংগ্রহ, চরমপন্থী প্রচার চালানো এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক মজুত করার কাজ শুরু হয়। এনআইএ জানিয়েছে, লালকেল্লার বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হয়েছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং উদ্বায়ী বিস্ফোরক ‘ট্রায়াসিটন ট্রাইপেরক্সাইড’। অভিযুক্তরা গোপনে রাসায়নিক সংগ্রহ করে বারবার পরীক্ষার মাধ্যমে এই বিস্ফোরক তৈরি করেছিল। শুধু গাড়ি-বোমা নয়, এই মডিউলটি ড্রোন-মাউন্টেড আইইডি এবং রকেট-ভিত্তিক বিস্ফোরক যন্ত্র নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিল বলে জানা গেছে। এনআইএ-র এই ৭৫০০ পাতার বিশাল চার্জশিটটি দাঁড়িয়ে আছে ৫৪৪ জন সাক্ষীর বয়ান এবং ৩৯৫টি গুরুত্বপূর্ণ নথির ওপর। এছাড়া দিল্লি, ফরিদাবাদ এবং জম্মু-কাশ্মীর থেকে উদ্ধার হওয়া ২০০টিরও বেশি বৈষয়িক প্রমাণ আদালতে পেশ করা হয়েছে। ফরেনসিক রিপোর্ট, ডিএনএ প্রোফাইলিং এবং ভয়েস অ্যানালিসিস- এই সবকটি দিক খতিয়ে দেখেই চার্জশিটটি তৈরি করা হয়েছে। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে এনআইএ। রাজধানীর বুকে এই ধরনের শিক্ষিত যুবকদের মগজধোলাই করে নাশকতায় নামানোর ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই কপালে ভাঁজ ফেলেছে গোয়েন্দাদের।

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা

মৃণাল সেন-এর জন্মদিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৪ মে (হি স) প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন-এর জন্মদিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বৃহস্পতিবার সুকান্তবাবু লিখেছেন, বাংলা তথা ভারতের কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা, ' দাদাসাহেব ফালকে' এবং ' পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন-এর জন্মদিবসে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে তাঁর অসামান্য অবদান, সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজমনস্ক চলচ্চিত্র আজও আমাদের প্রেরণা জোগায়।প্রসঙ্গত, মৃণাল সেন একাধিক প্রতিষ্ঠানের সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি পান। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দি ফিল্ম সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া, ১৯৮১ সালে তিনি ভারত সরকারের ' পদ্মভূষণ ২০০৫ সালে ' দাদাসাহেব ফালকে', ফ্রান্সের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'কম্যান্ডার অফ দি অর্ডার অফ আর্টস অ্যান্ড লেটারস' প্রভৃতি সম্মান পান। ২০০০ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাঁকে 'অর্ডার অফ ফ্রেন্ডশিপ' সম্মানে ভূষিত করেন।

বিদেশ সফর নিয়ে রাহুলকে তীব্র আক্রমণ সম্বিত পাত্রর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৪ মে ঃ বিজেপি বৃহস্পতিবার কংগ্রেস নেতা এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিদেশ সফর নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছে। নতুন দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, রাহুল গান্ধী গত ২২ বছর ধরে জনজীবনে সক্রিয় রয়েছেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি ৫৪ বার বিদেশ সফর করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, রাহুল গান্ধী তাঁর ব্যক্তিগত বিদেশ সফরগুলিতে আনুমানিক ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। তিনি আরও জানান, এই সফরের তালিকায় এমন কোনও বিদেশ ভ্রমণ অন্তর্ভুক্ত নেই, যা কোনও কমিটি, ভারত সরকারের প্রতিনিধিদল কিংবা সংসদীয় কমিটির অংশ হিসেবে সম্পন্ন হয়েছে। সম্বিত পাত্র অভিযোগ করেন, রাহুল গান্ধী বহুবার বিদেশে ভ্রমণ করেছেন। তিনি আরও যোগ করেন, এই সফরগুলো সর্বজনবিদিত হলেও, এগুলোর অর্থায়নের বিষয়টি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া, কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমালেন রাজনাথও

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৪ মে ঃ জ্বালানি সাশ্রয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বৃহস্পতিবার সকালে ছোট আকারের কনভয় নিয়ে যোধপুরের উদ্দেশে রওনা হন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে. প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিজের কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমিয়েছেন।পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত অস্থিরতার আবহে কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমিয়েছেন। জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবার কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমালেন রাজনাথ সিংও।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

শেয়ার বাজারে ফের তেজি হাওয়া, ঊর্ধ্বমুখী সেনসেক্স-নিফটি রেকর্ড নিম্নে টাকার দাম

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ১৪ মেঃটানা কয়েকদিনের ওঠানামা এবং বিক্রির চাপের পর বৃহস্পতিবার ঘরোয়া শেয়ার বাজারে ফিরল স্বস্তির হাওয়া। সপ্তাহের চতুর্থ লেনদেনের দিনে বাজার খুলতেই ইতিবাচক প্রবণতা দেখা যায়। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি-দুই প্রধান সূচকই সবুজ সংকেতে লেনদেন শুরু করে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, অটো, মেটাল, ব্যাঙ্কিং ও ফার্মা সেক্টরে জোরালো কেনাকাটার জেরেই এই উত্থান দেখা গিয়েছে।এদিন সকালে সেনসেক্স ১৩৯.৯১ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪,৭৪৮.৮৮ স্তরে পৌঁছয়। অন্যদিকে নিফটিও ৮৮.৯০ পয়েন্ট বা প্রায় ০.৩৮ শতাংশ বে।ে ২৩,৫০১.৫০ স্তরে লেনদেন করতে দেখা যায়। গত কয়েকটি সেশনে বাজারে অনিশ্চয়তা এবং মুনাফা তোলার প্রবণতার ফলে সূচকগুলিতে চাপ তৈরি হয়েছিল। তবে বুধবার বাজার সামান্য ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল, আর সেই ইতিবাচক ধারাই বৃহস্পতিবার

আরও জোরদার হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।বাজার পর্যবেক্ষকদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে স্থিতিশীলতা এবং দেশীয় বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরায় বাজারে এই তেজি ভাব দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ব্যাঙ্কিং এবং অটো সেক্টরের বড় সংস্থাগুলির শেয়ারে কেনাকাটার প্রবণতা সূচককে উপরের দিকে টেনে তুলেছে। পাশাপাশি ধাতু এবং ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির শেয়ারেও বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।যদিও শেয়ার বাজারে ইতিবাচক পরিবেশ লক্ষ্য করা গিয়েছে, মুদ্রাবাজারে তার উল্টো ছবি সামনে এসেছে। বৃহস্পতিবার ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকার দাম আরও দুর্বল হয়েছে। দিনের শুরুতেই টাকার দাম ২০ পয়সা কমে দাড়িয়েছে ৯৫.৮৬ প্রতি ডলারে, যা ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসে সর্বনিম্ন স্তরগুলির অন্যতম বলে মনে করা হচ্ছে। আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের চাপ টাকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে মত অর্থনৈতিক মহলের। উল্লেখ যোগ্যভাবে, বুধবারও বাজারে সামান্য উত্থান দেখা গিয়েছিল। সেদিন সেনসেক্স প্রায় ৫০ পয়েন্ট বেড়ে ৭৪,৬০৯ স্তরে এবং নিফটি ৩৩ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,৪১৩ স্তরে বন্ধ হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতাই বৃহস্পতিবারের বাজারে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কয়েকদিন আন্তর্জাতিক বাজারের গতিবিধি, অপরি শোধিত তেলের দাম, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ভূমিকা এবং মার্কিন অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের উপর নজর থাকবে। সেগুলির প্রভাব ভারতীয় শেয়ার বাজার এবং টাকার দামের উপরও পড়তে পারে বলে আশঙ্কা ও প্রত্যাশা দুই-ই রয়েছে।

সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলে বন্দেমাতরম আবশ্যিকঃশুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ১৪ মে ঃরাজ্য সরকার ও সরকারি-পোষিত স্কুলে বন্দেমাতরম আবশ্যিক, বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, সোমবার (১৮ মে) থেকে সমস্ত সরকারি ও সরকার-পোষিত বিদ্যালয়ে 'বন্দেমাতরম' আবশ্যিক করা হচ্ছে। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতেও 'বন্দে মাতরম' চালু করার জন্য সরকার আবেদন জানাচ্ছে। শুভেন্দু একইসঙ্গে জানান, আজই আমি এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করব।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একের পর এক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন শুভেন্দু। এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুলে

প্রতিদিনের প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবে জাতীয় স্তোত্র বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছেন। এই নির্দেশ আগামী সোমবার থেকে কার্যকর হবে।

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জ্বালানি সাশ্রয়ের আহ্বান রাজ্যপালের

কলকাতা, ১৪ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর এন রবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যের মানুষের কাছে জ্বালানি সংরক্ষণের উদ্যোগে অংশ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার কলকাতায় লোকভবন থেকে প্রচারিত এক বার্তায় রাজ্যপাল বলেছেন, দায়িত্বশীল উদ্যোগ এবং সক্রিয় জন ভাগীদারীর মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যাওয়া দরকার। তিনি রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে গণ পরিবহন ব্যবস্থা এবং কার পুল ব্যবহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।রাজ্যপাল জানান, আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শিল্পসংস্থা এবং কর্মক্ষেত্রগুলোর প্রতিও আহ্বান জানাই- যেখানে যেখানে সম্ভব,

আপনারা 'ভার্চুয়াল মিটিং' এবং 'বাড়ি থেকে কাজ'-কে উৎসাহিত করুন এর মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। 'ভারত'-এর প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে 'জনঅংশগ্রহণ'-এর মধ্যেই। যখন দেশের নাগরিকবৃন্দ সম্মিলিত অঙ্গীকার এবং সেবার মানসিকতা নিয়ে কোনও কাজে অংশগ্রহণ করেন, তখন প্রতিটি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা-ই দেশগঠনের ক্ষেত্রে এক অসামান্য ও শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হয়।

আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা,(পিআইবি)ঃ আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৪ মে ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য কামনা করেছেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার এক্স মাধ্যমে জানান, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তোমাদের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাস আজ সাফল্যের রূপ নিয়েছে। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে অর্জিত সাফল্য আগামী দিনের পথচলায় আরও বড় স্বপ্ন দেখার অনুপ্রেরণা জোগাক। তোমাদের সকলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক, তোমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত হও এবং পরিবার, সমাজ ও রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করো এই কামনাই করি। সকলের জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ।অন্যদিকে পরীক্ষা শেষের ৭৬ দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ হল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার। পাশের হারে এগিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর, এই জেলায় পাশের হার ৯৪.১৯ শতাংশ। এর পর রয়েছে হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, পুরুলিয়া, দার্জিলিং। মোট ৬৪ জন প্রথম দশের তালিকায়। মোট পাশ করেছেন ৫,৭১,৩৫৫ জন ছাত্র-ছাত্রী। পাশের হার ৯১.২৩ শতাংশ। ৪৯৬ পেয়ে প্রথম হয়েছেন নরেন্দ্রপুরের আদৃত পাল। দ্বিতীয় পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের জিষ্ণু কুণ্ডু-সহ আরও তিন শিক্ষার্থী।বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদিক সম্মেলন করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি পার্থ কর্মকার। এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৮১১ জন। তার মধ্যে চূড়ান্ত সেমেস্টারে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৬৪ জন। দ্বিতীয় সেমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিয়েছে ৫৯ হাজার ৪৫২ জন। আর পুরোনো নিয়মে পরীক্ষার্থী ছিল ১৫ হাজার ৪৯৫ জন। অন্যদিকে চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালযের আদৃত পাল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। এবারের মেধা তালিকায় প্রথম দশে থাকা ৬৪ জন পড়ুয়ার মধ্যে ১৮ জনই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের। এই স্কুল থেকেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দু'জন, তৃতীয.স্থানে এক জন, চতুর্থ স্থানে এক জন, পঞ্চম স্থানে দু'জন, ষষ্ঠ স্থানে চার জন, অষ্টম স্থানে দু'জন, নবম স্থানে এক জন এবং দশম স্থানে চার জন ছাত্র।দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের দু'জন-ঋতব্রত নাথ এবং ঐতিহ্য পাছাল। দু'জনেই পেয়েছে ৪৯৫। ৪৯৪ নম্বর পেয়ে তৃতীয় হয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের সৌম্য রায়। ৪৯৩ নম্বর পেয়ে চতুর্থ হয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের অর্কদ্যুতি ধর।অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় প্রথম দশে ৬৪ জন ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র রয়েছে ৫৬ জন, ছাত্রীর সংখ্যা ৮। প্রথম

স্থানে আদৃত পাল। পাশের হার এবার ৯১.২৩ শতাংশ । পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাশের হার ৯৪.১৯ শতাংশ । ফলাফলের নিরিখে সবচেয়ে বেশি পড়ুয়া উত্তীর্ণ হয়েছেন এই জেলা থেকে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা মেধা তালিকাপ্রথমঃনাম- আদৃত পাল ।প্রাপ্ত নম্বর- ৪৯৬,স্কুল-নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (আবাসিক)দ্বিতীয় নাম- জিষ্ণু কুন্ডু ।প্রাপ্ত নম্বর- ৪৯৫স্কুল-রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া)।নাম- ঋতব্রত নাথপ্রাপ্ত নম্বর- ৪৯৫ স্কুল- নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (আবাসিক) ।নাম- ঐতিহ্য পাছালপ্রাপ্ত নম্বর- ৪৯৫স্কুল-নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (আবাসিক) ।তৃতীয় নাম- দেবপ্রিয় মাজি।প্রাপ্ত নম্বর- ৪৯৪স্কুল-রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ।নাম- তন্ময় মণ্ডলপ্রাপ্ত নম্বর- ৪৯৪ স্কুল-রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ।নাম- সৌম্য রায়প্রাপ্ত নম্বর- ৪৯৪স্কুল-নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (আবাসিক) ।নাম- শুভায়ন মণ্ডল প্রাপ্ত নম্বর- ৪৯৪স্কুল- সিউড়ি পাবলিক স্কুল এবং চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুল ।নাম- প্রীতম বল্লভপ্রাপ্ত নম্বর- ৪৯৪স্কুল-রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ।চতুর্থ নাম-অরিত্রকুমার চক্রবর্তীপ্রাপ্ত নম্বর-৪৯৩স্কুল- বরডাঙ্গাল আর.এন. ইনস্টিটিউশন।নাম- গোলাম ফৈসলপ্রাপ্ত নম্বর- ৪৯৩স্কুল-ক্যালকাটা মাদ্রাসা এ.পি. ডিপার্টমেন্ট ।নাম- অর্কদ্যুতি ধর প্রাপ্ত নম্বর- ৪৯৩স্কুল- নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (আবাসিক) ।নাম- চন্দ্রচূড় সেন।প্রাপ্ত নম্বর- ৪৯৩স্কুল-কোচবিহার রামভোলা হাই স্কুল।পঞ্চমনাম- মেঘা মজুমদারপ্রাপ্ত নম্বর- ৪৯২স্কুল- শ্রীরামপুর রমেশচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ।নাম- ত্রিদেব চক্রবর্তী প্রাপ্ত নম্বর- ৪৯২স্কুল- রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ।নাম- সৃজন পরিচ্ছাপ্রাপ্ত নম্বর- ৪৯২স্কুল-রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ।নাম-প্রিয়াংশু মুখোপাধ্যায়প্রাপ্ত নম্বর- ৪৯২স্কুল- নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (আবাসিক) ।নাম- স্বর্ণাভ খাটুয়াপ্রাপ্ত নম্বর- ৪৯২স্কুল-তমলুক হাই স্কুল।নাম- সৌমিক দত্তপ্রাপ্ত নম্বর- ৪৯২স্কুল-রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ।

জামুই স্টেশনে হাওড়া-পটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের অতিরিক্ত বিরতি

কলকাতা, ১৪ মে ঃরেল কর্তৃপক্ষ শুক্রবার (১৫.০৫.২০২৬) তারিখ থেকে ২২৩৪৭২২৩৪৮ হাওড়া - পটনা - হাওড়া বন্দেদ ভারত এক্সপ্রেসকে জামুই স্টেশনে অতিরিক্ত বিরতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।রেলের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানিয়ে বলা হয়েছে, ২২৩৪৭ হাওড়া - পটনা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হবে ১৫.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে) রাত ৮ঃ০৫ মিনিটে জামুই স্টেশনে পৌঁছবে। সেখান থেকে রাত ৮ঃ০৭ মিনিটে ছাড়ার কথা এবং ২২৩৪৮ পটনা - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হবে ১৫.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে) সকাল ৯ঃ৪৯ মিনিটে জামুই স্টেশনে পৌঁছনোর কথা। ওই স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়াবে দু'মিনিট।

চতুর্থ সেমেস্টারের ফলাফলে সংশয় থাকলে পুনরায় পরীক্ষায় বসার সুযোগ

কলকাতা, ১৪ মে ঃ উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টারের ফলাফলে যদি কারওর কোনও সংশয় থাকে, তাহলে সে পুনরায় পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবে। সেক্ষেত্রে তাকে চলতি বছরের মার্কশিট জমা দিয়ে পরের বছরের জন্য নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে। সংসদের তরফে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়েছে।এতদিন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হত একবার। ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু হয়েছিল এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা। গতবছর শেষবার সেই নিয়মে পরীক্ষা হয়। ২০২৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক হয় নয়া নিয়মে। এবার পরীক্ষা হয়েছে সেমেস্টার পদ্ধতিতে। ফলে রিভিউ-সহ একাধিক নিয়মে বদল এসেছে।চলতি বছর সেমেস্টার পদ্ধতিতে উচ্চ মাধ্যমিক হয়েছে। যারা গতবছর উচ্চ মাধ্যমিকে অকৃতকার্য হয়েছে বা টেস্টে উত্তীর্ণ হতে পারেনি তারা সেমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে বলেই খবর। তথ্য বলছে, পুরনো নিয়মে এবার পরীক্ষা দিয়েছে ১৫ হাজার ৪৯৫ জন।

রাশিফল

মেষঃএই সময়ে আপনার পরিস্থিতি বেশ চ্যালেঞ্জিং। আজকে, আপনি অনেক বাধার মুখোমুখি হতে পারেন, যা আপনার মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। **বৃষঃ**দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন কারণ এটি আপনার অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। কোনও পুরানো বন্ধু আজ আপনাকে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে। **মিথুনঃ** আজকের দিনটা মিথুন রাশির জন্য খুবই পজিটিভ আর এনার্জেটিক। আজ আপনার ক্রিয়েটিভিটি চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকবে, যার জন্য আপনি আপনার ভাবনা আর অনুভূতি খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। শুভদিন হবেআজ **কর্কট রাশি** ঃযদি সম্ভব হয় তাহলে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন কারণ আপনি খুবই দুর্বল এবং এটি আপনাকে আরো দুর্বল করে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে। **সিংহঃ** আজকের দিনটা আপনার জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে। আজ আপনার আত্মবিশ্বাস সবচেয়ে বেশি থাকবে, যার ফলে আপনি আপনার আইডিয়া আর প্ল্যানগুলো আরও ভালভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে **কন্যাঃ** কন্যা রাশির জন্য আজকের দিনটা আত্মবিশ্লেষণ আর উন্নতির জন্য উপযুক্ত। আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সফল হবে। সন্তান হতে পারে আজ **তুলাঃ**আঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং বিশ্বাস উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসারে শান্তি হবে। **বৃশ্চিকঃ** বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তারা আজ বড় সমস্যায় পড়তে পারে। শুভদিন **ধনুঃ** ধনুদের জন্য আজকের দিনটা চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। আজকে কিছু মানসিক চাপ আর বিভ্রান্তি আসতে পারে, যা আপনার মানসিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলবে। শুভদিন **মকরঃ** আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযগে করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে, যা আপনাকে লাভ অর্জনে সহায়তা করবে। অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে। **কুম্ভঃ**আজ কুম্ভ জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটা একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিবেশ আজ একটু টেনশনে থাকবেন। আপনি অনুভব করতে পারেন, আপনার সম্পর্কগুলোতে কিছু সমস্যা আছে। এই সময়টা একটু চিন্তার হতে পারে, বিশেষ করে পার্সোনাল সম্পর্কগুলোতে। **মীনঃ**যেহেতু, আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন, তাই আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা উপলব্ধি করুন। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। আত্মীয়বন্ধুরা এক চমকার সন্ধ্যার জন্য চলে আসতে পারে। প্রেমের জীবন একটু শক্ত হতে পারে। এমন ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হোন যাঁরা প্রতিষ্ঠিত এবং ভবিষ্য প্রবণতা হবে। সন্তান হতে পারে আজকে দিনে

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত ঝড়-বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। ঝড়-বৃষ্টি হলেও, তা হবে বিক্ষিপ্তভাবে। তবে, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া।দক্ষিণবঙ্গেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণের বাকি জেলাগুলিতে আগামী ১৯ মে পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। তবে বৃহস্পতিবারের পর থেকে আর কোথাও আলাদা করে সতর্কতা জারি করা হয়নি। কলকাতাতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলতে পারে আরও কিছু দিন। তবে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা আপাতত নেই। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৩ ডিগ্রি কম।।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৫০মনিট এবং রাত ০১টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৮মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

চোখে আইএএসের স্বপ্ন ; দারিদ্র্যকে জয় উচ্চমাধ্যমিকে নবম

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৪ মে ঃ দারিদ্র্য, অভাব আর প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করেই জীবনের কঠিন লড়াই লড়ে চলেছে কালনার এক তরুণ। সেই লড়াইয়ের মধ্যেই উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের মেধাতালিকায় নবম স্থান অর্জন করে সকলকে চমকে দিয়েছে সাগর মণ্ডল। পূর্ব বর্ধমান জেলার নৃসিংহপুরের মেঠডাঙ্গা বড়ডাঙ্গা পাড়ার বাসিন্দা সাগরের এই সাফল্যের গল্প আজ বহু ছাত্রছাত্রীর কাছে অনুপ্রেরণা। উচ্চমাধ্যমিকে ৪৮৮ নম্বর পেয়ে রাজ্যের প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছে সাগর। অথচ এই সাফল্যের পিছনে নেই কোনও বিলাসবহুল পড়ার পরিবেশ, নেই দামী কোচিং সেন্টার কিংবা আর্থিক স্বচ্ছলতা। বরং প্রতিটি পদক্ষেপে ছিল অভাব, অনিশ্চয়তা আর সংগ্রাম। সাগরের বাবা বহু বছর ধরে গুজরাটের একটি হোটেলে ঝাড়ু-পোঁছার কাজ করেন। মা স্থানীয় এক হাসপাতালে সাফাইকর্মীর কাজ করে সংসার চালাতে সাহায্য করেন। সংসারের আর্থিক অবস্থা এতটাই দুর্বল ছিল যে, মাধ্যমিকের পর থেকেই গ্রামের বাড়িতে একাই থাকতে শুরু করে সাগর। নিজের হাতে রান্না করা, ঘরের কাজ সামলানো এবং পড়াশোনা; সবটাই একাই করত সে। মাধ্যমিকে ৬৪৬ নম্বর পেয়ে কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল সাগর। কিন্তু তখনই পাশে দাঁড়ান স্কুলের শিক্ষকরা। কেউ কম পারিশ্রমিকে, কেউ আবার প্রায় বিনা টাকায় পড়িয়েছেন। শিক্ষকদের সহযোগিতা আর নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তিকেই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি বলে মনে করে সাগর। তবে মেধাতালিকায় নাম ওঠার পরও জীবনের সংগ্রাম থেমে নেই। উচ্চমাধ্যমিকের পর আইএএস হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে কোচিং করার ইচ্ছা ছিল তার। কিন্তু অর্থের অভাব সেই স্বপ্নের সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আপাতত ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে বাবা-মায়ের কাছে গুজরাটে গিয়ে একটি হোটেলে কাজ করছে সে। তার জীবন যেন প্রমাণ করে দেয়, স্বপ্ন সত্যি করতে গেলে শুধু অর্থ নয়, প্রয়োজন অদম্য ইচ্ছাশক্তি, পরিশ্রম এবং হার না মানা মানসিকতা।

সাঁওতালিতে রাজ্যসেরা মণিমালা

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৪ মে ঃ উচ্চমাধ্যমিকে সাঁওতালিতে রাজ্যে প্রথম হয়ে জঙ্গলমহলের মুখ উজ্জ্বল করল ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের আবাসিক ছাত্রী মণিমালা বেসরা। মণিমালার প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৭। সে সাঁওতালিতে পেয়েছে ৮৬। ইংরেজিতে ৯০, ইতিহাসে ৯৩, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৮৭, ভূগোলে ৮৮ এবং শরীরশিক্ষায় ৯৯ নম্বর পেয়েছে মণিমালা। শতাংশের হিসেবে তার প্রাপ্ত নম্বর ৯১.৪। ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির মূলত সহশিক্ষামূলক আদিবাসী আবাসিক সরকারি স্কুল। আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের অধীন এই বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব ২০১৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেয় রাজ্য সরকার। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় চললেও এটি সরকারি স্কুল হিসেবেই পরিচালিত হয়। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শুধুমাত্র আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের রয়েছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

একাধিকবার তলব এড়ানোর পর অবশেষে ইডি দপ্তরে হাজির ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ দীর্ঘদিন ধরে একাধিকবার তলব করা হলেও হাজিরা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দপ্তরে হাজির হন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন বলে জানা গিয়েছে। এর আগে তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করা হয়েছিল। এক সময়ে কালীঘাট এলাকার দায়িত্বে থাকা এই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে সম্প্রতি একাধিক গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। তদন্তকারীদের দাবি, কসবার কুখ্যাত দুষ্কৃতী সোনা পাপ্পুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। জমি দখল, তোলাবাজি এবং অপরাধচক্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সঙ্গে ডিসিপি শান্তনুর যোগ রয়েছে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাতেও তদন্তকারীরা শান্তনুকে সন্দেহের তালিকায় রেখেছেন। পাশাপাশি বালি পাচার সংক্রান্ত মামলাতেও তাঁর নাম জড়িয়েছে। ভোটের আবহের মধ্যেই ডিসিপি শান্তনুর বালিগঞ্জের ফার্ন রোডের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। গভীর রাত পর্যন্ত চলে সেই অভিযান। তল্লাশির পরদিনই তাঁর দুই পুত্র সায়ন্তন ও মণীশকে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়। তবে নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা কেউ হাজির হননি। পরে শান্তনুকেও একাধিকবার তলব করা হলেও তিনি কাজের ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়ে যান বলে অভিযোগ। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অবশেষে বৃহস্পতিবার ইডি দপ্তরে হাজির হয়ে তদন্তে সহযোগিতা করতে শুরু করেন কলকাতা পুলিশের এই উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

সাইকেল চেপে শপথ নিতে বিধানসভায় বিজেপি বিধায়ক, নজর কাড়লেন প্রদীপ বিজলি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ বিধানসভায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে সাধারণত কড়া নিরাপত্তা, গাড়ির বহর আর রাজনৈতিক ব্যস্ততার ছবি দেখা যায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই পরিচিত ছবির বাইরে এক অন্য দৃশ্য ধরা পড়ল বিধানসভা চত্বরে। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, গলায় গেরুয়া উত্তরীয় পরে সাইকেল চালিয়ে শপথ নিতে পৌঁছে গেলেন হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক প্রদীপ বিজলি। আর সেই দৃশ্য ঘিরেই শুরু হয় চর্চা। বৃহস্পতিবার ছিল বিধানসভায় শপথগ্রহণের দ্বিতীয় দিন। এদিন প্রোটেম স্পিকার তাপস রায় মোট ১৩৭ জন বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করান। সেই তালিকাতেই ছিলেন হলদিয়ার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক প্রদীপ বিজলি। সকাল সকাল সাইকেল চালিয়ে তিনি বিধানসভা চত্বরে পৌঁছতেই উপস্থিত সকলের নজর ঘুরে যায় তাঁর দিকে। পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে বিধানসভা কর্মী; সকলেই কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে দেখেন এই ব্যতিক্রমী আগমন। রাজনৈতিক মহলের মতে, এর পিছনে রয়েছে বিশেষ বার্তা। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে জ্বালানি সঙ্কট ও সাশ্রয়ের প্রসঙ্গ সামনে এসেছে। দেশজুড়ে জ্বালানি ব্যবহারে সংযমের বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। নিজের কনভয়ের গাড়ির সংখ্যাও কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সেই পথেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-ও কনভয়ের গাড়ি কমানোর উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল বুধবার শপথগ্রহণের প্রথম দিনেও। সেদিন এমএলএ হস্টেল থেকে বাসে চেপে বিধানসভায় পৌঁছেছিলেন বিজেপির একাধিক বিধায়ক। তবে বৃহস্পতিবার আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে সাইকেলেই বিধানসভায় হাজির হলেন প্রদীপ বিজলি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, শুধুমাত্র বক্তব্য বা প্রচারে নয়, বাস্তব জীবনেও সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে নতুন সরকার। আর সেই বার্তাকেই আরও জোরালোভাবে তুলে ধরলেন হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক। বিধানসভা চত্বরে তাঁর এই আগমন ঘিরে কৌতূহল যেমন তৈরি হয়েছে, তেমনই সাধারণ মানুষের একাংশের প্রশংসাও কুড়িয়েছে এই উদ্যোগ। অনেকের মতে, সাধারণ জীবনযাত্রার বার্তা দিতে নেতাদের এই ধরনের পদক্ষেপ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

আর জি কর আন্দোলনের দুই মুখের বদলিতে নতুন সিদ্ধান্ত, দূরের জেলা থেকে এবার কাছাকাছি পোস্টিং

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ আর জি কর আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত মুখ দেবাশিস হালদার ও আসফাকুল্লা নাইয়াকে নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রশাসনের নতুন সিদ্ধান্ত ঘিরে ফের চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও চিকিৎসক মহলে। তৃণমূল সরকারের আমলে দূরের জেলায় বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এই দুই চিকিৎসককে। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে সে সময় তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার তাঁদের ফের বদলি করা হল। তবে এবার আর দূরের কোনও জেলায় নয়, তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি জেলায় পোস্টিং দেওয়া হয়েছে দু'জনকেই। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবাশিস হালদারকে মালদহের গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে হাওড়া জেলা হাসপাতালের অ্যানাস্থেসিওলজি বিভাগে আনা হয়েছে। অন্যদিকে আসফাকুল্লা নাইয়াকে পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে হুগলির প্রফুল্লচন্দ্র সেন গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে খুশি আর জি কর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকদের একাংশ। তাঁদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে যে মানসিক ও প্রশাসনিক চাপের মধ্যে ওই চিকিৎসকদের কাজ করতে হচ্ছিল, নতুন সিদ্ধান্তে তা অনেকটাই কমবে। ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যুর ঘটনার পর গোটা রাজ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ ওঠে, হাসপাতালের ভিতরেই ওই তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। কলকাতা থেকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন। সেই আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন দেবাশিস হালদার, আসফাকুল্লা নাইয়া এবং অনিকেত মাহাতোর মতো তরুণ চিকিৎসকরা। তাঁদের নেতৃত্বে আন্দোলন নতুন মাত্রা পায় এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। পরবর্তীতে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসার পর ২০২৫ সালের জুন মাসে ওই চিকিৎসকদের অন্যত্র বদলির নির্দেশ দেয় রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর। আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকার কারণেই তাঁদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়ে শুরু হয় নতুন বিতর্ক। দেবাশিস, আসফাকুল্লা ও অনিকেত স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁরা ওই বদলির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নন। অভিযোগ ওঠে, নিয়ম মেনে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। সিনিয়র রেসিডেন্টদের পছন্দের জায়গা জানতে চাওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তোলেন তাঁরা। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন আন্দোলনের মুখরা। মামলার শুনানিতে আদালত বদলির নির্দেশে ত্রুটি রয়েছে বলে মন্তব্য করে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়। এরপর রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তনের আবহে ফের নতুন করে বদলির নির্দেশ জারি করা হল। এবার তাঁদের তুলনামূলকভাবে কাছের জেলায় পোস্টিং-র নির্দেশ দেওয়ায় চিকিৎসক মহলের একাংশ এই পদক্ষেপকে ইতিবাচক বলেই মনে করছেন।

মহিলা সুরক্ষায় বিশেষ হেল্পলাইন, বেআইনি পার্কিং রুখতে কড়া বার্তা অগ্নিমিত্রার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনিক স্তরে একের পর এক নতুন উদ্যোগের ইঙ্গিত দিচ্ছে বিজেপি সরকার। এবার মহিলা সুরক্ষা এবং নাগরিক পরিষেবাকে কার্যকর করতে বিশেষ উদ্যোগের কথা ঘোষণা করলেন নারী, শিশু বিকাশ ও সমাজকল্যাণ এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। মহিলাদের নিরাপত্তা এবং শিশু সুরক্ষাকে একই ছাতার তলায় এনে একটি বিশেষ ইন্টিগ্রেটেড হেল্পলাইন পরিষেবা চালুর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বেআইনি পার্কিং এবং অবৈধভাবে টাকা তোলার বিরুদ্ধেও কড়া অবস্থানের বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী। বঙ্গভোটের আগে বিজেপির প্রকাশিত সংকল্পপত্রে মহিলা সুরক্ষাকে অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। সেখানে প্রতিটি মণ্ডল এলাকায় মহিলা পুলিশ স্টেশন গড়ে তোলা, ২৪ ঘণ্টা চালু থাকবে এমন মহিলা ডেস্ক চালুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ মহিলা পুলিশ ব্যাটালিয়ন 'দুর্গাসুরক্ষা স্কোয়াড' গঠনের কথাও বলা হয়েছিল। সরকার গঠনের পর সেই প্রতিশ্রুতিগুলিকে বাস্তবায়নের পথে এগোতে শুরু করেছে গেরুয়া শিবির, এমনটাই রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। এদিন অগ্নিমিত্রা পাল জানান, বর্তমানে আলাদা করে কোনও মহিলা হেল্পলাইন নম্বর কার্যকরভাবে চালু নেই। সেই কারণে আপাতত চাইল্ড হেল্পলাইন নম্বরকেই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করা হবে। ভবিষ্যতে মহিলা হেল্পলাইন এবং চাইল্ড হেল্পলাইনকে একত্রিত করে আরও শক্তিশালী এবং দ্রুত পরিষেবা গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, এই পরিষেবা চালু হলে নারী ও শিশু সংক্রান্ত অভিযোগ বা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রশাসনিক সহায়তা পাওয়া যাবে। শুধু হেল্পলাইন নয়, নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের জন্য পৃথক কল সেন্টার তৈরির কথাও ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, সাধারণ মানুষ যাতে সরাসরি নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পারেন এবং দ্রুত সমাধান পান, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের সঙ্গে মানুষের সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানোই সরকারের মূল উদ্দেশ্য বলেও দাবি তাঁর। শহরের বেআইনি পার্কিং এবং ভুয়ো বিল দেখিয়ে টাকা তোলার অভিযোগ নিয়েও এদিন সরব হন অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি স্পষ্ট জানান, শুধুমাত্র অনুমোদিত জায়গাতেই পার্কিং করা যাবে। কোনওভাবেই অবৈধভাবে পার্কিং ফি আদায় বরদাস্ত করা হবে না।

ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন অরিত্র প্রামাণিকের

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৪ মে ঃ গত শুক্রবার এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর আজ বৃহস্পতিবার উচ্চ মাধ্যমিকের ফল বার হয়েছে। আর মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিকে ও রাজ্যের মধ্যে এক থেকে দশের মধ্যে জায়গা করে নিলো আবার জয়নগর। আর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক দুক্ষেত্রেই মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুল। জয়নগর মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুলের ছাত্র প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছে। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের উওর পাড়ার অরিত্র প্রামানিক ৪৮৭ নং পেয়ে রাজ্যের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করে নিয়েছে। সে ৯৭.৪ শতাংশ নং পেয়ে এ++ গ্রেড ভুক্ত হয়েছে। অরিত্রের বাবা একটি পেট্রোল পাম্পে কর্মরত ও মা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্মরত। অরিত্রের জন্ম ২০০৭ সালের ২০ শে ডিসেম্বর। বাবা তপন প্রামানিক জয়নগরের ময়দার একটি পেট্রোল পাম্পে কর্মরত, মা সুজাতা প্রামানিক জয়নগর মজিলপুরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কর্মরত। মা বাবার একমাত্র সন্তান অরিত্র। বাড়িতে মা বাবা ও ঠাকুমা আছে। ছোট বেলা থেকেই লেখাপড়ায় ভালো সে। জয়নগর পাঠভবন স্কুলে প্রাথমিকে পড়াশোনা শুরু অরিত্রের। এরপরে মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুলে ৫ম শ্রেনীতে ভর্তি হয় সে। প্রতি বছরই সে ক্লাসে ভালো ফল করে আসছে। এদিন রেজাল্ট আউটের পরে উওরপাড়ার বাড়িতে বসে অরিত্র বলেন, আমি আশা করেনি এত ভালো ফল হবে। আর তাই এই রেজাল্ট হওয়ায় আমি খুশি, আনন্দিত। আমার এই ফলাফলে সবচেয়ে বড় অবদান আমার মায়ের। তাছাড়া বাবা, ঠাকুমা, পিসেমশাই, মেজজেঠু ও শিক্ষকরা তো আছেই। আমি সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করি। আমি আগামী দিনে ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। ৬ জন গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা তার। সে আঁকা, ক্রিকেট খেলা, পিয়ানো বাজাতে ভালোবাসে। কিন্তু পড়াশোনার চাপে এখন আর সে এদিকে নজর দিতে পারে না। তবে পড়াশোনার মাঝেই গল্পের বই পড়তে ভালো বাসে সে। সে বলে আমি মনে করি ধৈর্য নিয়ে পড়াশোনা করলে তার ফল ভালো হবেই। এদিন এই খবর জানার পর থেকে তার বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে এলাকা সহ আশেপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষজন আসছেন। তার এই সাফল্যে গর্বিত তাঁর ঠাকুমা, বাবা, মা সহ এলাকার মানুষ জন। তার স্বপ্ন পূরণ হোক এটাই চায় তার অভিভাবকরা। আর তার এই খুশিতে আনন্দিত জয়নগর মজিলপুর পৌর এলাকার মানুষ জন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে জয়নগর মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুলের ধারাবাহিক এই সাফল্য বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আর জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার কাছে গৌরবের। মাধ্যমিকে জয়নগরের মৈনাক চক্রবর্তী ও উচ্চ মাধ্যমিকের জয়নগরের অরিত্র প্রামাণিকের এই সাফল্য খুশি এলাকার মানুষ।

কুণালের আত্মসমালোচনার বার্তা, তাপস-সজল প্রসঙ্গে বিস্ফোরক পোস্ট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে জয়ী হওয়া বিধায়কদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার বিধায়ক হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন এক পোস্ট করলেন তিনি, যা ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি দলের অভ্যন্তরীণ কিছু ত্রুটি ও সিদ্ধান্ত নিয়েও কার্যত প্রকাশ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল ঘোষ। বিশেষ করে প্রোটেম স্পিকার তাপস রায় এবং নবনির্বাচিত বিধায়ক সজল ঘোষ-এর দলত্যাগ প্রসঙ্গ তুলে তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, তৃণমূলের কিছু সিদ্ধান্তই দলের ক্ষতির কারণ হয়েছে। ফেসবুক পোস্টে কুণাল লেখেন, 'বিধানসভায় বিধায়ক হিসেবে শপথ। ধন্যবাদ মাননীয়া দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধন্যবাদ বেলেঘাটা কেন্দ্রের নাগরিকদের। শপথ পাঠ করালেন মাননীয় প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়। দীর্ঘদিনের দাদা এবং নেতা। তাপসদাকে তৃণমূলে রাখতে আমরা চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি, দুর্ভাগ্য। পরে রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে আমি তাপসদাকে ভালো বলায় আমাকে দল সাসপেন্ড করেছিল। ঘটনাচক্রে আমি আজ দলের বিধায়ক এবং শপথবাক্য পাঠ করছি বিজেপির হয়ে জিতে আসা তাপসদার হাতে। ভাগ্যচক্র।' এখানেই থেমে থাকেননি কুণাল ঘোষ। নিজের পোস্টে সজল ঘোষের নামও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'পুরপিতাও বটে। উত্তর ও মধ্য কলকাতায় তাপসদা, সজল ঘোষদের বাধ্য করা হয়েছিল দল ছাড়তে। দুজনকেই রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলাম। আজ তারা বিধায়ক। আমি তৃণমূলের সৈনিকই আছি। লড়াই চলবে। তবে যার বা যাদের জন্যে তাপসদা, সজলরা, আরও অনেকে দল ছেড়েছে, দলের ক্ষতি হয়েছে, তারপরেও একইরকম হোয়াটসঅ্যাপ কাঁদুনি পলিটিক্স করে স্বজনপোষণ চলছে, সেটা খুবই আপত্তির এবং উদ্বেগের। এভাবে চললে কর্মীরা ধৈর্য হারাচ্ছেন। তৃণমূলকে চাঙ্গা করার লড়াইতে আত্মবিশ্লেষণটাও জরুরি। আমরা তৃণমূলের সৈনিকরা দলনেত্রীর নির্দেশে লড়ছি। জয় বাংলা।' রাজনৈতিক মহলের মতে, কুণালের এই মন্তব্যে উত্তর কলকাতা তৃণমূলের সাম্প্রতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ঘিরে বিতর্কেরও স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। অন্যদিকে কুণালের এই পোস্টকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়। তাঁর কটাক্ষ, ওই দলের আত্মবিশ্লেষণ করেও কোনও লাভ নেই। যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি পিপলস পালস ভালো বোঝেন, দেওয়াল লিখন বোঝেন! দেখাই তো গেল, কেমন বুঝছেন। ফলে শপথগ্রহণের দিনেই কুণাল ঘোষের এই পোস্ট রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনা ও বিতর্ক উসকে দিল বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিধায়কের বাগানবাড়িতে পুলিশের অভিযান, মিলল 'গুহা'র হদিশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের পৈলানের বাগানবাড়িতে পুলিশের অভিযানে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং র‍্যাফ নিয়ে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি বিতর্কিত ভিডিওকে কেন্দ্র করে বিধায়কের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল বিষ্ণুপুর থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এই অভিযান চালানো হয়। তবে তল্লাশির সময় বাড়িতে দিলীপ মণ্ডলকে পাওয়া যায়নি বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে দাবি, বাড়িতে ঢুকে তদন্তকারীরা কার্যত হতবাক হয়ে যান। পৈলানের ওই বাগানবাড়ি যেন এক প্রাসাদ। বাড়ির ভিতরে রয়েছে একাধিক দামী গাড়ি, সুইমিং পুল, বিলাসবহুল কাঠের আসবাবপত্র এবং সুসজ্জিত দোলনা। তবে সবচেয়ে বেশি চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাড়ির ভিতরে একটি গুহাসদৃশ নির্মাণ ঘিরে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সেটি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল। যদিও সেই গুহার ব্যবহার কী উদ্দেশ্যে হত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই দিলীপ মণ্ডলকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে তাঁকে প্রকাশ্যে হুমকির সুরে কথা বলতে শোনা যায়। ভিডিওতে তিনি বলেন, ত১৫ বছর ধরে অনেক সংযম দেখিয়েছিলাম। শান্তিতে রেখেছিলাম। কিন্তু আর তা হবে না।দ পাশাপাশি রাজনৈতিক বিরোধীদের উদ্দেশ্যেও কড়া বার্তা দিতে দেখা যায় তাঁকে। ভিডিওটি সামনে আসার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এরপর বিষ্ণুপুর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর দায়ের হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধায়কের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিনের অভিযানের পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ওই বাড়ির বিলাসবহুল জীবনযাপন নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল। তবে পুলিশের তল্লাশির পর বিষয়টি আরও প্রকাশ্যে আসে। তদন্তকারীরা বাড়ির বিভিন্ন অংশ খতিয়ে দেখছেন এবং বেশ কিছু নথি ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন বলেও সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, এর আগেও শিবপুরে তৃণমূল নেতা মহম্মদ শামিমের বাড়িতে অভিযানে একাধিক সুড়ঙ্গের হদিশ পেয়েছিল পুলিশ। সেই ঘটনায়ও রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এবার দিলীপ মণ্ডলের পৈলানের প্রাসাদোপম বাড়িতে গুহার সন্ধান মেলায় নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে দিলীপ মণ্ডলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হিন্ডকন কেমিক্যালস্ লিমিটেড

সিআইএনঃ এল২৪১১৭ডব্লুবি১৯৯৮পিএলসি০৮৭৮০০
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৬২বি, ব্রণফেল্ড রো, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০২৭
ইমেল আইডিঃ contactus@hindcon.com, ওয়েবসাইটঃ www.hindcon.com

নিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্তসার
৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি	
		৩ মাস সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৬	পূর্ববর্তী ৩ মাস ৩১.১২.২০২৫ তারিখে শেষ হয়েছে	৩১.০৩.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া সংশ্লিষ্ট ৩ মাস	৩১.০৩.২০২৬ পর্যন্ত	৩১.০৩.২০২৫ পর্যন্ত
		নিরীক্ষিত	অ-নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	২,১২৯.৪৯	১,৪৭৯.১১	১,৫৩৮.৯৬	৬,৭২৬.২৮	৫,৮৭৭.৯১
২.	সময়ের জন্য নিট মুনাফা (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম#)	৪৩.৩৯	৭০.৯৩	১১১.০৭	৪৩৯.৯১	৫২২.৬৭
৩.	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম-এর পরে#)	৪৩.৩৯	৭০.৯৩	১১১.০৭	৪৩৯.৯১	৫২২.৬৭
৪.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে#)	২৪.৫৫	৫৫.৩১	৭৫.৯০	৩০৮.১১	৩৮৩.০০
৫.	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত (ক্ষতি)/লাভ (যার মধ্যে রয়েছে {ক্ষতি/কর-পরবর্তী আয় এবং অন্যান্য বিস্তৃত (ক্ষতি/কর-পরবর্তী আয়)})	৪০.১৯	৫২.৮২	-৪.১৩	২৯৪.২২	৪৫০.৫২
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭৭০.৫১	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০	৭৭০.৫১	৭৬৭.২০
৭.	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ বাদে)	-	-	-	৪,৯৩৮.৮১	৪,৬৩৫.৪২
৮.	প্রতি শেয়ার আয় (প্রতিটি ২/- টাকা) (চলমান এবং বন্ধ থাকা কার্যক্রমের জন্য)-** মৌলিক	০.২২	০.০৮	০.১৫	০.৮৪	১.০০
	মিশ্রিত	০.২২	০.০৮	০.১৫	০.৮৪	১.০০

কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ কোনও আইটেম নেই।
** উপরে উপস্থাপিত ইপিএস ৩১শে মার্চ, ২০২৫ এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছর ব্যতীত বার্ষিক নয়।

স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি	
		৩ মাস সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৬	পূর্ববর্তী ৩ মাস ৩১.১২.২০২৫ তারিখে শেষ হয়েছে	৩১.০৩.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া সংশ্লিষ্ট ৩ মাস	৩১.০৩.২০২৬ পর্যন্ত	৩১.০৩.২০২৫ পর্যন্ত
		নিরীক্ষিত	অ-নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট রাজস্ব	২,০৫০.৮৬	১,৩৮২.৪০	১,৫৫০.৮৮	৬,৫৪৭.২৮	৫,৮৫৪.৭৪
২.	চলমান কার্যক্রম থেকে কর-পূর্ববর্তী মুনাফা/(ক্ষতি)	১১৪.২৯	৫১.৯০	৮৫.৪৩	৪৫৫.০৪	৫৩৫.৬৫
৩.	চলমান কার্যক্রম থেকে কর-পরবর্তী মুনাফা(ক্ষতি)	৭৮.০৮	৩৪.১৬	৬৫.৮৪	৩২৪.২৬	৩৯৬.১০

মন্তব্যঃ

১. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস কোম্পানির ওয়েবসাইট - (https://www.hindcon.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট - (www.nseindia.com) এ পাওয়া যাবে।
২. কোম্পানি বার্ষিক ভিত্তিতে একত্রিত আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং একত্রিত আর্থিক পরিসংখ্যানের মধ্যে কোম্পানির সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিন্ডকন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড এবং ভিশন স্পিড ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড এবং এলএলপি ভায়া মেসার্স হিন্ডকন স্পেশালিটি কেমিক্যালস এলএলপি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৩. সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১.০৩.২০২৬ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একত্রিত) সম্পর্কে অ-পরিবর্তিত প্রতিবেদন প্রদান করেছেন।
৪. বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠিত/পুনর্গঠিত করা হয়েছে।
৫. কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ কোন আইটেম নেই।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ মে ১৪, ২০২৬

বোর্ডের পক্ষে এবং জন্য
হিন্ডকন কেমিক্যালস্ লিমিটেড
স্বা/-
(সঞ্জয় গোয়েঙ্কা)
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন-০০৮৪৮১৯০

এ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড

সিআইএন নং. ইউ ৭৪৯৯৯ডিএল২০০পিএলসি১১৭০৫২
এ-২৭০, ১ম এবং ২য় তল, ডিফেন্স কলোনি, নয়া দিল্লি - ১১০ ০২৪, ভারত
ইমেলঃ admin@alchemistarc.com, ওয়েবসাইটঃ www.alchemistarc.com

জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

(আর্থিক সম্পদ সিকিউরিটাইজেশন ও পুনর্গঠন এবং জামানত স্বার্থ বলবকরণ আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীন)

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার / এআরসি)-যিনি ৩০.০৯.২০২৫ তারিখের একটি ঋণ হস্তান্তর চুক্তি-এর মাধ্যমে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর নিকট হতে নিম্নবর্ণিত ঋণ হিসাবসমূহ অধিগ্রহণ করেছেন-তিনি SARFAESI আইন ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-এর প্রতি দাবি নোটিশ জারি করেছেন উক্ত নোটিশ(সমূহ) প্রাপ্তির তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সুরক্ষিত পাওনাদারের নিকট তাঁদের সমুদয় দায়ভার সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, জামানতকৃত পাওনাদার কোনো প্রকার অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই-জামানতকৃত সম্পদসমূহের দখল গ্রহণসহ-আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনস্থ সকল বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগের অধিকারী হইবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)	মূল্য বাকি (টাকা)	১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ	নিরাপত্তাধীন সম্পদের বিবরণ	নির্ধারিত তারিখ
১.	PR01094301	বিশ্বজিত মোটর গ্যারেজ (ঋণগ্রহীতা) বিশ্বজিত পাত্র (সহ-ঋণগ্রহীতা) মায়ারাণী পাত্র (সহ-ঋণগ্রহীতা)	৬,৯০,১১৬	২৭ এপ্রিল ২০২৬	মৌজা-উচিলদহ-তে অবস্থিত ৮ ডেসিমেল পরিমাপের সম্পূর্ণ জমিটি যা জে.এল. নং ৯৬, তৌজি নং ২৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৫৩/৪৮, ৭৫/৬৬, ৬৯৮/৭১৯, ৫৮৩/৫০৪, ২৬৯/২৩৯, ২৭০/২৪০, হাল এল.আর. খতিয়ান নং ১৫৩৯ এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৬৮৬-এর অন্তর্ভুক্ত থানা-হারোয়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, এবং আটপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাভুক্ত।	২৪ ডিসেম্বর ২০২৫

উপরে উল্লিখিত অর্থরাশি প্রতিটি হিসাবের বিপরীতে নির্দেশিত নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য এর সাথে অর্থ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত অতিরিক্ত সুদ, দণ্ডমূলক মাশুল, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়সমূহও পরিশোধ করতে হবে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)-কে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্বলিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে, উপরে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ(সমূহ)-বিক্রয়, ইজারা, বন্ধক, দায়বদ্ধকরণ বা অন্য কোনো উপায়ে-হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি করা যাবে না।
ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদার(গণ) এবং সাধারণ জনগণের অবগতির উদ্দেশ্যে, SARFAESIআইন, ২০০২-এর বিধানাবলি মেনে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হলো। এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে নিম্নলিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ করুনঃ ফোনঃ ০১১-৪৬৫৬২৫৮৪
ইমেলঃ admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
এ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
(Alchemist XLVII Trust-এর ট্রাস্টি হিসেবে কার্যরত) জামানতযুক্ত পাওনাদার

তারিখঃ ১৫.০৫.২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

গৌরাঙ্গ সেতুতে ট্রাফিক পুলিশের কড়া অভিযান, হেলমেটহীন বাইক আরোহীদের ধরপাকড়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ মে ঃ ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া লাইসেন্স, ইন্সুরেন্স ও অতিরিক্ত যাত্রী নিয়েও কড়া নজরদারি, রাস্তাতেই জরিমানা বহুজনের। সরকারি নির্দেশ কার্যকর হতেই অ্যাকশন মোডে নবদ্বীপ ট্রাফিক পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই গৌরাঙ্গ সেতু সংলগ্ন এলাকায় শুরু হয় বিশেষ চেকিং অভিযান। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো, ট্রাফিক আইন অমান্য করা এবং বৈধ নথিপত্র ছাড়া রাস্তায় নামা চালকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় পুলিশকে। সকাল থেকে সেতুর দু'প্রান্তে ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ নজরদারি চলে। একের পর এক মোটরবাইক থামিয়ে চালক ও আরোহীদের হেলমেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইন্সুরেন্স সহ অন্যান্য নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। নিয়মভঙ্গকারীদের অনেককেই রাস্তাতেই জরিমানা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এখন চালকের পাশাপাশি পিছনে বসা আরোহীর ক্ষেত্রেও হেলমেট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই নিয়ম অমান্য করলেই আইন অনুযায়ী জরিমানা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে একটি বাইকে দু'জনের বেশি যাত্রী বহন, ইন্সুরেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া কিংবা লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ট্রাফিক বিভাগের দাবি, শুধুমাত্র জরিমানা আদায় নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতেও এই অভিযান চালানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবারের অভিযানে বহু বাইক আরোহীকে আটক করে নথিপত্র পরীক্ষা করা হয়েছে। যাদের সব নথি বৈধ ছিল, তাদের ছেড়ে দেওয়া হলেও নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছে কড়া পদক্ষেপ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী দিনেও নবদ্বীপের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও ব্যস্ত এলাকায় এই ধরনের বিশেষ অভিযান চলবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৬৩ সংখ্যা, শুক্রবার , ৩১ বৈশাখ, ১৪৩৩

ভবানীপুরের ইতিহাস

বাংলার রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র হোক কিংবা ইতিহাসের মণিকোঠা। 'ভবানীপুর' নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আবেগ এবং আভিজাত্য। প্রাচীন গঙ্গার তীরবর্তী এই জনপদটি কীভাবে আজকের অবস্থানে পৌঁছাল, তার এক রোমাঞ্চকর সফরনামা। নামকরণঃ ভবানীপুর নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা মত প্রচলিত। কেউ বলেন, এক সময় এখানে দেবী ভবানীর বিশাল মন্দির ছিল, যা থেকে এই নামকরণ। আবার অনেকের মতে, কালীঘাটের সেবায়েত ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর জামাতা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি 'ভবানীদাস ভট্টাচার্য'-এর নামানুসারে এই গ্রামের নাম হয় ভবানীপুর। এছাড়া ভুরসুট পরগনার রাজধানী 'গড় ভবানীপুর'-এর সাথেও এর পুরনো যোগসূত্র পাওয়া যায়। সাধারণ গ্রাম থেকে অভিজাতজনপদ। ষোড়শ শতকের শুরুতে এই এলাকাটি ছিল অত্যন্ত সাধারণ। এখানে মূলত কুমোর, তাঁতি আর কৃষকদের বসবাস ছিল। কিন্তু ভবানীদাস ভট্টাচার্যের উদ্যোগে ধীরে ধীরে এটি একটি আধুনিক ও অভিজাত জনপদে রূপ নেয়। এক সময় আদি গঙ্গার জোয়ারে এই এলাকা ভেসে যেত বলে একে অনেকে 'বানভাসি' এলাকাও বলতেন। পেশাভিত্তিক ও পাড়ার গল্প। ভবানীপুরের ইতিহাস জড়িয়ে আছে এর বিভিন্ন পাড়ার নামের মধ্যে। আদি গঙ্গার তীর ঘিরেই গড়ে উঠেছিল কাঁসারিপাড়া, তেলিয়াপাড়া, শাঁখারিপাড়া আর পটুয়াপাড়া। এখানে যেমন কাঁসার বাসন তৈরি হতো, তেমনই পটুয়াপাড়ায় বাস করতেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীরা। প্রতিটি পাড়া আজও তার নিজস্ব ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ঐতিহাসিক যদুবাবুর বাজার। ভবানীপুরের অন্যতম আকর্ষণ হলো যদুবাবুর বাজার। ১৭৭৪ সালে স্যার রবার্ট চেম্বারসের কাছ থেকে জমি কিনে এখানে বাজার বসিয়েছিলেন যোগেশ্বর লাহা। পরবর্তীতে রানী রাসমণি এই বাজারটি কিনে তাঁর নাতি যদুনাথ চৌধুরীকে উপহার দেন। সেই থেকেই এর নাম হয় 'যদুবাবুর বাজার'। কিংবদন্তিদের ঠিকানায় পরিণত হয় এই অঞ্চল। ভবানীপুর মানেই বাঙালির মহানায়ক উত্তম কুমারের স্মৃতিবিজড়িত গিরিশ মুখার্জি রোড। এখানেই এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ১৯৪১ সালে মহানিষ্ক্রমণ ঘটেছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। নীল বিদ্রোহের কলম যোদ্ধা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিও এই মাটির সাথে মিশে আছে। এই এলাকাটি যুগে যুগে বহু প্রাজ্ঞ ও শিক্ষিত মানুষের প্রধান ঠিকানা হিসেবে পরিচিত ।২০২৬-এর ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পালা বদল। রাজনীতির আঙিনায় ভবানীপুর ছিল তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাজেয় দুর্গ। কিন্তু ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন বাংলার ইতিহাসে এক নতুন মোড় নিয়ে আসে। নন্দীগ্রামের পর ভবানীপুরের মাটিতেও নিজের আধিপত্য প্রমাণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। বিপুল ভোটে জিতে তিনি বাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন, যা ভবানীপুরের দীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অভাবনীয় পরিবর্তন। ভবানীপুর মানে শুধু রাজনীতি নয়, এটি বাঙালির শিক্ষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির এক জীবন্ত দলিল। জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন, এই প্রাচীন জনপদ তার ইতিহাসের গৌরব নিয়ে বাংলার বুকে চিরকাল অম্লান থাকবে। নন্দীগ্রামের বিধায়ক পদ থেকে সরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরের বিধায়ক হিসাবে থাকলেন।

শহিদ অবোধ বিহারী

১৮৬৯ সাল দিল্লি। সেখানেই জন্ম নেন এক নির্ভীক বিপ্লবী, যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন নিজের সাহস ও সংকল্পে; তিনি অবোধ বিহারী। অগ্নিযুগের সেই উত্তাল সময়ে যখন ভারতবর্ষের আকাশে স্বাধীনতার দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে, তখন অবোধ বিহারী নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন মাতৃভূমির মুক্তির জন্য। তিনি ছিলেন মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। রাসবিহারীর নেতৃত্বে উত্তর ভারতজুড়ে গড়ে উঠছিল এক গোপন বিপ্লবী নেটওয়ার্ক; যার লক্ষ্য ছিল একটাই; ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া। অবোধ বিহারী শুধু অস্ত্র হাতে লড়েননি, তিনি পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। জীবিকা নির্বাহের প্রশিক্ষণের আড়ালে চলত গোপন সংগঠন গড়ার কাজ। নীরবে, নিভৃতে, চোখে চোখে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে চলছিল বিপ্লব। তারপর এল সেই ঐতিহাসিক দিন; ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১২। দিল্লির চাঁদনী চক তখন উৎসবের সাজে সজ্জিত। হাতির পিঠে চড়ে এগিয়ে আসছেন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয়;লর্ড হার্ডিঞ্জ। রাজকীয় শোভাযাত্রা চারদিকে কড়া নিরাপত্তা। কিন্তু সেই নিরাপত্তার দেওয়াল ভেদ করেই ঝড়ের মতো নেমে এল বিপ্লবীদের আঘাত। হঠাৎ; বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল চাঁদনী চক! বসন্ত কুমার বিশ্বাস নিক্ষেপ করলেন বোমা। আর এই পুরো পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অবোধ বিহারীও। ভাইসরয় প্রাণে বেঁচে গেলেও ব্রিটিশ শাসকরা বুঝে গিয়েছিল; ভারতের বিপ্লবীরা আর ভয় পায় না। এই ঘটনার পর রাসবিহারী বসু গোপনে দেরাদুন হয়ে জাপানে পালিয়ে যান। কিন্তু অবোধ বিহারী রয়ে গেলেন বিপ্লবের মাটিতেই। শুধু ভাইসরয়ের ওপর হামলাই নয়; লরেন্স গার্ডেন বোমা কাণ্ডেও ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একের পর এক আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। অবশেষে ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্রেপ্তার করা হয় অবোধ বিহারীকে। শুরু হয় ঐতিহাসিক দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলা। একই মামলায় অভিযুক্ত হন মাস্টার আমীরচাঁদ, ভাই বালমুকুন্দ ও বসন্ত কুমার বিশ্বাস। ব্রিটিশ আদালত তাঁদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করল; মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু ফাঁসির আদেশ শুনেও কাঁপেননি অবোধ বিহারী। কারণ তিনি জানতেন; দেশের স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুই একজন বিপ্লবীর শ্রেষ্ঠ গৌরব। ১৯১৫ সালের ৮ মে; কারাগারের অন্ধকারে এগিয়ে এল সেই শেষ মুহূর্ত। ফাঁসির মঞ্চ । সেখানে অবোধ দাঁড়ান মাথা উঁচু করে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

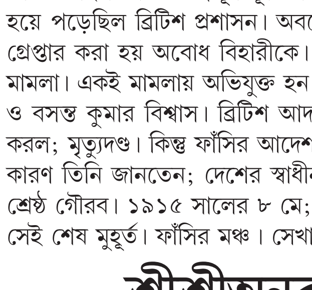

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেছেন, সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সাধক। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই আসে সেই অভয় শক্তি। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। এই শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মাতৃশক্তি অর্জন করতে পারবি। মা জাগতিক শক্তির অধিকারিণী। মা এর মধ্যেই প্রকৃত মাতৃশক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে গেলে মাতৃভক্ত।

সাধক রামপ্রসাদ

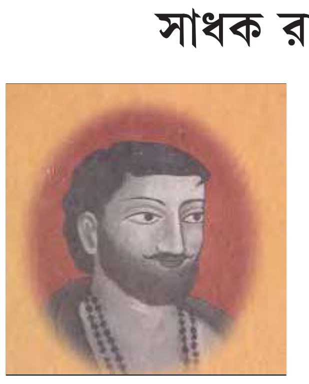

সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন। সুর সঙ্গীত দিয়ে যোগ করা যেতে পারে। সাধক রামপ্রসাদের মধ্যে একটি সাধনা শক্তি ছিল। তিনি সঙ্গীত সাধনা করেই শ্যামা মায়ের দেখা পেয়েছিলেন। নারীদের একটি অসীম শক্তি আছে। এই শক্তি দিয়ে নারীরা সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মায়েরা হচ্ছেন মহা শক্তির আধার। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা একটি সংসারকে নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে নিয়ে চলতে পারে। তিনি এত শক্তি সঞ্চয় করে যে তার আর কোনও অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজ শক্তির জোরে তিনি সব কিছু করতে পারে। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে একজন নারী। তিনি হচ্ছেন মা। মা হচ্ছেন জীবন দায়িনী। তিনি জীবন দান করেন। মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টি কর্ত্রী। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়।

'গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা' ব্যাখ্যায় অম্লান দত্ত

রবীন্দ্রকুমার শীল

প্রাক্তন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডক্টর অম্লান দত্ত জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৭ জুন ১৯২৪ সালে। ব্রিটিশ ভারতে বাংলার কুমিল্লায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পিতার নাম ছিল অশ্বিনী কুমার দত্ত। এবং মাতা ছিলেন সুনীতিবালা দেবী। এটা তাঁর বংশ পরিচয়। সবার কাছে তিনি বংশ পরিচয় দিতে চাইতেন না। তিনি চাইতেন সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। সমস্যামূলক

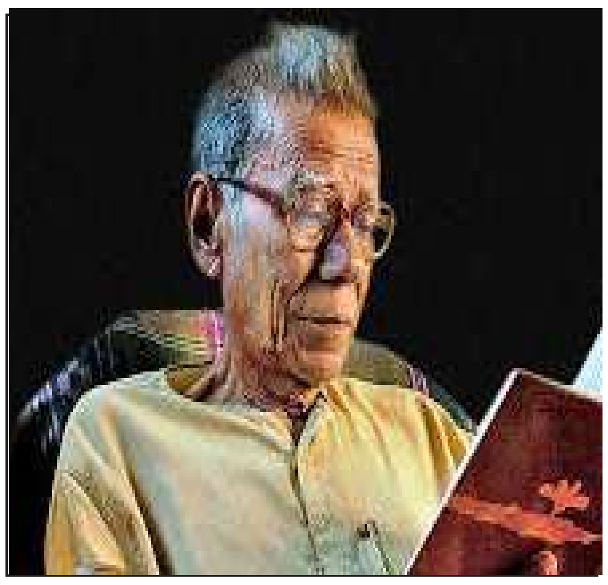

আলাপ আলোচনা করতে তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল। তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রিয় বলে গ্রহণ করতেন। যদিও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা সম্পর্কে বারবার তিনি সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করে দেন। তিনি ভাবতেন যুগের যা পরিস্থিতি তাতে সুস্থ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবেশ তৈরি হওয়াটা অসম্ভব। যে সব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে প্রাণ বলে কোনও বস্তু নেই বলে তাঁর মনে হত। রবীন্দ্রনাথ যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে কায়েম করা একেবারে অসম্ভব? মার্কিন দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন যে গণতান্ত্রিক সংজ্ঞা দিয়েছেন সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আজকে আমেরিকার মতো দেশেও বলতে গেলে উধাও অবস্থায়। সেখানকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গোড়ায় গিয়ে আঘাত করতে শুরু করেছেন। 'আমেরিকা ফর আমেরিকান' এই স্লোগানটা তো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্লোগান নয়। ওই স্লোগানকে আন্তর্জাতিকমুখী করে গিয়েছিলেন জার্মান চ্যান্সেলর এডলফ হিটলার। যদিও সেই সময়ে বলা যেতে পারে জার্মানদের ওপরে অনেক অবিচার করা হয়েছিল। তার ফলে হিটলারের মতো একনায়কতান্ত্রিক নেতার প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সুস্থ শাসন ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করে নেওয়া হলেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে আজকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একনায়কতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্রে এসে উপস্থিত হচ্ছে। জনগণকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আসলে কী তা বোঝানোর কোনও উদ্যাগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করলেই গণতান্ত্রিক চেতনা সাবলীল হয়েছে বলে ধরে নেওয়া একেবারে অসম্ভব বলে মনে করতেন চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত। তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ভয়ঙ্কর রকমের শব্দ ব্যবহার করেছেন যা তাঁর লেখা 'ফর ডেমোক্রাসি' বইটিতে বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখছেন, " The etymological platitude that democracy means the rule of the people, and in moder States, of the representatives of the majority of the people, has, in the present century, done dubious service to the cause that it proposes to uphold. The definition of democracy as the rule of the majority is wrong as well as dangerous. It is not by counting the heads of Hitler's supporters that one must decide whether the Hitlerite regime was democratic or not. If fanatical community the majority decides to gag the voice of all minorities, the system does not deserve to be alled democratic merely beacuse its undemocratic action has the approval of the majority. Even in its narrower connotation, democracy stands for a peaceful method of political change, and as such its stands for the right of the majority, or the representatives of the mjority, to rule, as well as the right of the minority to try, by every peacceful means, to convert the majority. Every case of rule of a minority is a case of undemocratic rule, but not all cases of rule of the majority are cases of democracy. Without the right of the minority to convrt the majority, democracy loses to dynamic significance and is turned into its opposite."। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এর পাশাপাশি সংখ্যালঘিষ্ঠদের কথাকে প্রাধান্য দিতে হবে। নাহলে তখন আর সেটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পর্যবসিত হতে পারে না। তিনি তাঁর 'ফর ডেমোক্রাসি' বইয়ের শুরুতেই এইভাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কঠিন মন্তব্য করেন। তিনি মনে করতেন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শুধু মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করলেই তার সুপ্রকাশ দেখতে পাওয়া নাও যেতে পারে। গণতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশ যদি সাধারণ জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ না করতে পারে তাহলে সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা একেবারে মূল্যহীন। তার কোনও মানে থাকে না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মানেই শুধু ভোট যন্ত্র নয়। সবাইকে কথা বলতে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার মধ্যেও গণতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশ ঘটতে পারে। বাকস্বাধীনতা থেকে শুরু করে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রাধান্যের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তার রস সেখানে নিহিত রয়েছে। লিঙ্কন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিয়ে গিয়েছেন আর চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বাস্তবতা রূপকে ব্যাখ্যায়িত করেছেন। তাঁর কাছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে "In a wider sense, democracy is not just a peaceful method of political change, but a system represnting the maximum possible oppertunity of the individual to develop what is unique in him and to enrich society through the contribution of his creative uniquesness.'। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে সবাইকে সব দিক দিয়ে বিত্তশালী করে তোলা। রাজনৈতিক পরিবর্তন করাটা গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ বলে গ্রহণ করা হয় না। সর্বজনীন স্বীকৃতি উন্নতির মধ্যে দিয়ে নিজেকে বিকশিত করাই হচ্ছে আসল গণতান্ত্রিক চেতনা।

আসলে সর্বজনীন উন্নয়ন হওয়া সম্ভব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মধ্যে দিয়ে। মুখে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কথা বললে হবে না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সেই রকম উপযুক্ত পরিবেশ রচিত করতে হবে তবেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সুফল ফলবে।। আইনী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কথা চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত বলতেন না। তিনি বারবার ব্যবহারিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জনগণকে বলিষ্ঠ করে। মানসিক শক্তির জোগান দেয় না এবং সম্পদশালী করে তোলে না সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কোনও সময়ে উচ্চতর স্থানে উঠতে পারবে না। গণতন্ত্রের শীর্ষ স্থান অধিকার করতে গেলে দেশের জনগণকে গণতান্ত্রিক শিক্ষা শিক্ষিত করে তোলা খুবই প্রয়োজন রয়েছে। গণতান্ত্রিক কাকে বলে তার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দেশের অধিকাংশ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কি এবং কেন তা সঠিক করে বলতে পারে না। গণতান্ত্রিক সংজ্ঞার আসল ব্যাখ্যা সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছে অধিকাংশ নাগরিকেরা সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় ক্ষমতা শালীদের হাতে বদ্ধ হয়ে কেন থাকবে ভাবতেন অম্লান দত্ত। তিনি লিখছেন "It demands, unquestionably, the right of the individural to material security, inasmuch as such security is an essential condition of unhampered growth; but its stands also for something more. If security were an end in itself, there would have been nothing to say against the security of detention camps. Democracy is as humpered by the absence 'economic right' as by the presence of these same 'rights' in a form which constiutes a negation of political liberty and human rights, and these other rights are to be judged in terms of their effectiveness in sustaining fundamental human rights.Of the fundamental rights of the individual, the right to freedom of thought and expression is amongst the mot essential." গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে যদি রাজনৈতিক অধিকার কোন কোনও সময়ে অতি শক্তিশালী রূপ ধারন করে। এমনকী মানুষের ব্যক্তিস্বতন্ত্র বোধ হারিয়ে যেতে পারে যদি সঠিক গণতন্ত্র না হয়।

ভারতের সঙ্গে ব্যবসা উন্নতির পদক্ষেপে নেপাল কনস্যুলেট

বুদ্ধদেব মিশ্র

ভারত নেপাল বাণিজ্য কলকাতা বন্দর বিশেষ ভূমিকা পালন করতে থাকে (হলদিয়ার সাথে)। স্থলবেষ্টিত নেপালের প্রধান ট্রানজিট কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এবং রেল ও সড়কপথে দেশটির তৃতীয় দেশগুলোর সাথে সিংহভাগ বাণিজ্য পরিচালনা করে । ভারত নেপালের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ৮.০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

কলকাতা-জোগবানি এবং কলকাতা- সুনাউলির মতো মূল রুট ব্যবহার করে কলকাতা হয়ে ভারত-নেপাল বাণিজ্যের প্রধান দিকসমূহঃ ট্রানজিট হাবঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী বন্দর (কলকাতা/হলদিয়া) নেপালের তৃতীয় দেশ থেকে আমদানি ও রপ্তানির প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে, যেখানে মূলত রেল পরিবহন ব্যবহার করা হয়। বাণিজ্যের পরিমাণঃ নেপালের মোট বাণিজ্যের প্রায় ৬৩ শতাংশই ভারতের সাথে হয়ে থাকে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত নেপালে ৭.৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে, অপরদিকে নেপালও ভারতে পণ্য রপ্তানি করেছে, বিশেষত কৃষি ও উৎপাদন খাতের পণ্য।প্রধান পণ্যসমূহঃ ভারতের প্রধান রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে পেট্রোলিয়াম, লোহা ও ইস্পাত, মোটরগাড়ি, যন্ত্রপাতি এবং খাদ্যশস্য। নেপাল এলাচ, পাট, প্লাইউড এবং ভোজ্য তেলের মতো পণ্য রপ্তানি করে। উন্নত সংযোগ ব্যবস্থাঃ সাম্প্রতিক চুক্তি (২০২৫ সালের শেষ নাগাদ কার্যকর) অনুযায়ী রেলপথে মাল পরিবহনের সংযোগ উন্নত হয়েছে, বিশেষত কন্টেইনার ট্র্যাফিকের গতি বাড়ানোর জন্য কলকাতা/বিশাখাপত্তনমকে জোগবানি এবং নউতনওয়া (সুনৌলি)-র সাথে যুক্ত করা হয়েছে। অবকাঠামোগত সহায়তাঃ ভারত সরকার বীরগঞ্জ-রাক্সাউলের মতো সমন্বিত চেক পোস্ট (আইসিপি) স্থাপনের মাধ্যমে এই বাণিজ্যকে সমর্থন করে, যা শুল্ক ছাড় প্রক্রিয়াকে সহজতর করে। গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হচ্ছে রেল সংযোগ। জোগবানি-বিরাটনগর রেল সংযোগটি কলকাতা বন্দর থেকে নেপাল কাস্টমস ইয়ার্ড পর্যন্ত পণ্য পরিবহনের সরাসরি পথ প্রশস্ত করে। নিয়ন্ত্রক বাধাঃ কলকাতায় চায়ের মতো কিছু পণ্যের জন্য বাধ্যতামূলক ল্যাব পরীক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানিকারকদের বিলম্ব হচ্ছে। পর্যটন কেন্দ্রিকতা ঃ কলকাতায় অবস্থিত নেপালের কনস্যুলেট জেনারেল পর্যটন প্রসারে সক্রিয়ভাবে কাজ করে, যার প্রমাণ মেলে পশ্চিমবঙ্গ ও নেপালের মধ্যে ভ্রমণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৬ সালের একটি বিক্রয় প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে।

কলকাতায় অবস্থিত নেপাল কনস্যুলেট এর উদ্যোগে ভারত নেপাল বাণিজ্য নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেখানে কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পপতি থেকে শুরু করে কলকাতার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী কোম্পানির ডিরেক্টর এবং কলকাতার শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির পোর্টের তরফ থেকে সেখানকার আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। নেপালের ট্রেড ট্রানজিট এবং বিনিযোগের সুবিধা নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে নেপাল কুনস্যুলেটের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল মিস্টার ঝাক্কা প্রসাদ আচার্য। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কনসাল জেনারেল মিস্টার গগণ বাহাদুর বিকে, ডেপুটি কনসাল জনাব দীপেশ লেখক, কনসাল টিকারাম উপাধ্যায়, কনসাল (বাণিজ্য) মিস্টার রোশন রায়. তৃতীয় সম্পাদক সুবাস বাস্তোলা, বাইস কনসাল সরেশ রাজ রেগমি, দপ্তর সম্পাক মিস্টার সতীস থাপা সহ আরও অনেকে। পশ্চিমবঙ্গ থেকেই নেপালের ট্রেড উন্নত হতে চলেছে। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে দুই মহানায়কের সম্মান

বিশেষ প্রতিবেদক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুই মহানায়কের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাবিজয়ের ঠিক পরেই তোলা এই ছবিতে বাম দিকে কনস্টানটিন রোকোসোভস্কি এবং ডান দিকে গেওর্গি ঝুকভকে দেখা যাচ্ছে। এই দুই মহান সেনানায়ক ছিলেন সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে বেশি পদকপ্রাপ্ত এবং প্রভাবশালী দুই সোভিয়েত সামরিক কমান্ডার। এই ছবিটিকে ঐতিহাসিকভাবে অসাধারণ করে তুলেছে রোকো সোভস্কির পেছনের ব্যক্তিগত কাহিনী, যা সামরিক ইতিহাসের গভীর জ্ঞানচর্চাকারী মহলের বাইরে প্রায় কেউই জানে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের 'মহা শুদ্ধি অভিযান'-এর সময় রোকোসোভস্কি গ্রেপ্তার হন। প্রায় তিন বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। তাঁর নখ উপড়ে ফেলা এবং কয়েকটি দাঁত ভেঙে ফেলার মতো ভয়াবহ নির্যাতন হয় এবং তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। অবশেষে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়, যখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর অভিজ্ঞ অফিসারদের ভীষণ প্রয়োজন।

রোকোসোভস্কি বিনাবাক্য ব্যয়ে কোনো তিক্ততা ছাড়াই পুনরায় দায়িত্বে ফিরে আসেন এবং পরবর্তীতে সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে কর্মদক্ষতা সম্পন্ন রণক্ষেত্রের কমান্ডার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি স্তালিনগ্রাদে শত্রুবেষ্টনীর নির্দেশনা দেন, কুরস্ক যুদ্ধের কেন্দ্রীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে 'অপারেশন ব্যাগ্রেশন' পরিচালনা করেন, যা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ জার্মান আর্মি গ্রুপকে ধ্বংস করে দেয় এবং অনেক ঐতিহাসিকের মতে এটি সমগ্র যুদ্ধের সবচেয়ে বিধ্বংসী আক্রমণাত্মক অভিযান ছিল।

অন্যদিকে, গেওর্গি ঝুকভ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মস্কোর প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে ১৯৪৫-এ বার্লিনের উপর চূড়ান্ত আক্রমণ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি প্রধান সোভিয়েত অভিযানের সার্বিক সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যখনই কোনো পরিস্থিতি চূড়ান্ত সংকটজনক অবস্থায় নিপতিত হতো, তখন যে সকল সেরা মেধাবীর প্রয়োজন পড়ত, তার মধ্যে ঝুকভ অন্যতম। যোসেফ স্তালিন ব্যক্তিগতভাবে তাকে ডেকে পাঠাতেন। এই ছবিতে এই দুই ব্যক্তির হাসিমুখে থাকাটা, যারা যুদ্ধের সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে বেঁচে ফিরেছেন, তা এই ভার বহন করে যে, শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার জন্য কতটা সংগ্রাম করতে হয়েছিল। কনস্টানটিন কনস্টানটিনোভিচ রোকোসোভস্কি (১৮৯৬ , ১৯৬৮) ছিলেন একজন সোভিয়েত ও পোলিশ জেনারেল, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেড আর্মির শীর্ষ কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ও পোল্যান্ডের মার্শাল পদে উন্নীত হন। তিনি ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। রোকোসোভস্কি তৎকালীন রুশ সাম্রাজ্যের অংশ, বর্তমান পোল্যান্ডের ওয়ারশতে একটি পোলিশ অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইম্পেরিয়াল রুশ সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯১৮ সালে রেড আর্মিতে যোগ দিয়ে রুশ গৃহযুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। ১৯৩৭ সাল নাগাদ রোকো সোভস্কি রেড আর্মির উচ্চ পদে উন্নীত হন। কিন্তু এর পরপরই তিনি শুদ্ধি অভিযানের শিকার হন এবং দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে কারারুদ্ধ ও নির্যাতিত হন। শীতকালীন যুদ্ধে নাৎসি বাহিনীর কাছে সোভিয়েত রেড আর্মির ব্যর্থতার পর, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে রোকোসোভস্কিকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে একটি আর্মি কোরের কমান্ডের দায়িত্ত দেওয়া হয় এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি তা পালন করেন।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে জার্মানির সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পর, রোকোসোভস্কি স্মোলেনস্কের যুদ্ধ এবং মস্কোর প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৬তম সেনা বাহিনীকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যান। তিনি সেই ফ্রন্টের কমান্ডার ছিলেন যেটি ১৯৪৩ সালের শুরুতে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে নাৎসি শক্তিকে পরাজিত করেছিল এবং সেই গ্রীষ্মে কুরস্কের যুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে, রোকোসোভস্কি অপারেশন ব্যাগ্রেশন-এর অংশবিশেষের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং সেই জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল পদে উন্নীত হন। তার প্রথম বেলারুশীয় ফ্রন্ট ১৯৪৪-এর জুলাই মাসের মধ্যে ওয়ারশ'র উপকণ্ঠে পৌঁছেছিল, যখন এর কমান্ড গেওর্গি ঝুকভের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জার্মানির অভ্যন্তরে ভিসতুলা-ওডার আক্রমণ এবং চূড়ান্ত বিজয়ের সময় রোকোসোভস্কি দ্বিতীয় বেলারুশীয় ফ্রন্টের নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধের পর, রোকোসোভস্কি ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পোল্যান্ডে সোভিয়েত বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। এরপর তাঁকে 'মার্শাল অব পোল্যান্ড' উপাধি দেওয়া হয় এবং তিনি নব প্রতিষ্ঠিত পোলিশ গণপ্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হন। তিনি ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর মন্ত্রী পরিষদের উপ-সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পোলিশ অক্টোবরের সময় ভ্লাদিস্লাভ গোমুলকা নেতা হলে, রোকোসোভস্কিকে তাঁর পদ থেকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে আসেন, যেখানে তিনি ১৯৬৮ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। গেওর্গি কনস্টানটিনোভিচ ঝুকভ ছিলেন একজন সোভিয়েত সামরিক নেতা, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একজন শীর্ষ কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল পদে উন্নীত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঝুকভ সুপ্রিম কমান্ডার তথা সর্বাধিনায়ক জোসেফ স্তালিনের অধীনে সশস্ত্র বাহিনীর উপ-সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কলকাতার দর্জি ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মেটিয়াবুরুজ

বিশেষ প্রতিবেদক

আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রতি অদম্য আগ্রহ থেকেই এই বইটি পড়তে শুরু করেছিলাম। মেটিয়াবুরুজ আমরা যাকে অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের বসবাসের সূত্রে দ্বিতীয় লখনউ বলে জানতে শুরু করেছিলাম ।সেই মেটিয়াবুরুজ যে ওয়াজেদ আলী শাহের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো ছাড়াও, মর্মন্তুদ ইতিহাসের সাক্ষ্যবাহী

সুরিনাম ঘাট ,নতুন করে যার শিলান্যাস করেছিলেন তদানীন্তন বিদেশ মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। সেই সূত্রে মেটিয়াবুরুজ আবার আমাদের মত উত্তর কলকাতার লোকদের কাছে আবার নতুন করে খবরে চলে এসেছিল এই কয়েক বছর আগে। মহম্মদ ফারুখ ইকবালকে অনেক ধন্যবাদ। দর্জি সম্প্রদায়ের হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখের কথকতাকে তিনি ওই অঞ্চলের কাহিনী, তার জন্ম হওয়া থেকে, বেড়ে ওঠা,ইস্তক একটি অঞ্চলের কিস্যাকে যেভাবে এই বইয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন, সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন তার জন্য। তার সাথে উঠে এসেছে উৎসব, অনুষ্ঠান,রীতি ব্যবহার, ভাষা, আঞ্চলিক, সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা, শব্দবন্ধ যা নিয়ে আমরা বড় হই, বেড়ে উঠি সবকিছুই তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন। তবে ওই যে কোরবানির মাংস সংরক্ষণের যে পদ্ধতি তিনি বলেছেন, চর্বিতে মাংস জ্বাল দিয়ে রাখা, আমার তপসিয়ায় থাকা ছাত্রদের কাছে , এর স্বাদ যে দুর্দান্ত ,এমন কত কথা আমি ছাত্রদের কাছেই জেনেছি। সব মনে পড়ছিল। লেখকের সার্থকতা এখানেই যখন তিনি পাঠককে মনে করতে পারেন, নিয়ে যেতে পারেন ওই চাঁদরাতে, প্রতিদিনকার জীবনে, ছোটখাটো খুঁটিনাটিতে ওখানেই গড়ে ওঠে লেখক ও পাঠকের মেলবন্ধন। পাঠক নিবিষ্ট হয় পাঠে, , মেটিয়াবুরুজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রথম শিক্ষার সলতে জ্বালানো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আজকের অবস্থা, বর্তমান সমস্যা, দর্জিপাড়ার ব্যথা, প্রতিবন্ধকতা, পুকুর ভরাট, ডেমোগ্রাফির বদল, অঞ্চলের মানচিত্র বদলে যাওয়া, দর্জিদের রুজি রোজগারে টান, রেডিমেড গার্মেন্টসের ওপর ভরসা, এমব্রয়ডারি শিল্পীর অভাব, পরবর্তী প্রজন্মের দর্জির কাজে অনীহা, একটা অংশের মানুষের ভিন রাজ্যে এমব্রয়ডারীর কাজে চলে যাওয়া, ন্যায্য মজুরী না পাওয়া, নাহলে একটা সম্প্রদায়ের ক্রমাগত ক্ষয়িষ্ণুতার দিকে এগিয়ে যাওয়া এই সব কিছুর সন্ধান।

বিধানসভার স্পিকার হচ্ছেন কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্র কেন্দ্রে বিজেপি বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বোস ... এই প্রথম উত্তরবঙ্গ থেকে বিধানসভার স্পিকার

গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের ফর এবার বিধানসভার অধ্যক্ষ পদেও কোচবিহারের বিধায়ক। কোচবিহারের দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বোস বিধানসভার অধ্যক্ষ হচ্ছেন। বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একথা ঘোষণা করতেই খুশির হাওয়া জেলা জুড়ে। ইতিমধ্যে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৩ মে ঃ কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক নিশীথ প্রামানিক উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর যুব কল্যাণ এবং ক্রীড়া দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হয়েছেন। এরপর বিধানসভার অধ্যক্ষ। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। এর আগে কোনদিন উত্তরবঙ্গ থেকে বিধানসভার অধ্যক্ষ মনোনীত হয়নি। ফলে এরাজ্যের নবনির্বাচিত সরকার উত্তরবঙ্গকে যে আলাদা গুরুত্ব দিচ্ছেন তা নিয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। বরাবরই উত্তরবঙ্গের বিজেপির শক্ত ঘাঁটি পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে বিভিন্ন সময়ে দেশের খবরের শিরোনামে ছিল এই কোচবিহার। গত ১৯ লোকসভা নির্বাচনের পর কোচবিহারের থেকেই দেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন নিশীথ প্রামানিক। পরবর্তীতে ২৪ তিনি পরাজিত হন যদিও ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব পান তিনি। সকাল সকাল এই খবর আসতেই রীতিমতো আনন্দে রথীন্দ্রনাথ বোসের মা ছায়া বসু। আবেগ প্রবণত হয়ে তিনি বলেন - তিন বছর বয়স থেকে পাটাগুরার একটি প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা করতো রথীন। পরবর্তীতে পাঁচ বছর বয়সে কোচবিহারের রামভোলা স্কুলে ভর্তি হয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে রামভোলা স্কুল থেকে। এরপর কোচবিহারের বিচি অ্যান্ড ইভিনিং কলেজ থেকে কমার্সে স্নাতক পাস করে কলকাতায় চার্টার এ্যাকাডন্ট পড়তে যান। এরপর চার্টার অ্যাকাউন্টটেন্ট পড়তে পড়তেই রথিন কস্ট্রিং পরীক্ষা দিল এবং সেখানে প্রথম স্থান অধিকার করল। পরবর্তীতে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট পাস করে শিলিগুড়িতে এসে নিজের ফার্ম তৈরি করল। আবেগের সুরে তিনি বলেন - শিলিগুড়িতে থাকলেও এমন কোন মাস ছিল না এ মাসে অন্তত দুবার ও বাড়িতে আসতো না আমাকে দেখতে। রীতিমতো আনন্দে চোখ ছলছল হযে.ওঠে ছায়া বোসের। তিনি আরো বলেন - আমার ছেলে এই জায়গায় পৌঁছাতে পারে আমি কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি আমার জীবনে আমি এই দিন দেখব আশা করিনি। খুব আনন্দ হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে রথীন বোসের ছোট ভাই বিরাজ বোস বলেন - এই আনন্দ ভাষায় বোঝানো যাবে না। মানুষের উন্নয়নে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। দাদা অধ্যক্ষ হলেও আমি আগেও যা ছিলাম ভবিষ্যতেও তাই থাকবো। যে কোন প্রয়োজনে আমি মানুষের পাশে রয়েছি। এর আগে উত্তরবঙ্গ থেকে কোনদিন বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়নি। ফলে রাজ্য বিজেপির বিধানসভায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক কোচবিহারের মত প্রান্তিক জেলা থেকে দেওয়ায় স্বভাবতই আশায় বুক বাড়ছে সাধারণ মানুষ। এবার উন্নয়নের ফুলঝুরি ছুটবে জেলা সহ উত্তরবঙ্গে। আগামী ১৭ তারিখ কলকাতা থেকে নিউ কোচবিহারে এসে পৌঁছাবেন রথীন্দ্রনাথ বোস। তাকে রাজকীয় সম্মান দিতে তাই প্রস্তুত হচ্ছে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা।

নিউ জলপাইগুড়ি এবং অমৃতসরের মধ্যে অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের নিয়মিত পরিষেবা চালু

মালিগাঁও, ১৩ মে ঃ ভারতীয় রেলওয়ে অমৃতসর এবং নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে 'অমৃত ভারত এক্সপ্রেস' ট্রেনের নিয়মিত পরিষেবা চালু করেছে, যা উত্তর ভারত এবং উত্তরবঙ্গের মধ্যে উন্নত সংযোগ স্থাপন করেছে। আজ অমৃতসর স্টেশন থেকে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (অমৃতসর-নিউ জলপাইগুড়ি) ট্রেনটির শুভ সূচনা করেন রেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী রভনীত সিং। ট্রেন নং ১৪৬৬৪ / ১৪৬৬৩ (অমৃতসর - নিউ জলপাইগুড়ি - অমৃতসর) সাপ্তাহিক ভিত্তিতে চলাচল করবে যা প্রতি বৃহস্পতিবার অমৃতসর থেকে এবং প্রতি শনিবার নিউ জলপাইগুড়ি থেকে যাত্রা শুরু করবে। এই নিয়মিত সাপ্তাহিক পরিষেবাটির প্রবর্তন পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ-এই রাজ্যগুলোর মধ্যে ভ্রমণকারী যাত্রীদের রেলওয়ে সংযোগ উন্নত করার পাশাপাশি ভ্রমণের একটি সুবিধাজনক বিকল্প প্রদানের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ১৪ মে, ২০২৬ থেকে ট্রেন নং ১৪৬৬৪ প্রতি বৃহস্পতিবার ১২.৪৫ ঘণ্টায় অমৃতসর থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং প্রতি শনিবার ০৪.১৫ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। ফেরা যাত্রায়, ১৬ মে, ২০২৬ তারিখ থেকে ট্রেন নং ১৪৬৬৩ প্রতি শনিবার ০৮.০০ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং প্রতি সোমবার ০১.২০ ঘণ্টায় অমৃতসর পৌঁছাবে। উভয় দিকের যাত্রাপথে, ট্রেনটি অন্যান্য স্টেশন ছাড়াও শিলিগুড়ি জংশন, বাগডোগরা, আরারিয়া, রাঘোপুর, সাকরি জংশন, বরৌনি জংশন, নরকাটিয়াগঞ্জ জংশন, গোরখপুর, বারহনি, গোন্ডা জংশন, সীতাপুর জংশন, বরেলি, সাহারানপুর জংশন এবং লুধিয়ানা জংশনে থামবে। অমৃত ভারত এক্সপ্রেসে ২২টি কোচ থাকবে, যা যাত্রীদের আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী ভ্রমণ সুবিধা প্রদান করবে। ট্রেনটি নবনির্মিত আরারিয়া-গলগলিয়া রুটে চলাচল করবে, যা উত্তরবঙ্গ ও বিহারের বিশাল এক অংশের জনগনের জন্য রেল সংযোগ নিশ্চিত করবে। আশা করা হচ্ছে যে, এই ট্রেনটি তার যাত্রাপথের রাজ্যগুলোর মধ্যে বাণিজ্য, পর্যটন ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানকে আরও মজবুত করবে যার ফলে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখবে। উত্তর ভারত এবং দেশের পূর্বাঞ্চলের মধ্যে উন্নত রেলওয়ে সংযোগ - জনগণ, কৃষিপণ্য, বাণিজ্যিক সামগ্রী ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সহজতর চলাচল নিশ্চিত করবে, যা সমগ্র অঞ্চলজুড়ে অর্থনৈতিক কাম-কাজকে আরও মজবুত করবে।

পাথরপ্রতিমার ফেরিঘাট ব্রিজে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা, ১৩ মে ঃ এবার সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমার ফেরি ঘাট ব্রিজে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত ২। ব্রিজের ঢাল থেকে নিচে পড়ে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সূত্রের খবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের ফেরিঘাট ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় একটি মোটর সাইকেলে হেলমেট বিহীন অবস্থায় চারজন প্রচণ্ড গতিতে ব্রিজে উঠতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজের ঢালে পড়ে যায়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল তা তদন্ত করে দেখার দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত প্রত্যেকের বাড়ি রায়দিঘি বিধানসভার কুমড়োপাড়া এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটার সময় প্রচণ্ড জোরে শব্দ হয়। এরপর কাছে থাকা মানুষজন দৌড়ে গিয়ে তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করে। চার জনকে পাথরপ্রতিমার গদামথুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা ২ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর ২ জনের প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হলে তাদের তক্ষণা ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঢোলাহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃত এবং আহতদের বাড়ির লোকের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশ তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। আহতদের পরিচয় না মিললেও পুলিশের মানবিকতায় আহত ব্যক্তিদের ডায়মন্ড হারবার মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয় গাড়িতে করে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান গাড়িতে অতিরিক্ত গতি থাকার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। আহতরা সুস্থ হলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা গেছে।

আগামী রবিবার মেট্রোর ব্লু লাইন বন্ধ ট্রেন চলাচল

কলকাতা, ১৩ মে ঃ কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন এ কাজের সংস্কারের জন্য আগামী রবিবার মেট্রোর ব্লু লাইন করিডরের শহীদ ক্ষুদিরাম ও মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনের মধ্যে কোন ট্রেন চলাচল করবে না। তবে ঐদিন মহানায়ক উত্তম কুমার ও দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন এর মধ্যে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক থাকবে বলে আজ কলকাতা মেট্রোর তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। সোমবার থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম ও দক্ষিণেশ্বর এর মধ্যে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে।

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN - L01132WB1893PLC000742

রেজি. অফিস ঃ ১৫ বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১

ফোনঃ ২২৪৮ ৭৬৮৫, ২২১০- ০৫৪০, ফ্যাক্স ঃ ৯১- ৩৩-২২১০- ০৫৪১

ইমেলঃ info@tonganitea.com, ওয়েবসাইট ঃ www.tonganitea.com,

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৬ পরীক্ষিত	বছর থেকে আজ পর্যন্ত পরিসংখ্যান ৩১.০৩.২৬ পরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষ পূর্ব বর্ষে ৩১.০৩.২০২৫ পরীক্ষিত
১.	মোট কারবার থেকে আয়	৪২.১১	৮৭১.৬১	৫৮.৮৬
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অসাধারণ আইটেম)	(১০৪.১৮)	৩৫.৩২	(১৮৪.৫০)
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (ট্যাক্সের আগে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১০৪.১৮)	৩৫.৩২	(১৮৪.৫০)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) (ট্যাক্স পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১০৬.৫৪)	৩২.৯৬	(১৯২.৭৬)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় সময়কাল [লাভ সমন্বিত / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)]	(১০৩.২৫)	৩৬.২৫	(১৯৩.০১)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস মূল্য ১০ /- টাকা প্রতি)	১৮.৫৮	১৮.৫৮	১৮.৫৮
৭.	অন্যান্য মূলধন (Ind AS অনুযায়ী)	১২৭০.৩৪ তারিখ ৩১.৩.২৬	১২৭০.৩৪ তারিখ ৩১.৩.২৬	১২৪৭.০৯ তারিখ ৩১.৩.২৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- প্রতিটি) ক) মূল খ) মিশ্র	(৫৭.৩৪) (৫৭.৩৪)	১৭.৭৪ ১৭.৭৪	(১০৩.৭৫) (১০৩.৭৫)

বিঃদ্রঃ

ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টকে উপলব্ধ এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটঃ www.cse-india.com। এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://tonganitea.com/ pdf/safr_mar_2026.pdf।

খ) উপরোক্ত নিরীক্ষিত ফলাফলসমূহ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা এবং ১৪ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

তারিখঃ ১৪ মে, ২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বা /- মনোজ কুমার দাগা
চেয়ারম্যান
DIN:00123386

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬১৫, তারিখঃ ১৩.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/০৬/২৬-২৭/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নামঃ** এজ কাম কন্ডিশন ভিত্তিতে নতুন আরডিএসও স্পেসিফিকেশন (২০২৩) দিয়ে পুরনো আরডিএসও স্পেসিফিকেশনের (২০০৪) আইপিএস প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭,৪৪,২৫,৯৬২.১০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ১৪,৮৮,৫০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ২৮.০৫.২০২৬। **টেন্ডার জমা শেষের তারিখঃ** ১১.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ১১.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in**। **কারিগরী যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতাকে অবশ্যই টেন্ডার আহ্বানের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্যাটেগরির যে কোনও একটি কাজ সফলভাবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পূর্ণ করতে হবেঃ (১) তিনটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৩০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (২) দুটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৪০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (৩) একটি সমরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৬০ শতাংশের সমতুল হতে হবে। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার অবশ্যই ভি/এন অথবা 'ভি' যেটি কম হবে, সেটির ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে, যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য, এন = আহ্বান করা বিডের জন্য কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুযায়ী পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে ''মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্টের'' গড় অনুযায়ী গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনা করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না থাকে তবে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনার জন্য বিচার্য হবে। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা সমর্থিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে সার্টিফিকেট/চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা সার্টিফায়েড নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের কপি সহ জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VIB (বর্তমান টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য টেন্ডারদাতা জমা করবেন। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবেঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী। **সমপ্রকৃতির কাজঃ** ডাটা লগার অথবা আরটিইউ সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ অথবা যে কোন সিগন্যাল ইন্টারলকিং কাজ যার মধ্যে রয়েছে ইআই অথবা আরআরআই অথবা পিআই অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা ইয়ার্ড মডিফিকেশন অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি অথবা ডিসি টিসি) অথবা অ্যাক্সল কাউন্টার (এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি অথবা এইচএ-এসএসডিএসি) অথবা অটোমেটিক সিগন্যালিং। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার অফারের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী যোগ্যতামান পূরণ সাপেক্ষে তাদের দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করবেন। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা শংসাপত্রের সমর্থনে সার্টিফিকেট/নথিপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় টেন্ডারদাতা অথবা টেন্ডারিং ফার্মের অনুমোদিত প্রতিনিধির দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়িত-এর মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) থাকতে হবে।

SDAH-40/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭৫২৭২৭০, তারিখঃ ১২.০৫.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এলএইচবি, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **বিড বিবরণঃ আইটেম ক্যাটেগরিঃ** সার্ভিসের জন্য কাস্টম বিড-সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, লিলুয়া-তে পরিস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **সমরূপ ক্যাটেগরিঃ** পরিস্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে। **অনুমিত বিড মূল্য (সকল কর সহ)ঃ** ১১,০৬,৯৭,৮৩০.৬০ টাকা। **ইএমডি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি রাশিঃ** ৭,০৩,৪৯০ টাকা। **ইপিবিজি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইপিবিজি শতকরা (%)ঃ** ৫.০০। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ২ বছর। **বিড প্রস্তাব বৈধতা (বন্ধের তারিখ থেকে)ঃ** ১২০ দিন। **বিড বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ০২.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ০২.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.৩০ মিনিট। **বিডদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ৫৫৪ লাখ টাকা। **একই/সমতুল পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছরঃ** ১ বছর। **সমতুল পরিষেবার পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড়ঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে স্টার্টআপ ছাড়ঃ** না। **বিডে অংশগ্রহণকারী সকল বিডদাতাদের বিডদাতা কর্তৃক আপলোড করা নথিপত্র আপনি কি দেখাতে চান ঃ** হ্যাঁ (টেন্ডার/বিড প্রক্রিয়ার সময় স্পষ্টীকরণ বা প্রতিনিধিত্বের অংশ হিসাবে জমা দেওয়া নথিপত্রাদি লগ ইন করার পরে অন্যান্য বিডদাতাদের কাছেও প্রদর্শিত হবে)। **অটোমেটিক বিড এক্সটেনশন অকার্যকর করতে ন্যূনতম বিডের সংখ্যা প্রয়োজন ঃ** ১। **দিনের সংখ্যা যার জন্য বিডের অটোএক্সটেনশন হবে ঃ** ৩। **অটোএক্সটেনশনের গণনার সংখ্যা ঃ** ১। **বিড থেকে আরএ সক্রিয়ঃ** না। **বিক্রেতার থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিতে হবেঃ** অভিজ্ঞতার যোগ্যতামান, বিডদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। * কোনও বিডদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার যোগ্যতায় ছাড় চাইলে সেক্ষেত্রে ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সমর্থিত নথিপত্র ক্রেতা কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **বিডের ধরণঃ** টু প্যাকেট বিড। **মূল্যায়ণ পদ্ধতিঃ** মোট মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ণ। **দর বিন্যাস উল্লেখে আর্থিক নথিপত্র প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **কারিগরী মূল্যায়ণ চলাকালীন কারিগরী স্পষ্টীকরণের জন্য অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন। **আরবিট্রেশন ক্লজ ঃ** না। **মিডিয়েশন ক্লজ ঃ** না।

MISC-40/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রঙিয়া ইকো পার্কে রেল কোচ রেস্তোরাঁর জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ইকো পার্কে (০৫) পাঁচ বছরের মেয়াদের জন্য রেল কোচ রেস্তোরাঁ ও প্যাডেল বোটিং পরিষেবা পরিচালনা-যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে রান্নাঘর ও বসার জায়গার জন্য অতিরিক্ত স্থান এবং হ্রদে মাছ ধরার অধিকার-এর জন্য ই-নিলামের আহ্বান জানানো হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: ইকোপার্ক-আরএনওয়াই-৮; একক হার:** বার্ষিক লাইসেন্স ফি। **দিন:** ১৮২৬; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়:** ২৯-০৫-২০২৬ তারিখে **১২:০০** টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-আরসিআর-১৮-২৬-২ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	রঙিয়া ইকো পার্কে ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য কোচ রেস্তোরাঁ ও প্যাডেল বোটিং পরিষেবা স্থাপন ও পরিচালনা-যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে রান্নাঘর ও বসার জায়গার জন্য অতিরিক্ত স্থান এবং হ্রদে মাছ ধরার অধিকার।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়: ২৯-০৫-২০২৬ তারিখে **১২:৩০** টায়। পরবর্তী লটগুলোর বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। প্রাথমিক কুলিং অফ সময়কাল ৩০ মিনিট। সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণের সংখ্যা ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** আগ্রহী নিলামকারীদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজ মডিউলটি পরিদর্শন করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441

Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal;
Corporate Office.: A-301, Hetal Arch, Opp. Natraj Market, S. V. Road, Malad (West), Mumbai- 400064;
Phone No.: 022-6894-8500/08/09 **Email:** info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com.

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2026

The Board of Directors of the Company, at its Meeting held on Thursday, May 14, 2026 have, *inter-alia* approved the Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company, for the quarter and financial year ended March 31, 2026.

The results, along with the Auditors' Report thereon, have been posted on the Company's website at www.comfortfincap.com and on the website of the stock exchange where the Company's shares are listed i.e., at www.bseindia.com. Also, it can be accessed by scanning the QR code.

For and on behalf of the Board of Directors of
Comfort Fincap Limited
Sd/-
Ankur Agrawal
Director and Chairperson
DIN: 06408167

Place: Mumbai
Date: May 14, 2026

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIT No. 38 (2nd Call) of 2025-2026, Tender ID: 2026_WBPWD_5013994_1. Bid submission start date 18.05.2026. Bid submission end date 25.05.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD.

ICA- T7791(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING E-TENDER
NIT No: HST/1P-153-2025/CI-RT (369 & 385)/2026/386 Dated: 12-05-2026

Re E-Tender for procurement of Consumable Items for a period of two years from the date of AOC is invited from the manufacturers / direct importers. Interested bidders may visit the website "https://wbtenders.gov.in" or "www.wbhealth.gov.in" for further details. Bid submission start date (online): 01-06-2026, Bid submission closing date (online): 12-06-2026, Bid opening date (online): 12-06-2026. Sd/- D.D.H.S. (E&S), W.B.

ICA- T7696(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

1) Bid reference no. - WBMSCL/NIT-265/2026, dated- 10/03/2026; West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for "Up gradation, Replacement, Operation & Comprehensive Maintenance of Medical Gas Pipeline Systems (MGPS) at Mrshidabad MC&H, Malda MC&H and College of Medicine & Sagore Dutta Hospital of West Bengal for 3 years" Last date of submission of bid (online)- 08.06.2026 up to 02.00 pm. The tender document can be downloaded from www.wbtenders.gov.in on or after 02.00 pm on 16.05.2026. Clarification requests, if any may be sent to cme@wbmsc.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL & Senior Special Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal.

ICA- T7700(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Priti Manna,** Father's Name - **Kalipada Manna**, of Vill - Dulalpur, PS - Egra, Dist - Purba Medinipore, who has been missing Since 14.03.2026, at about 10.30 hrs, Residence under Egra PS, Description of this missing person is: **Age -** 15 Years, **Complexion** - Fair, **Height** - 5 Feet 5 Inch, **Wearing** - White churidar & black pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.

ICA- D692(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Female Deadbody,** found on 10.03.2026, at about 08.10 hrs, at Naihati S.G.Hospital, Barrackpore Commissionerate, Description of this dead body is: **Age-** 50 Years, **Sex:** Female, **Complexion**-Fair, **Height**- 4 Feet 9 Inch, **Build**- Slim, **Hair**- Black, **Wearing**- Nashi colour churidar. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D694(3)/2026

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পিতা-মাতা/অভিভাবকের অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞপ্তি

শিশুটির বিবরণ

নামঃ শেখ সাহিল, বয়সঃ ৮ বছর, লিঙ্গাঃ পুরুষ, প্রাপ্তির দিনঃ ০২.০৪.২০২৬, **বর্তমান অবস্থান:** হোপ কলকাতা ফাউন্ডেশন, আশীর্বাদ বয়েজ হোম, ৫৩, উদয় শঙ্কর সরণি, টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০৩৩, **উচ্চতা:** ৪৮ সে.মি. ; **গায়ের রং:** ফর্সা, **পরনের পোশাক:** হলুদ গেঞ্জির সাথে কমলা হাফ প্যান্ট, **থানা ও তারিখ সহ জি.ডি.ই. নম্বর:** থানা: শিয়ালদহ জি.আর.পি.এস ; জি.ডি.ই. নম্বর: ১০০ ; তারিখ: ০২.০৪.২০২৬। **যোগাযোগের বিশদ বিবরণ:** ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশান ইউনিট, কলকাতা, **ঠিকানা:** শুভান্ন বিল্ডিং (সপ্তম তল), ডি. এফ.-৯, সেক্টর - ১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪।

আইসিএ-ডি ৬৮৩(৩)/২০২৬

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

eNIQ No. 01 of 2026-27 of Assistant Chief Engineer (Mechanical), R&BRI, P.W.(Roads) Directorate, is being invited by the undersigned for "Calibration of various types of Laboratory Instruments/ Equipment/ Apparatus installed at the laboratories of Road & Building Research Institute, P.W.(Roads) Directorate. Tender ID: 2026_WBPWD_5014003_1. Bid submission end date: 22-05-2026 at 14:00 Hrs. Sd /- Assistant Chief Engineer (Mechanical), Road and Building Research Institute, P.W.(Roads) Directorate.

ICA- T7779(1)/2026

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V,
Salt Lake, Kolkata 700 091.

Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27/000009, Dated : 08-05-2026
Name of work : "Replacement of damaged Fire Hose Boxes and Hose Pipes at SDF building, Salt Lake, Sector-V, Kolkata - 7000091".
Due date of Submission : 07 days from publication
Interested parties may go through website **https://wbtenders.gov.in** and **https://www.webel.in**
For details or contact : 9830952606

ICA- T7735(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

NIeT No. – PHE/EE/NIeT-03/2026 – 2027 is invited by the Executive Engineer New Town Kolkata W/S Divn-I, PHE Dte. Details information about the tender will be available in the website – www.wbtender.gov.in as well as in the office notice board.
Sd/- EE, NTK W/S Divn-I,
PHE Dte.

ICA- T7796(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
(WBIW/EE/e-NIT-03/EE/M.D.D-II of 2026-27)
[3rd call]

Electronic submission of Bid is invited by the Executive Engineer, Metropolitan Drainage Division No.-II, Jalasampad Bhawan, 7th floor, Salt Lake City, Kolkata-91, I. & W. Dte. on behalf of the Govt. of West Bengal from eligible and resourceful contractors having sufficient credential of execution of similar nature of works at least 20% of Sl. No.-1 to 5 of Amount put to Tender for (WBIW/EE/e-NIT-03 /EE/M.D. D-II of 2026-27) [3rd call]. Details of (WBIW/EE/e-NIT-03/ EE/M.D. D-II of 2026-27)[3rd call] may be seen from www.wbiwd.gov.in or https://wbtenders.gov.in at Office Notice Board on and from 15.05.2026 at 13.00 hours. The date of download start date on and from 15.05.2026 at 14:00 Hrs. and the last date of Bid submission on 21.05.2026 at 11:30 Hrs. Sd/- EE/MDD-II, I & W Dte., Govt. of West Bengal.

ICA- T7719(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
ABRIDGED TENDER NOTICE FOR CORRIGENDUM NOTICE NO-7 (Date)
Ref. e-NIT No.:- WBIW/SE/CE(W)/ NIT-09e/2025-26
(Tender Id:- 2026_IWD_996915_4)

For higher participation of bidders to culminate the tender process, the document download end date/Bid submission end date is now extended up to 25.05.2026 till 12:30 Hours instead of 07.05.2026 till 12:30 Hours and technical bid opening date is extended up to 29.05.2026 at 15:00 Hours instead of 12.05.2026 at 15:00 Hours. All others terms and condition as laid down in the NIT remain unchanged. Sd/- Superintending Engineer, Attached to Chief Engineer (West), I &W Dte. Purba Bardhaman.

ICA- T7711(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

WBPWD/SSEKHEC/KSHED/eNIT22/25-26/2ndCall. e-Tender being invited by the SSEKHEC, PWD KIT Annex Building, 5th Floor, Kolkata-73 from the eligible contractors for Proposed (G+9) storied Private Cabin Building within the premises of IPGMER- SSKM Hospital, Kolkata ---Electrical Installation Works & Other Utility Services --- SITC of Silent DG Set with allied installation work . Tender ID:- 2026_WBPWD_5013996_1. Last date of submission: - 12-06-2026 01:00 PM. may be seen at https://wbtenders.gov.in Sd/- Senior Superintending Engineer, Kolkata Health Electrical Circle, PWD

ICA- T7804(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
O/O the Senior Superintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle, Sahid Mangal Pandey Sarani, Midnapur-721101
Notice Inviting e-Quotation
No. WBPWD/SSE/SWEC/NIQ 01/2026-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5013941_1

Last date of submission of bid:- 28.05.2026 up to 02.30 PM. Name Of Work:- Construction of SRM University Jhargram in the district of Jhargram --- Supply, Installation, testing & Commissioning of FDA system at Academic Buildings (I, II & III), Central Library Building & Student Activity Centre. & Notice Inviting e-Quotation No. WBPWD/SSE/SWEC/NIQ03/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5013971_1. Last date of submission of bid:- 28.05.2026 up to 02.30 P.M. Name Of Work:- Proposed Construction of 2 Pump Fire station G+1 storied building with G+III storied foundation at Binpur-II in the district of Jhargram--SITC of Solar System. Further details can be seen in the above-mentioned office during working hours or in Official Website www.pwdwb.gov.in For all details and online tender submission visit https://wbtenders.gov.in Sd/- S.K. Biswas, Sr. SE, SWEC, PWDte.

ICA- T7785(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Item Rate Quotation

The Senior Superintending Engineer, Central Electrical Circle, Public Works Directorate, invites e-tender for the work : Augmentation of TCCC Substation and SITC of Diesel Generating set for providing normal and backup power to under-construction 50 Bedded Critical Care Block (CCB) in NG campus of Murshidabad Medical College & Hospital, Berhampore, Murshidabad (Electrical Work). Tender No- WBPWD/CEC/NIT/05/T/2nd/25-26, Tender Id- 2026_WBPWD_5013993_1. Pre-bid Meeting: 20/05/2026. Bid Submission closing: 08/06/2026. For details please visit website www.wbtenders.gov.in Sd/- Sr. SE, CEC, PWDte.

ICA- T7780(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING TENDER

No.47/Q of 2025-26(3rd Call) Vide memo no 345 dated: 13/05/2026. Sealed Quotations are invited by the Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D., from Bonafide, resourceful & reliable contractors of the work SITC of LED type Sign board alongwith E.I. work at main entrance Gobra Housing Complex. E-Tender Id is 2026_WBPWD_5014010_1. Bid Submission closing Date:- 28-05-2026. Detailed information will be available in the website http://www.pwdwb.in & from above office. Sd/-K.K.Mitra. Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D.

ICA- T7806(1)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

BIENNIAL CONTRACT FOR PROVIDING OF UNSKILLED AND SEMISKILLED MANPOWER ON MANDAY BASIS IN CONNECTION WITH TITBIT WORK ON AS AND WHEN REQUIRED BASIS AT BKTPS

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5328, Dtd: 11/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4212/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2-part bid system for the job **"BIENNIAL CONTRACT FOR PROVIDING OF UNSKILLED AND SEMISKILLED MANPOWER ON MANDAY BASIS IN CONNECTION WITH TITBIT WORK ON AS AND WHEN REQUIRED BASIS AT BKTPS". Tender Document Download Start Date:** 18.05.2026, 09:00 AM. **Bid Submission End Date:** 09.06.2026, 05:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/ BkTPS/ WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604 / 8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T7741(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

SERVICE CONTRACT FOR RECLAMATION OF CRUSHER ROTOR AT STAGE-I AND II, BKTPS

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5308, Dtd: 11/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4165/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies/ Companies in 2-part bid system for the job **"SERVICE CONTRACT FOR RECLAMATION OF CRUSHER ROTOR AT STAGE-I AND II, BKTPS." Tender Document Download Start Date:** 15.05.2026, 09:00 AM., **Bid Submission End Date:** 06.06.2026, 05:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/BkTPS/WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604 / 8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T7748(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

DEPUTATION OF EXPERT FOR SUPERVISION OF PRESSURE PARTS OF BOILER OF U-5 AND U-3, BKTPS DURING RESPECTIVE UNIT OVERHAULING

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5325, Dtd: 11/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4146/25-26

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies/ Companies in 2-part bid system for the job **"DEPUTATION OF EXPERT FOR SUPERVISION OF PRESSURE PARTS OF BOILER OF U-5 AND U-3, BKTPS DURING RESPECTIVE UNIT OVERHAULING." Tender Document Download Start Date:** 13.05.2026, 10:00 AM., **Bid Submission End Date:** 25.05.2026, 03:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/BkTPS/WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604 / 8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T7767(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

OVERHAULING OF AIR AND FLUE GAS DUCT, EXPANSION BELLOWS AND REJECTION SYSTEM OF U-5, BKTPS DURING UNIT-5 OVERHAULING

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5326, Dtd: 11/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4180/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies/ Companies in 2-part bid system for the job **"OVERHAULING OF AIR AND FLUE GAS DUCT, EXPANSION BELLOWS AND REJECTION SYSTEM OF U-5, BKTPS DURING UNIT-5 OVERHAULING." Tender Document Download Start Date:** 15.05.2026, 10:00 AM., **Bid Submission End Date:** 28.05.2026, 03:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/BkTPS/WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604 / 8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T7745(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

BIENNIAL RATE CONTRACT FOR DIFFERENT CABLE LAYING AND ASSOCIATED WORK INSIDE KTPS PLANT PREMISES

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5337, Dtd: 12/05/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3915/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for: **"Biennial Rate contract for different cable laying and associated work inside KTPS plant premises." Tender Document Download Start Date:** 20.05.2026 at 11.00 AM., **Bid Submission End Date:** 08.06.2026 at 14.00 PM. **Contact Person:** Mr. Utpal Chakraborty. **Contact No.:** 9874189135. **E-mail:** cc_ktps@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T7765(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

CLEANING OF COOLING TOWER COLD BASIN, CELLS, INSIDE STRUCTURES, CEP PIT, BFP PIT etc. INCLUDING MISCELLANEOUS CLEANING OF SLUDGE, ASH, GARBAGE etc. FROM CHIMNEY HOPPER AND BOTTOM OF BOILER WITH SURROUNDING DRAINS ETC DURING OVERHAULING OF U 5 AND 3 AT BKTPS IN 2026

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5318, Dtd: 11/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4189/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2-part bid system for the job **"Cleaning of Cooling Tower cold basin, cells, inside structures, CEP pit, BFP pit etc. including miscellaneous cleaning of sludge, ash, garbage etc from Chimney hopper and bottom of boiler with surrounding drains etc. during overhauling of U 5 and 3 at BKTPS in 2026." Tender Document Download Start Date:** 15.05.2026, 09:00 AM., **Bid Submission End Date:** 28.05.2026, 05:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/ BkTPS/ WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604 / 8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T7757(2)/2026

অফবিট

দাড়িতে লুকিয়ে আনা ৭টি বীজ থেকে ১৭ বিলিয়ন ডলার, এক সুফির হাত ধরে ভারতে কীভাবে ঘটল কফি বিপ্লব?

জি. দাস

ভারতের কফির সঙ্গে সম্পর্কটা স্রেফ কৃষি বা অর্থনীতির নয়-এটা একটা অনুভূতির নাম। কখনও তা 'ফ্রেন্ডস' সিরিজের সেই আইকনিক সোফায় বসে আড্ডা হোক, আবার কখনও অফিসের ব্যস্ত সময়ে এক কাপ কড়া কফির চুমুকে নিজেকে চনমনে করে তোলা হোক। ২০৩৪ সালের মধ্যে ভারতের কফির বাজার ১৭.৩১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু জানেন কি আধুনিক এই কফি সংস্কৃতির শিকড় গাঁথা রয়েছে কয়েকশো বছর আগেকার এক অলৌকিক উপাখ্যানে?

• সাতটি বীজের রোমাঞ্চকর যাত্রা

কফির মূল জন্মস্থান ইথিওপিয়ার উচ্চভূমি। সেখান থেকে আরব হয়ে তা পৌঁছয় ইয়েমেনে। পনেরো শতকে ইয়েমেনের 'মোখা' বন্দর ছিল কফি বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। আরবরা কফি চাষের একাধিপত্য ধরে রাখতে এতটাই উঠেপড়ে গেলেছিল যে, কেবল ভাজা বা সেদ্ধ কফি বিন রফতানি করতে শুরু করে, যাতে কেউ সেই বীজ থেকে গাছ তৈরি করতে না পারে। কিন্তু সতেরো শতকে সব হিসেব বদলে দেন সুফি সন্ত বাবা বুদান। মক্কা থেকে হজ সেরে ফেরার পথে তিনি ইয়েমেনের মোখা বন্দর থেকে সাতটি কাঁচা কফির বীজ নিজের দাড়ির মধ্যে লুকিয়ে ভারতে নিয়ে আসেন। ইসলাম ধর্মে 'সাত' সংখ্যাটি পবিত্র হওয়ায় তিনি সাতটি বীজই বেছে নিয়েছিলেন। এরপর কর্নাটকের চিকমাগালুর সংলগ্ন পাহাড়ে তিনি সেই বীজ রোপণ করেন। তাঁর সম্মানে আজ সেই পাহাড়ের নাম 'বাবা বুদান গিরি'। আর এই সাতটি বীজই ছিল ভারতে কফি বিপ্লবের সূচনালগ্ন।

• উপনিবেশবাদ ও কফির বিবর্তন

বাবা বুদানের লাগানো সেই গাছগুলো যখন ফলে ফুলে ভরে উঠল, তখন ইউরোপীয় বণিকদের নজর পড়ল এই লাভজনক ফসলের দিকে। ওলন্দাজরা প্রথম এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বুঝতে পারলেও, ব্রিটিশরাই মূলত ভারতের কফি শিল্পকে আধুনিক রূপ দেয়। উনিশ শতকের শুরুতে কেরলের ওয়ায়নাড, তামিলনাড়ুর নীলগিরি এবং কর্নাটকের পাহাড়ে বিশাল বিশাল কফি বাগান বা এস্টেট তৈরি হয়। কফির ইতিহাসে একটি মজার জিনিস হল 'মনসুনড মালাবার' কফি। ব্রিটিশ আমলে জাহাজে করে কফি যখন ইউরোপে যেত, মাসের পর মাস সমুদ্রের নোনা হাওয়া আর আর্দ্রতায় বীজের চরিত্র বদলে যেত। শুরুতে এটিকে দুর্ঘটনা মনে করা হলেও পরে দেখা যায় এর স্বাদ ও ঘ্রাণ অদ্ভুতভাবে আরও ভাল হয়ে গেছে। এটা বোঝার পর আজ এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারতের বিশেষ কফি তৈরি করা হয়। যার চাহিদা বিরাট।

• ছায়া-ঘেরা বাগান ও জীববৈচিত্র্য

বিশ্বের অন্যান্য দেশের কফি চাষের সঙ্গে ভারতের একটা বড় পার্থক্য রয়েছে। এখানে কফি সাধারণত বড় গাছের ছায়ায় চাষ করা হয়। কফি গাছের উপরে এলাচ, গোলমরিচ বা জায়ফলের মতো মশলার গাছের শামিয়ানা থাকে। এতে কফি সরাসরি রোদ পায় না, ফলে বীজগুলো ধীরে ধীরে পাকে এবং স্বাদে এক চমৎকার ভারসাম্য তৈরি হয়। এই অরণ্য-সদৃশ বাগানগুলো পশ্চিমঘাট পর্বতমালার জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এবং বিভিন্ন বিরল প্রজাতির পাখির বাসভূমি হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

• সংকট ও রোবাস্টার উত্থান

উনিশ শতকের শেষ দিকে 'কফি রাস্ট' নামক এক ছত্রাক সংক্রমণে এশিয়ার সিংহভাগ অ্যারাবিকা কফি বাগান ধ্বংস হয়ে গেছিল বলে শোনা যায়। ভারতও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এই সংকট মোকাবিলায় চাষিরা তুলনায় বেশি শক্তিশালী প্রজাতি 'রোবাস্টা'র চাষ শুরু করেন। আজ ভারতের মোট কফি উপাদনের ৬০ শতাংশের বেশি আসে রোবাস্টা থেকে, যদিও উন্নত স্বাদের জন্য অ্যারাবিকা আজও সমাদৃত।

• ক্ষুদ্র চাষি ও আধুনিক বিপণন

ভারতের কফি শিল্পের এক বড় শক্তি হল এর ক্ষুদ্র চাষিরা। প্রায় আড়াই লক্ষ চাষি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত, যাদের মধ্যে ৯৮ শতাংশই প্রান্তিক। উৎপাদনের ৭১ শতাংশ আসে কর্নাটক থেকে। আশ্চর্যের বিষয় হল, ভারতে উপাদিত কফির প্রায় ৭০-৮০ শতাংশই ইতালি, জার্মানি বা রাশিয়ার মতো দেশে রফতানি করে দেওয়া হয় বর্তমানে। ১৯৪২ সালে 'কফি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া' গঠিত হওয়ার পর এই শিল্পে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বেড়েছিল। তবে ৯০-এর দশকে উদারীকরণের ফলে চাষিরা সরাসরি বাজারে কফি বিক্রির সুযোগ পান। তারপর থেকেই শুরু হয় ভারতের আধুনিক 'ক্যাফে কালচার'।

• বর্তমানের কফি বিপ্লব

বর্তমানে ভারতের শহুরে জীবনে কফি এক অপরিহার্য অঙ্গ। ক্যাফে কফি ডে, টাটা স্টারবাক্স বা ব্লু টোকাই-এর মতো ব্র্যান্ডগুলো কফি খাওয়ার অভিজ্ঞতাকে আমূল বদলে দিয়েছে। বর্তমানে ভারতে ৫৩০০-এর বেশি ব্র্যান্ডেড ক্যাফে আউটলেট রয়েছে। একদিকে যেমন নেসক্যাফে বা ব্রু-এর মতো ইনস্ট্যান্ট কফি ঘরে ঘরে জনপ্রিয়, অন্যদিকে তেমনই ব্লু টোকাই বা স্লিপি আউল-এর মতো ব্র্যান্ডও কফির আভিজাত্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। সাতটি লুকিয়ে আনা বীজ থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রা আজ ভারতের অর্থনৈতিক মানচিত্রে এক বিশাল মহীরুহ। বাবা বুদান গিরির সেই শীতল পাহাড় থেকে আধুনিক ক্যাফেটেরিয়ার এসপ্রেসো মেশিন- ভারতের কফি আখ্যান ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার এক সুশৃঙ্খল মেলবন্ধন।

'একতরফা জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ', ব্রিকসে ঘুরিয়ে আমেরিকাকেই হুঁশিয়ারি জয়শঙ্করের?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ মেঃ পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে আবহে দিল্লিতে চলছে ব্রিকস সম্মেলন। দু'দিনের ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আজ থেকে শুরু হয়েছে 'ব্রিকস্'-এর বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক। ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে আজ ভারতে এসেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। এই বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরানোর বিষয়ে কোনও সমাধান সূত্র মেলে কি না সেদিকেই নজর ছিল গোটা বিশ্বের। বিশেষ করে ভারত কোনও বার্তা দেয় কি না, সেদিকেও নজর ছিল। জানা গিয়েছে, আজকের ব্রিকস সম্মেলনে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক বার্তা দিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। একইসঙ্গে ভারতের অবস্থানও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন এস জয়শঙ্কর। হরমুজ প্রণালী এবং লোহিত সাগরের কথা উল্লেখ করেন তিনি। জানিয়েছেন, সমুদ্রপথে বাধা এবং জ্বালানি পরিকাঠামোর উপর হুমকি বিশ্বের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে। এই সময়ে সমুদ্রে নিরাপদ ও বাধাহীন চলাচল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জয়শঙ্কর একতরফা নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়েছেন। তবে, প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ বার্তা দিয়েছেন। ব্রিকসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ''আন্তর্জাতিক আইনকে পাশ কাটিয়ে একতরফা নিষেধাজ্ঞা ও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোকেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।'' এটা কি আমেরিকাকেই ঘুরিয়েই বার্তা দিতে চাইলেন জয়শঙ্কর? ব্রিকসে গাজার বিষয়টিও উত্থাপন করে জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, ভারত যুদ্ধবিরতির পক্ষে।

CHANGE OF NAME

I SOBEDA SHAIKH W/O AHAMMAD SHAIKH MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY SBI KIOSK BANKING PASS BOOK AS SABI SEKH A/C NO 35084965916 AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 16-4-26 I SOBEDA SHAIKH AND SABI SEKH BOTH ARE SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS SOBEDA SHAIKH R/O, VILL + PO. SALIGRAM ,P.S NAKASHIPARA DIST NADIA .

CHANGE OF NAME

I, Md Shabir, Md. Shabir, Md Sabir (Old Name) S/o Sulaman Mohammad Residing at Narayanpur, Suparibagan, Vtc - Rajarhat, P.o - Rajarhat Gopalpur, District - North 24 Parganas, Pin - 700136, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Md Shabir, Md. Shabir, Md Sabir (Old Name) to Mohammad Sabir (New Name) and henceforth I shall be known as Mohammad Sabir (New Name) in all purpose, vide affidavit no 22/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 14-05-2026. Mohammad Sabir (New Name) and Md Shabir, Md. Shabir, Md Sabir (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Munna (Old Name) S/o Mohammad Sabir Residing at Narayanpur, Suparibagan, Near Suparibagan, Rajarhat, Rajarhat Gopalpur District - North 24 Parganas, Pin - 700136, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Md Munna (Old Name) to Mohammad Munna (New Name) and henceforth I shall be known as Mohammad Munna (New Name) in all purpose, vide affidavit no 27/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 14-05-2026. Mohammad Munna (New Name) and Md Munna (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Abdul Biswas (Old Name) S/o Chhabdar Biswas Residing at Bara Chupria, Vtc+P.o - Chupria, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Md Abdul Biswas (Old Name) to Abdul Biswas (New Name) and henceforth I shall be known as Abdul Biswas (New Name) in all purpose, vide affidavit no 26/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 14-05-2026. Abdul Biswas (New Name) and Md Abdul Biswas (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Naresh Chandra Biswas (Old Name) S/o Ratikanta Biswas Residing at Mathpara, Shyamnagar, Garapota-Nadia, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Naresh Chandra Biswas (Old Name) to Naresh Biswas (New Name) and henceforth I shall be known as Naresh Biswas (New Name) in all purpose, vide affidavit no 25/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 14-05-2026. Naresh Biswas (New Name) and Naresh Chandra Biswas (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asraf Ali Mondal S/o Late Golam Mandal Residing at Shyamnagar, Ghrapota, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my deceased father name from Golam Mohammad Mondal (Old Name) to Golam Mandal (New Name) and henceforth I shall be known as Golam Mandal (New Name) in all purpose, vide affidavit no 24/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 14-05-2026. Golam Mohammad Mondal (Old Name) and Golam Mandal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Amina (Old Name) D/o Mohiuddin Mollick Residing at Mohisgote, Vtc - Enayetpur, P.o - Nalikul, District - Hooghly, Pin - 712407, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Amina (Old Name) to Amina Begam (New Name) and henceforth I shall be known as Amina Begam (New Name) in all purpose, vide affidavit no 23/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 14-05-2026. Amina Begam (New Name) and Amina (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ajit Kumar Das (Old Name) S/o Gobinda Das Residing at 423, Poramatala Road, P.o+P.s - Nabadwip District - Nadia, Pin - 741302, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Ajit Kumar Das (Old Name) to Ajit Das (New Name) and henceforth I shall be known as Ajit Das (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 14-05-2026. Ajit Das (New Name) and Ajit Kumar Das (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kalpana Chaudhury (Old Name) W/o Baleshwar Prasad Residing at Flat No. 2A, Hig-1, Greenwood Sonata, New Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700157, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Kalpana Chaudhury (Old Name) to Kalpana Prasad (New Name) and henceforth I shall be known as Kalpana Prasad (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Kalpana Prasad (New Name) and Kalpana Chaudhury (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bimal Dey (Old Name) S/O–Hara Prasad Dey resident of Vill-Bajarpara , Gopjan , Po-Radharghat , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Bimal Dey to Bimal Kumar Dey and henceforth I shall be known as Bimal Kumar Dey (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 14/05/ 2026. My name Bimal Kumar Dey & Bimal Dey both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rahamat Sk, S/O Sahadat Seikh, resident of Ailerupar, Raghunathganj–I, Murshidabad, do hereby declare that my name was wrongly printed as 'RAHAMAT SEIKH' in Passport No. U7071750. The correct name is 'Rahamat Sk'. I further declare that my father's name was wrongly recorded as 'Sahadat Sk' in my Licence to a Dealer (F.P.S. No. WB0033311666). The correct name of my father is 'Sahadat Seikh"

CHANGE OF NAME

I, Abdur Rashid Sk, S/O Rahamat Sk, resident of Ailerupar, Raghunathganj–I, Murshidabad, do hereby declare that my name and my father's name were wrongly printed as 'ABDUR RASHID SEIKH' and 'RAHAMAT SEIKH' respectively in Passport No. T8626666. The correct names are 'Abdur Rashid Sk' and 'Rahamat Sk' respectively.

নাম পরিবর্তন

আমি Sukla Bandyopadhyay Chatterjee স্বামী উৎপল চট্টোপাধ্যায় গ্রাম ও পোঃ- রঘুবাটী, থানা- গোঘাট জেলা-হুগলী। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত Sukla chatterjee হইয়াছে। গত গত ১৪-০৫-২০২৬ তারিখে ফাস্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ, হুগলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Sukla Bandyopadhyay Chatterjee হইলাম। এখন থেকে Sukla Bandyopadhyay Chatterjee এবং Sukla Chatterjee উভয়েই একই ব্যক্তি হইলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Dipamay Balial S/o. Dipak Kumar Balial, গ্রামঃ- গৌরাঙ্গপুর পোঃ- নাঙ্গুলপাড়া, থানা- খানাকুল, জেলা-হুগলী পঃবঃ পিন- ৭১২৪০৬, আমার কিছু নথিতে ভুলবশত Dipamoy Balial পিতা D kr Balial নাম উল্লেখ আছে। গত ১১.০৫.২০২৬ (SL-No-5842) তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ, হুগলী কোর্টের এফিডেভিট বলে Dipamay Balial পিতা Dipak kumar Balial পরিচিত হইলাম। এখন থেকে Dipamay Balial পিতা Dipak Kumar Balial এবং Dipamoy Balial D kr Balial উভয়েই এক ও অভিন্ন হিসাবে ব্যক্তি হিসেবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Rajia Bibi Laskar w/o- Ayub Ali Laskar, residing at Vill- Paschim Belaria, P.O & P.S- Magrahat, Dist- South 24 Parganas, Pin-743355, have changed my name and shall henceforth be known as Rajiya Laskar as sworn before the Notary Public at Diamond Harbour, South 24 Pargaans Vide Affidavit No – 14, Dated 11-05-2026. Rajiya Laskar and Rajia Bibi Laskar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I SEKH MIR HOSSAN (old name) Son of SEKH MAIDUL ISLAM residing at Majher Para Dakshin PO-Nibra PS-Domjur Dist-Howrah Pin-711409 West Bengal have changed my name shall be hens forth be known as SEKH MIR HOSSAIN (new name)at Notary Public Howrah court West Bengal affidavit No. 142 date 13/05/2026. SEKH MIR HOSSAN (old name) and SEKH MIR HOSSAIN (new name) are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Supriya Ghosh, পিতা- Rabindranath Ghosh, স্বামী-Sukhen Mondal, ঠিকানা- গ্রাম-মানিকপুর, পোষ্ঠ-পুশুলিয়া, থানা- লাভপুর জেলা-বীরভূম-৭৩১৩০৩ এই ঠিকানার স্থায়ী বাসীন্দা। LIC তে ভুলবশত আমার নাম Mithu Ghosh Mondal দেওয়া আছে। গত ১২.০৫.২০২৬ তারিখ বোলপুর 1st class J.M. কোর্টের এফিডেভিটে (No-39AA 810031) আমি Supriya Ghosh নামে পরিচিত হইলাম। Supriya Ghosh ও Mithu Ghosh (Mondal) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Akbar Ali Gazi alias Akbar Ali Gagi S/o Arsad Ali Gazi Residing at Vill-Krishnapur(s), P.O.-Garalgacha, P.S.-Chanditala, Dist.-Hooghly, Pin-712708 WB do hereby solemnly affirm and declare my sons's Correct Name Alamin Gazi instead of Almin Gagi, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Chinsurah, Hooghly on 22/04/2026. That Alamin Gazi and Almin Gagi both are same one and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Akbar Ali Gazi alias Akbar Ali Gagi S/o Arsad Ali Gazi Residing at Vill-Krishnapur(s), P.O.-Garalgacha, P.S.-Chanditala, Dist.-Hooghly, Pin-712708 WB do hereby solemnly affirm and declare my & my daughters's Correct Name Amina Khatun D/o Akbar Ali Gagi instead of Amana Khatun D/o Akbar Ali Gazi, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Chinsurah, Hooghly on 22/04/2026. That Amina Khatun D/o Akbar Ali Gagi and Amana Khatun D/o Akbar Ali Gazi all are same one and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Papiya Roy, W/O - Pijush Barman, a permanent resident of Vill. Abail, P.O. - Batun, P.S. - Kumarganj, Dist. - Dakshin Dinajpur, Pin 733133, do hereby declare that in my husband's Pijush Barman Passport my name is wrongly written as Papiya Roy Barman but my actual name is Papiya Roy. I shall be known as Papiya Roy in all purpose, vide Affidavit no. 5922 sworn before the LD. JUDICIAL MAGISTRATE (1ST CLASS), at Balurghat, Dakshin Dinajpur on 12/05/2026. Papiya Roy Barman and Papiya Roy both are same and one identical person.

জ্বালানি সঙ্কটের মাঝেই চিনি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ মেঃ জ্বালানি সঙ্কটের মাঝেই কেন্দ্রের বড় সিদ্ধান্ত। দেশের বাজারে চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভারত সরকার চিনির রফতানি বন্ধ করল। বুধবার, ১৩ মে কেন্দ্রের তরফে ঘোষণা করা হয় যে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চিনি রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা ২০২৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অথবা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। প্রসঙ্গত, ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চিনি উপাদনকারী দেশ। ব্রাজিলের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম চিনি রফতানিকারক দেশ ভারত। ভারতের এই সিদ্ধান্তের পর অপরিশোধিত ও সাদা চিনির বিশ্বব্যাপী দাম বেড়ে গিয়েছে। নিউইয়র্কের অপরিশোধিত চিনির ফিউচার মূল্য ২ শতাংশের বেশি বেড়েছে, অন্যদিকে লন্ডনের সাদা চিনির ফিউচার মূল্য প্রায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে ভারতের এই রফতানি বন্ধ করার সিদ্ধান্তের জেরে এবার ব্রাজিল ও থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলো এশিয়া ও আফ্রিকার বাজারে আরও বেশি রফতানি করার সুযোগ পেতে পারে। সরকার এর আগে চিনিকলগুলিকে ১৫.৯ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি রফতানির অনুমতি দিয়েছিল। সে সময় অনুমান করা হয়েছিল যে, উপাদন অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে ছাড়িয়ে যাবে। তবে, এখন উৎপাদন চাহিদার চেয়ে কম হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরপর দুই বছর উৎপাদন কম হচ্ছে। মূলত আখ উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলিতে কম ফলন এবং আবহাওয়া জনিত ঝুঁকিই সরকারের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা পূর্বাভাস দিয়েছেন যে এল নিনো-র কারণে এই বছরের বর্ষা প্রভাবিত হবে। বর্ষা তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে। বর্ষা দুর্বল হলে আগামী মরশুমে আখের উপাদন আরও কমে যেতে পারে। তাই সরকার আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সরকার অনুমোদিত ১.৫৯ মিলিয়ন মেট্রিক টনের মধ্যে প্রায় ০.৮ মিলিয়ন টনের জন্য ইতিমধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে ০.৬ মিলিযন টনেরও বেশি ইতিমধ্যে রফতানিও করা হয়েছে। সরকার স্পষ্ট করেছে যে কিছু ক্ষেত্রে রফতানিতে ছাড় দেওয়া হবে। যদি বিজ্ঞপ্তি জারির আগেই পণ্য বোঝাই করা শুরু হয়ে থাকে, অথবা শিপিং বিল তৈরি হয়ে যায় এবং জাহাজটি কোনও ভারতীয় বন্দরে পৌঁছে যায় ইতিমধ্যেই, তবে সেইসব ক্ষেত্রে রফতানির অনুমতি দেওয়া হবে।

কেরলে কংগ্রেসের 'সুপার' কামব্যাক!

মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে ভিডি সতীশন, নাম ঘোষণা দীপা দাশমুন্সির

সংবাদ সংস্থা, তিরুঅনন্তপুরম, ১৪ মেঃ দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ভিডি সতীশন-কে কেরলের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা করলেন কেরল কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী দীপা দাশমুন্সি। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিরাট জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে কংগ্রেস শিবিরে জোর জল্পনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ৬১ বছর বয়সি সতীশনকেই দায়িত্ব দেওয়া হল। মুখ্যমন্ত্রী পদের দৌড়ে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপাল এবং বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা রমেশ চেন্নিথালা-র নামও উঠে এসেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলনেতা হিসেবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচনী প্রচারে তাঁর সক্রিয় ভূমিকাকেই গুরুত্ব দিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এবারের কেরল বিধানসভা নির্বাচনে ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট বা বিপুল সাফল্য পেয়েছে। ১৪০ আসনের বিধানসভায় ইউডিএফ জিতেছে ১০২টি আসন। এর মধ্যে কংগ্রেস একাই পেয়েছে ৬৩টি, ফলে তারা একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে। অন্যদিকে, ২০২১ সালে ৯৯টি আসন পাওয়া বামফ্রন্ট তথা এবার নেমে এসেছে মাত্র ৩৫ আসনে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এবারের নির্বাচনে ইউডিএফ-এর প্রচারের অন্যতম মুখ ছিলেন ভিডি সতীশন। তিনি এর্নাকুলাম জেলার নর্থ পারাভুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারে রাজ্যের শাসক বাম সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং বেকারত্বের ইস্যুকে সামনে এনে তিনি ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ শানিয়েছিলেন। কেরলের রাজনীতিতে এই ফলাফলকে বড় পালাবদল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দীর্ঘদিন পর রাজ্যে ফের ক্ষমতায় ফিরছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট। আর সেই সরকারের নেতৃত্বে থাকবেন ভিডি সতীশন।

নির্ভয়াকাণ্ডের স্মৃতি ফিরল দিল্লিতে

চলন্ত অবস্থায় স্লিপার বাসে তরুণীকে গণধর্ষণ, রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে গেল রাস্তায়, গ্রেফতার ২

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ মেঃ ফের নির্ভয়াকাণ্ডের ছায়া দিল্লিতে। সোমবার গভীর রাতে দিল্লির রানিবাগ এলাকায় চলন্ত স্লিপার বাসে গণধর্ষণ করা হয় এক তরুণীকে। জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার বয়স ৩০ বছর। পুলিশ ঘটনায় ব্যবহৃত বাসটি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং নির্যাতিতার জবানবন্দির ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তের সন্ধান জোরদার করা হয়েছে। নির্যাতিতা সেই তরুণী পিতমপুরার বস্তিতে থাকেন এবং মঙ্গলপুরীর একটি কারখানায় কাজ করেন। সোমবার রাতে কাজ শেষ করে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সরস্বতী বিহারের বি-ব্লক বাসস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছালে সেখানে একটি স্লিপার বাস থামে। বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা এক যুবক তাঁকে জোর করে বাসের ভিতরে নিয়ে যায়। নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, বাসের ভিতরে ঢুকতেই অভিযুক্তরা দরজা বন্ধ করে দেয় এবং চালককে বাস চালাতে বলে। চলন্ত বাসে দুই যুবক তাঁকে ধর্ষণ করে। নাংলোই মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটার পথ ধরে এই ঘটনা চলে। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে যৌন নির্যাতনের পর রাত ২টোর দিকে অভিযুক্তরা নির্যাতিতাকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পরে প্রাথমিকভাবে নাংলোই থানায় ফোন করে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। তবে ঘটনাটি রানিবাগ থানা এলাকায় হওয়ায় মামলাটি সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। খবর পেয়েই রানিবাগ পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। এক মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর নির্যাতিতাকে বাবাসাহেব আম্বেদকর হাসপাতালে নিয়ে যান। যেখানে ডাক্তারি পরীক্ষায় ধর্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, নির্যাতিতার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই আবহে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নির্যাতিতা হাসপাতালে থাকতে চাননি। নির্যাতিতা জানান, তাঁর স্বামী একজন যক্ষ্মা রোগী এবং তাঁর ৮, ৬ এবং ৪ বছর বয়সি তিনটি কন্যা রয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ স্ক্যান করে পুলিশের দল বিহারের রেজিস্ট্রেশন নম্বরের বাসটিকে চিহ্নিত করে এবং তা বাজেয়াপ্ত করেছে। চলছে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ। এদিকে বাসের ভেতর থেকে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য পুলিশের একটি ফরেনসিক টিম কাজে নেমে পড়ে। বাস মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে চালক ও মূল দুই অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের সম্ভাব্য গোপন আস্তানায় অভিযান চালানো হচ্ছে এবং শিগগিরই তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। সেই রাতে এই বাসের রুট ও অভিযুক্তদের গতিবিধি নিশ্চিত করতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও স্ক্যান করা হচ্ছে।

নৌসেনার কড়া পাহারায় হরমুজ পেরল এলপিজি জাহাজ 'এমভি সানসাইন'

নিজস্ব প্রতিবেদন

পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যেও ভারতের জ্বালানি সরবরাহ সচল রাখতে বড় ভূমিকা নিচ্ছে ভারতীয় নৌবাহিনী। এবার হরমুজ পেরলো আরেক এলপিজি জাহাজ 'এমভি সানসাইন'। যাতে কোনও সমস্যা না হয়, জাহাজ নিরাপদে থাকে, তা নিশ্চিত করতে একাধিক সংস্থা যৌথভাবে জাহাজটির উপর নজর রেখেছে। এই নিয়ে মোট ১৫টি ভারতমুখী এলপিজি জাহাজকে পারস্য উপসাগর এলাকা থেকে নিরাপদে বের করে আনা হল। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, পশ্চিম এশিয়ায় চলতে থাকা অস্থিরতার কারণে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজগুলিকে বিশেষ নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে রাখা হচ্ছে। কারণ বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ দিয়েই বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস পরিবহণ হয়। এমভি সানসাইন-সহ প্রতিটি জাহাজের গতিবিধির উপর কড়া নজর রয়েছে। সমুদ্রপথে সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় রেখে এগোনো হচ্ছে। ভারতমুখী জ্বালানি সরবরাহ যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, সে দিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব রয়েছে। বুধবার এক বেসরকারি সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইরানের উপ-বিদেশমন্ত্রী কাজেম গরিবাবাদি জানিয়েছেন, অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে হরমুজ প্রণালীর পরিস্থিতি আগের থেকেও বেশি নিরাপদ হবে। তাঁর কথায়, ''শান্তি ফিরলে আরও স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা থাকবে। আন্তর্জাতিক আইনের বাইরে আমরা যাব না।'' পাশাপাশি তিনি আমেরিকার কূটনৈতিক অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করেছে তেহরান। ইরানের বলছে, ভারত বরাবরই নিরপেক্ষ ও শান্তির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ব্রিকস্-এ বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকের আগে গরিবাবাদি বলেন, ''ভারত সবসময় শান্তির পক্ষে। ওদের থেকে যে কোনও শান্তি উদ্যোগ এলে আমরা স্বাগত জানাব।'' ভারত-ইরান সম্পর্ক নিয়েও ইতিবাচক বার্তা দেন তিনি। দুই দেশের সম্পর্ক শুধুমাত্র কূটনৈতিক নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বন্ধনেও গভীরভাবে যুক্ত বলে মনে করেন। শেষে বলেন, ''ভারত ও ইরান দুই দেশ হলেও সংস্কৃতিগতভাবে একে অপরের খুব কাছাকাছি।''

রাজ্য 'গ্রীন সিগন্যাল' দিতেই সক্রিয় পুলিশ, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৩ মে ঃ রাজ্য জুড়ে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বেআইনিভাবে টাকা লেনদেনের অভিযোগে বুধবার রাতে বীরভূমের দু'টি জায়গায় হানা দিয়ে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলো মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম কৌশিক ঘোষ এবং মিহির চন্দ্র সাহা। ধৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তারা স্কুল শিক্ষকতার চাকরি দেওয়ার নাম করে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার সাহোড়া পঞ্চায়েতের সাদপুর এলাকার একটি পরিবারের তিনজন এবং অন্য আরও তিনজন - মোট ছ'জনের কাছ থেকে প্রায় ৯৩ লক্ষ টাকা হাতিয়েছিল। চাকরি এবং টাকা ফেরত না পেয়ে ২০২৫ সালের জুন মাসে ওই পরিবারের তরফ থেকে বড়ঞা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও এতদিন পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কিন্তু রাজ্যে পালাবদল হতেই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সক্রিয় হয়ে উঠল রাজ্য পুলিশ এবং তারপর গ্রেপ্তার হয় এই দুই ব্যক্তি। প্রসঙ্গত, এর আগেই মুর্শিদাবাদের বড়ঞার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। বেআইনিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেনের অভিযোগে বর্তমানে ইডি - র হাতে গ্রেপ্তার হয়ে তিনি জেলবন্দী রয়েছেন। সূত্রের খবর, যে দু'জনকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যুক্ত থাকার অভিযোগে বুধবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা জীবনকৃষ্ণ সাহার ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তারা জীবনকৃষ্ণের এজেন্ট হিসেবেই একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা তুলেছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইতিমধ্যেই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের বিগত তৃণমূল সরকার অযোগ্য শিক্ষকদের কাছ থেকে সুদসহ বেতন ফেরত নেওয়ার কোনও ব্যবস্থা করেনি। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসতেই অযোগ্য শিক্ষকদের কাছ থেকে সুদসহ টাকা ফেরত নেওয়ার প্রক্রিয়া রাজ্য সরকার শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই এই মর্মে প্রত্যেক জেলার জেলাশাসকের কাছে নির্দেশিকাও পৌঁছে গেছে। এর পাশাপাশি শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকেরা কোনও রকম দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে সিবিআই তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে পারবে বলে ছাড়পত্র দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই আবহে বুধবার বীরভূমের শান্তিনিকেতন থানা এলাকার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে কৌশিক ঘোষ এবং সাঁইথিয়া থানার কুনুরি গ্রাম থেকে মিহির চন্দ্র সাহা নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে বড়ঞা থানার পুলিশ। মুর্শিদাবাদ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের জুন মাসে সাহোড়া পঞ্চায়েতের এলাকার সাদপুর গ্রামের বাসিন্দা শুভজিত মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি ধৃতদের বিরুদ্ধে বড়ঞা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। শুভজিতবাবুর দাবি, তিনি নিজের স্ত্রী, দিদি জামাইবাবু এবং তিন প্রতিবেশীর স্কুল শিক্ষকের চাকরির জন্য প্রায় ৯৩ লক্ষ টাকা ধৃত দুই ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন। কিন্তু টাকা দেওয়ার পরও কারও চাকরি হয়নি এবং ধৃত দুই ব্যক্তি সেই টাকা ফিরিয়েও দেননি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেআইনিভাবে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার এই চক্রের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত রয়েছে বলে তাঁদের অনুমান। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ।

দ্বিতীয়বার বিধায়ক হয়ে জেলায় ফিরতেই জনসমুদ্রে ভাসলো বিজেপি সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৩ মে ঃ পরপর দুবার জয়ী হলেন কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী সুকুমার রায়। ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে সুকুমার রায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পার্থ প্রতিম রায়কে ৭০ হাজার ভোটে পরাজিত করে দ্বিতীয়বারের জন্য

মনোনীত হন। বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে নিউ কোচবিহার স্টেশনে নামতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পরেন কর্মী সমর্থকরা। এরপর রুটটপ খোলা গাড়িতে করে ঢাকঢোল সহযোগে বিজয় উল্লাসের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি। প্রায় ৫০০০ কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিল নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। গেরুয়া আবিরের ঝড় তুলে এ যেন রাজকীয় প্রত্যাবর্তন সুকুমার রায়ের। এই প্রসঙ্গে সুকুমার রায় বলেন - সমস্ত বিধায়করা জেলায় ফিরলে জেলাশাসকের সাথে সকলে মিলে দেখা করে কথা বলে আগামী দিনের উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করা হবে। মানুষ দীর্ঘদিনের দমবন্ধ অবস্থার থেকে বাইরে বেরোনোর লক্ষ্যেই আমাদেরকে বিপুল ভোটে জয়ী করেছেন। বিজেপির সংকল্প পত্রে যা লেখা ছিল তা অক্ষরে অক্ষরে পালন হবে। মানুষের প্রত্যাশা রয়েছে আমাদের প্রতি। গতবার বিধায়ক হয়েও সরকারি ছিলাম না আমরা এবার সরকারে রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। উন্নয়ন আমাদের লক্ষ্য। ভয়হীন এবং স্বচ্ছ পরিবেশ তৈরি হবে আগামী দিনে। তিনি বলেন ইতিমধ্যে জেলায় মন্ত্রী হয়েছেন নিশীথ প্রামানিক। বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন রথীন্দ্রনাথ বোস। ফলে কোচবিহারের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রাজ্যের কাছে আর সেই কারণেই উন্নয়ন ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাজকর্মের পরিবেশ তৈরি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। মানুষ আমাদের সাথে রয়েছে আমরা মানুষকে বা মানুষের প্রত্যাশাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোচবিহারের নটি বিধানসভার মধ্যে সবচাইতে বেশি ভোটে জয়লাভ করেছেন সুকুমার রায়। গত লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার আসনটি পরাজিত হলেও সুকুমার রায়ের বিধানসভা থেকেই সবচাইতে বেশি ভোটে গিয়েছিল বিজেপি। তিনি জেলা সভাপতি থাকার সময়ও অত্যন্ত দাযিত্ব সহকারে দল চালিয়েছেন। এখনো সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রিসভা তৈরি হয়নি এমত অবস্থায় অবশ্যই মন্ত্রিত্বের দাবিদার সুকুমার রায়। ইতিমধ্যে লোকসভার অধ্যক্ষ এবং গুরুত্বপূর্ণ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী পেয়েছে কোচবিহার। এবার কি আরও একটি মন্ত্রী পেতে চলেছে সুকুমার রায়ের হাত ধরে ? যদিও অপেক্ষা করতে হবে আর কয়েকটা দিন।

e-Tender No. Kol. PAO-III/Admn/ Security Service / (2026) / 97 dated 13.05.2026 of Kolkata Pay & Accounts Office - III, Bidhannagar-64 invites quotations vide e-Tender I.D. No. 2026_WBFD_1024275_1 from the capable agencies to supply security personnel in Kolkata Pay & Accounts office-III. Details are available in the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- **PAO, Kol. PAOIII**

NOTICE

My client **SMT BABY DEVI**, W/o Sri Sanjit Das purchased a land measuring about 1KH-8CH-0SFT through a General Power of Attorney **Supriya Ghosh, Gopal Ghosh and others,** S/o Lt Satkari Ghosh appointed SAGAR SINGH, S/o Lt Deblal Singh as Attorney Vide **Deed no-050201078**, dt-05/02/2026, **A.D.S.R Howrah**. Now my client filed a mutation case (Mouja Balitikuri, JL-101, LR Dag-3689, LR KH-10256) before BL & LRO Bally Jagacha Block, 229 G.T Road Bally Howrah. If anyone want to contest they can appear before BL & LRO within 30 days from the publication of the notice.

Mamata Dutta
ADVOCATE

GOVT.of WEST BENGAL

Notice Inviting Tender No: 01 of 2026- 27of E.E (A-I), Malda (A-I) Division, Malda. Separate Sealed Tender are hereby invited by the Executive Engineer (A-I) Malda (A-I) Division from bonafied working contractors having sufficient credential in this line are eligible for the following work. Supplying & Installation of 5 Star 1.5 Ton Capacity Split AC Machine for The Office Chamber of The Exceutive Engineer (AI), Malda (AI) Division. Last Date of Application: **21.05.2026 upto 16:00 Hrs.** Details may be obtaincd from the office.

Sd/-
Executive Engineer(A-I)
Malda(A-I)Division, Malda.

বিজ্ঞপ্তি

কৃষ্ণা গুপ্তা মহাশয় এ ডি এস আর হাওড়া অফিসে ০৫০২০০৫০৩ / ২০২৪ নং পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, রাজকুমার মন্ডল মহাশয়কে, উনি পাওয়ার বলে শ্যাম কানাইয়া জাদব মহাশয়কে এ ডি এস আর হাওড়া অফিসে ১০৩১ / ২০২৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য অবেদন করিয়াছেন, যদি এই নাম খারিজ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, হাল দাগ-৪৫৯২।

বিজ্ঞপ্তি

সইদুল লস্কর মহাশয় এ ডি এস আর হাওড়া অফিসে ০৫০২১২৭০৩ / ২০২৪ নং পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, নাফিসা লস্কর মহাশয়াকে, উনি পাওয়ার বলে আজিমা বেগম মহাশয়াকে এ ডি এস আর হাওড়া অফিসে ৬২৫৪ / ২০২৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য অবেদন করিয়াছেন, যদি এই নাম খারিজ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, হাল দাগ-২২৮।

প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক আক্রান্ত, হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন সৌমেন কার্ফা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ মে ঃ পূর্ব বর্ধমানের ভাতাড়ের এরুয়ার গ্রামে আক্রান্ত হলেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী। বুধবার রাতে ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দলের এক কর্মীকে রক্ষা করতে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন প্রবীণ এই নেতা। অভিযোগ, মারধরের ঘটনায় তার কানে গুরুতর চোট লাগে।তৃণমূলের দাবি, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিরাই এই হামলার সঙ্গে জ।তি। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে সেই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। সদ্য নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক সৌমেন কার্ফা জানান, এটি সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। জানা গিয়েছে, এরুয়ার গ্রামের তৃণমূল কর্মী চন্দন ঠাকুরের বাড়িতে বুধবার রাতে কয়েকজন চড়াও হয়ে হামলা চালায়। চন্দন ও তার পরিবারের সদস্যদের মারধরের অভিযোগ ওঠে। খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে পৌঁছান প্রাক্তন বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী। অভিযোগ, তখনই তার উপরও হামলা চালানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় পুলিশ। পরে বিজেপি বিধায়ক সৌমেন কার্ফা নিজেই আহত প্রাক্তন বিধায়ককে গাড়িতে করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন মানগোবিন্দ অধিকারী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৪জনকে আটক করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নৌকাডুবি, নিখোঁজ ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৩ মে ঃ জমির ধান কেটে নৌকা বোঝাই করে নদী পেরোতে গিয়ে নৌকাডুবি হল বৃহস্পতিবার সকালে। পুরাতন মালদার মুচিয়া এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। নৌকাতে প্রায় ১০-১২ জন ছিলেন। বাকিরা সাঁতার দিয়ে পাড়ে উঠতে পারলেও এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন ২ জন। ওই শ্রমিকদের খোঁজে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা স্পিড বোট নামিয়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। জানা গেছে, মুচিয়া এলাকায় নদীর অপর প্রান্তে রয়েছে প্রচুর জমি। সেই জমিতে কৃষকরা ধান চাষ করেছিলেন। তাই বৃহস্পতিবার সকালেই কৃষকরা শ্রমিক লাগিয়ে সেই ধান কেটে নৌকা বোঝাই করে নদীর এপারে নিয়ে আসছিলেন। কিন্তু এপারে আসার পথে মাঝ নদীতে হঠাৎ করেই নৌকা ডুবে যায়।

পরিচ্ছন্নতা আপনার হাতের মুঠোয় ঃ ৩০ মিনিটের মধ্যে ঝকঝকে পরিবেশ, প্রতিটি যাত্রীর কাছে পূর্ব রেলওয়ের অঙ্গীকার

কলকাতা, ১৩ মে ঃ প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী পূর্ব রেলওয়ের প্ল্যাটফর্মে পা রাখেন। অনেকের কাছে এই ট্রেন এবং স্টেশনগুলো কেবল যাতায়াতের মাধ্যম নয় বরং এগুলো একটি 'দ্বিতীয় বাড়ি' যেখানে ভ্রমণগুলো স্মৃতি হয়ে ওঠে এবং সহযাত্রীরা পরিবারের মতো হয়ে ওঠেন। পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের কেবল নিত্যযাত্রী হিসেবে দেখে না তারা একটি পরিবারের মতো যারা একটি পরিচ্ছন্ন এবং মনোরম পরিবেশ পাওয়ার যোগ্য। ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ মে, ২০২৬ পর্যন্ত চলা মাসব্যাপী 'স্বচ্ছতা সচেতনতা অভিযান'-এর ধারা বজায় রেখে, পূর্ব রেলওয়ে গর্বের সাথে এই কর্মসূচির একটি বিশেষ এবং জোরদার দ্বিতীয় পর্যায় ঘোষণা করছে। ১৬ মে থেকে ৩০ মে, ২০২৬ পর্যন্ত চলমান এই উদ্যোগটি একটি 'র‍্যাপিড-রেসপন্স চ্যালেঞ্জ' বা দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে, যা পরিচ্ছন্নতার ক্ষমতা সরাসরি যাত্রীদের হাতে তুলে দেবে। আপনি কি কখনো প্ল্যাটফর্মে আবর্জনা দেখে ভেবেছেন যে এটি যদি কয়েক মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেত? পরিচ্ছন্ন যাত্রায় আপনার অবদান এখন মাত্র একটি ক্লিকের দূরত্বে। জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের নেতৃত্বে পূর্ব রেলওয়ে 'স্পট ইট, রিপোর্ট ইট, উই আর অন ইট' (দেখুন, জানান, আমরা প্রস্তুত) অভিযান শুরু করছে। এই অভিযানের অঙ্গীকার হলো আপনার রিপোর্টের ৩০ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া। #ERChallenge-এ যোগ দিতে, স্টেশনের অস্বাস্থ্যকর স্থানের একটি পরিস্কার ছবি তুলুন। এরপর সংশ্লিষ্ট ডিভিশন-শিয়ালদহ, হাওড়া, মালদা বা আসানসোল-ট্যাগ করুন এবং আমাদের অফিসিয়াল 'X' (টুইটার) হ্যান্ডেল যেমন- @drmhowrah, @drmsdah, @drmmalda, অথবা @DrmAsansol-এ ছবিটি পোস্ট করুন এবং সাথে ব্যবহার করুন হ্যাশট্যাগ #ERChallenge। আপনি অফিসিয়াল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বা 'রেলমদদ' (RailMadad)-এর মাধ্যমেও রিপোর্ট করতে পারেন। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর জানিয়েছেন যে, তাদের লক্ষ্য হলো পরিচ্ছন্নতাকে একটি বাস্তব সময়ে রূপান্তর করে যাত্রী অভিজ্ঞতাকে বদলে দেওয়া। তিনি উল্লেখ করেন যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে প্রযুক্তি এবং নিবেদিত কর্মীবাহিনীর সমন্বয় ঘটাচ্ছে যাতে এই 'দ্বিতীয় বাড়ি' সবার জন্য সুন্দর থাকে। শিয়ালদহ, হাওড়া, মালদা এবং আসানসোল -এই চারটি ডিভিশনসহ প্রতিটি অভ্যন্তরীণ বিভাগ ২৪ /৭ সতর্কতা এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (CPRO) শিবরাম মাঝি এই উদ্যোগের আবেগপূর্ণ দিকটির ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন যে, পূর্ব রেলওয়ে প্রতিটি যাত্রীর জন্য একটি সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর স্টেশন পরিবেশ প্রদানের আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই স্বপ্ন কেবল সাধারণ মানুষের সহায়তায় পূর্ণ হতে পারে। তিনি যাত্রীদের অনুরোধ করেছেন যেন তারা রেল প্রাঙ্গণকে নিজের বাড়ির মতো মনে করেন-নিজে আবর্জনা না ফেলে এবং অন্যদেরও তা করতে বাধা দিয়ে। একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সতর্কতা হিসেবে জানানো যাচ্ছে যে, রেলওয়ে আইন অনুযায়ী রেল প্রাঙ্গণে নোংরা করা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। রেলওয়ের নিয়ম অনুসারে, কাউকে আবর্জনা ফেলতে বা থুথু ফেলতে দেখা গেলে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। সকলে মিলে আমরা একটি পরিচ্ছন্ন ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে পারি।

বাঘের হানায় আহত তিন, বনদপ্তরের তৎপরতায় ধরা পড়লো বাঘটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৩ মে ঃ আবারো কোচবিহারে বাঘের আতঙ্ক এবং কোচবিহারে বাঘের কামড়ে গুরুতর যখম একজন আহত ২। কোচবিহার পানিশালা সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। গুরুতর জখম ঐ ব্যক্তি বর্তমানে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই ব্যক্তির নাম কনক বর্মন বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। যদিও বনদপ্তরের প্রচেষ্টায় বাঘটি ধরা হযেছে। এই ঘটনায় আহত আর এক ব্যক্তির নাম শ্যামল বর্মন। কনক বর্মনের কন্যা জানিয়েছে তার বাবাও সেই সময় বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল সেই মুহূর্তেই বাঘটি তার বাবার হাত ঘাড় অন্যান্য জায়গায় কামড় দেয়। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় কোচবিহার পানিশালা এলাকায়। এই প্রসঙ্গে কোচবিহারের ডিএফও অসিতাফ চ্যাটার্জি বলেন - সম্ভবত জলদাপাড়া থেকেই পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ব্যক্তি নদীর পাড় ধরে এখানে এসে উপস্থিত হয। সকাল থেকেই দু তিনজন ব্যক্তিকে আঘাত করে যদিও পরবর্তীতে বনদপ্তরের প্রচেষ্টায় ঘুম পারানি ওষুধ দিয়ে বাঘটিকে বাগে আনা হয়। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে সুস্থ হলে তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। সকাল থেকেই পানিশালা অঞ্চলে বাঘের আতঙ্কে রীতিমতো ঘরবন্দি মানুষ। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র এলাকা জুড়ে। খবর পেয়ে আসে বনদপ্তর, অবশেষে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ঘুম পারানি ওষুধ দিয়ে বাঘটিকে বাগে আনতে সমর্থ্য হয় বনদপ্তর।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
শ্রী উত্তম গাঙ্গুলী
আমোক্তারনামা দাতাঃ **শ্রী কুমার দাস চৌধুরী গং**
ঠিকানাঃ **আদরপাড়া, জলপাইগুড়ি টাউন, থানা- কোতয়ালী, ডাকঘর ও জেলা- জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **শ্রী উত্তম গাঙ্গুলী**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ ১৯৯৯ সালের ৫৮ নং মোক্তারনামা যাহা জলপাইগুড়ি জেলার এ.ডি.এস.আর অফিস হইতে রেজিস্ট্রারীকৃত হইয়াছে।
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/3682**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ঃ
মৌজা- খড়িয়া, সিট নং-৩৩, এল. আরঃ১১১, আর.এস দাগ নং.-১৪২৪ এল. আর ৮ (আট)। মোট জমির পরিমানঃ ০.০৩৩ একর।
দাত্রী/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ ঃ শ্রীকুমার চৌধুরী গং, ঠিকানাঃ আদরপাড়া, জলপাইগুড়ি টাউন, থানা- কোতয়ালী, ডাকঘর ও জেলা- জলপাইগুড়ি। (আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ শ্রী উত্তম গাঙ্গুলী, পিতা মৃত গোবিন্দ প্রসাদ গাঙ্গুলী
সাং- অশোকনগর, জলপাইগুড়ি টাউন, থানা- কোতয়ালী, ডাকঘর ও জেলা- জলপাইগুড়ি।

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** পার্কিং-আরএনওয়াই-২৬। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ২৬-০৫-২০২৬ তারিখের **১১.০০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৬-০৫-২০২৬ তারিখের **১১.৩০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরন
এএ/১	পার্কিং-আরএনওয়াই-টিআইএইচইউ- এমএক্স-৪৮-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	রঙিয়া ডিভিশনের টিহু স্থান -এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে রেলওয়ে ওয়েবসাইট তথা **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে **১১-০৫-২০২৬** তারিখে আপলোড করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** পার্কিং-আরএনওয়াই-২৬-। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ২৭-০৫-২০২৬ তারিখের **১১.৩০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৭-০৫-২০২৬ তারিখের **১২.২০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরন
এএ/১	পার্কিং-আরএনওয়াই-এনএমএম- এমএক্স-৩০-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান নিউ মিসামারি স্টেশন-এ সার্কুলেটিং এলাকায় দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/২	পার্কিং-আরএনওয়াই-ডিকেজেআর- এমএক্স-৬৮-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান ঢেকিয়াজুলি রোড স্টেশন-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/৩	পার্কিং-আরএনওয়াই-বিভিইউ- এমএক্স-৯৮-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান বালিপাড়া স্টেশন-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে রেলওয়ে ওয়েবসাইট তথা **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে **১২-০৫-২০২৬** তারিখে আপলোড করা হয়েছে।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
The Forest Friendly Company
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নং. (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪ ফ্যাক্স নং. (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
ই-মেইলঃ **corp@duroply.com** ওয়েবসাইটঃ **www.duroply.in**
CIN: L20211WB1957PLC023493

ভৌত শেয়ারের হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ সময়সীমা

SEBI-এর সার্কুলার নং HO/38/13/11 (2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026, তারিখ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬-এর অনুসরণে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে কেনা বা বেচা হয়েছিল এমন ভৌত শেয়ারের হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন-এর উদ্দেশ্যে ১ বছরের মেয়াদের জন্য একটি 'বিশেষ উইন্ডো' খোলা হয়েছে। এই বিশেষ উইন্ডোটি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত চালু থাকবে।
এই সুবিধাটি সেইসব 'হস্তান্তর দলিল' -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর নির্ধারিত সময়সীমার পূর্বে জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু নথিপত্র বা প্রক্রিয়ার ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত পাঠানো অথবা অনিষ্পন্ন অবস্থায় ছিল। সফল যাচাইকরণের পর, শেয়ারগুলো শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড বা ইলেকট্রনিক রূপেই হস্তান্তর করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধন তারিখ থেকে এক বছরের জন্য একটি 'লক-ইন' মেয়াদের আওতাভুক্ত থাকবে। উক্ত লক-ইন মেয়াদের চলাকালীন সময়ে এই ধরনের সিকিউরিটিজ হস্তান্তর, লিয়েন-চিহ্নিত বা বন্ধক রাখা যাবে না।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট-'মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড' -এর সাথে ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১ ঠিকানায় যোগাযোগ করেন। টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৪৮-২২৪৮, ইমেল আইডিঃ contact@mdplcorporate.com এই বিজ্ঞপ্তিটি www.duroply.com এবং www.bseindia.com ওয়েবসাইটগুলোতেও দেখা যাবে।

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষরিত-
কোমল ধ্রুব
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্যপদ নংঃ A41850

কলকাতা
১৪ মে, ২০২৬

PUBLIC NOTICE

WE ARE MOVING!
At a location more convenient to you

We are shifting our branch office

FROM:
HDFC Life Insurance Company Limited
3rd & 4th Floor, #45, Bhupen Bose Road, Above ICICI Bank, Shyam Bazar, Kolkata - 700004, West Bengal

TO:
HDFC Life Insurance Company Limited
1st & 2nd Floor, Building No. 123, Vidhan Sarani, Shyam Bazaar, Next to Bagh Bazaar BATA, Above NIIT, Kolkata - 700004, West Bengal

W.e.f. 23.05.2026

HDFC Life
Sar utha ke jiyo!

For any further assistance, please call us on our helpline number 1860-267-9999 [local charges apply].
Alternatively, you can mail us at service@hdfclife.com

লামডিং মণ্ডলে বহুমূখী ষ্টল সম্পদের জন্যে ই-নিলাম

কেবল ৫ বৎসরের জন্যে লামডিং মণ্ডলে ১৫ টি বহুমূখী ষ্টল সম্পদের (এমপিএস) এর জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. এমপিএস-এলএমজি-০৪-২৬

এসসইকিউ সংখ্যা	এলওটি নং./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমপিএস-এলএমজি-এনএইচএলজি-এমপিএস-১১৩-২৫-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	কেবল ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে নিউ হাফলং রেলওয়ে ষ্টেশনের (ডি শ্রেণী) প্ল্যাটফর্ম- ২ এ বহুমূখী ষ্টল নং এনএইচএলজিএমপিএস- ৬ এর ব্যবস্থা করা। ওবিসি-মহিলা শ্রেণীর জন্যে সংরক্ষিত (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/২	এমপিএস-এলএমজি-এইচবিএন-এমপিএস-১২১-২৫-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	কেবল ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে হয়বরগাঁও রেলওয়ে ষ্টেশনের (বি শ্রেণী) প্ল্যাটফর্ম-১ এ বহুমূখী ষ্টল নং এইচবিএনএমপিএস- ২ এর ব্যবস্থা করা। অসংরক্ষিত শ্রেণী (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৩	এমপিএস-এলএমজি-এনএইচএলজি-এমপিএস-১১২-২৫-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	কেবল ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে নিউ হাফলং রেলওয়ে ষ্টেশনের (ডি শ্রেণী) প্ল্যাটফর্ম-২ এ বহুমূখী ষ্টল নং এনএইচএলজিএমপিএস- ৫ এর ব্যবস্থা করা। এসটি শ্রেণীর জন্যে সংরক্ষিত (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৪	এমপিএস-এলএমজি-এইচবিএন-এমপিএস-১২০-২৫-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	কেবল ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে হয়বরগাঁও রেলওয়ে ষ্টেশনের (বি শ্রেণী) প্ল্যাটফর্ম-১ এ বহুমূখী ষ্টল নং এইচবিএনএমপিএস- ১ এর ব্যবস্থা করা। অসংরক্ষিত শ্রেণী (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৫	এমপিএস-এলএমজি-এমবিজি-এমপিএস-৩৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	মাইবং রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ বহুমূখী ষ্টল নং এমবিজিএমপিএস- ১ এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৬	এমপিএস-এলএমজি-বিএক্সজে-এমপিএস-১২৭-২৬-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	কেবল ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বোকাজান রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.- ১ এ বহুমূখী ষ্টল নং বিএক্সজেএমপিএস- ১ এর ব্যবস্থা করা। মহিলা শ্রেণীর জন্যে সংরক্ষিত (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৭	এমপিএস-এলএমজি-এসজেডআর-এমপিএস-১৩১-২৬-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	কেবল ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে সরুপথার রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ বহুমূখী ষ্টল নং এসজেডআরএমপিএস- ১ এর ব্যবস্থা করা। অসংরক্ষিত শ্রেণী (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৮	এমপিএস-এলএমজি-এসজেডআর-এমপিএস-১৩২-২৬-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	কেবল ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে সরুপথার রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২ এ বহুমূখী ষ্টল নং এসজেডআরএমপিএস-৩ এর ব্যবস্থা করা। ওবিসি মহিলা শ্রেণীর জন্যে সংরক্ষিত (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/৯	এমপিএস-এলএমজি-ডিপিইউ-এমপিএস-১৩৪-২৬-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	কেবল ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ডিফু রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ বহুমূখী ষ্টল নং ডিপিইউএমপিএস-৩ এর ব্যবস্থা করা। মহিলার জন্যে সংরক্ষিত (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১০	এমপিএস-এলএমজি-জিএইচওয়াই-এমপিএস-১২৪-২৬-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	কেবল ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে গুয়াহাটি রেলওয়ে ষ্টেশনের ('এ১' শ্রেণী) এসএসই/পি/গুয়াহাটি কার্যালয় সমীপের পার্কিং লটের বহির্ভাগে বহুমূখী ষ্টল নং. জিএইচওয়াইএমপিএস- ১৪ এর ব্যবস্থা করা। অসংরক্ষিত শ্রেণী (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১১	এমপিএস-এলএমজি-বিএক্সজে-এমপিএস-১২৮-২৬-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	কেবল ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বোকাজান রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২ এ বহুমূখী ষ্টল নং বিএক্সজেএমপিএস- ৩ এর ব্যবস্থা করা। ওবিসি শ্রেণীর জন্যে সংরক্ষিত (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১২	এমপিএস-এলএমজি-জেএমকে-এমপিএস-১২৬-২৬-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	জমুনামুখ রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২ এ বহুমূখী ষ্টল নং জেএমকেএমপিএছ- ৫ এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১৩	এমপিএস-এলএমজি-বিএইচআরবি-এমপিএস-১০৭-২৫-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	কেবল ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ভৈরবী রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-১ এ বহুমূখী ষ্টল নং বিএইচআরবিএমপিএস- ১ এর ব্যবস্থা করা। অসংরক্ষিত শ্রেণী (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১৪	এমপিএস-এলএমজি-এনএইচএলজি-এমপিএস-১১১-২৫-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	কেবল ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে নিউ হাফলং রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং.-২ এ (ডি শ্রেণী) বহুমূখী ষ্টল নং এনএইচএলজিএমপিএছ- ৪ এর ব্যবস্থা করা। সমগ্র শ্রেণীর জন্যে মুক্ত (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)
এএ/১৫	এমপিএস-এলএমজি-কেটিএক্স-এমপিএস-১০২-২৫-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	কেবল ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটাখাল রেলওয়ে ষ্টেশনে বহুমূখী ষ্টল নং কেটিএক্সএমপিএছ- ২ এর ব্যবস্থা করা। (স্কেচ প্ল্যান আপলোড করা হয়েছে)

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-০৫-২০২৬ তারিখে **১০.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার সময়ঃ ১২.৫০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৬/১৬ তারিখ ১৩.০৫.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে **বিকেল ৩টের পূর্বে** ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি **বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **ক্রম নং ১, টেন্ডার নং ই-কেজিপি-ইস্ট-২৫-২০২৬, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন (ইস্ট)/খড়গপুরের আওতাধীনে ট্র্যাক সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আরডিএসও অনুমোদিত ৬০ কেজি/৯০ ইউটিএস (১০০০টি) অ্যালুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং পোর্শনসমূহ এবং ৬০ কেজি/৬০ ইআই-আর২৬০ গ্রেড রেল (৯৬৫৩টি) নির্মাণ ও সরবরাহ এবং ভারতীয় রেলওয়ের স্পেসিফিকেশন অনুসারে সিঙ্গল শট ক্রুশিবল সহ স্বস্থানস্থিতাবস্থায় ওয়েল্ডিং করার কাজ। মোট (১০৬৫৩টি)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,২৮,৬১,৩৩৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,৫৭,২০০ টাকা। **ক্রম নং ২, টেন্ডার নং ই-কেজিপি-এইচকিউ-১৬-২০২৬, কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/সেটেলমেন্ট/খড়গপুরের আওতাধীনে রাবণ ময়দান সুইচ হাউস থেকে গোকুলপুর সাব-স্টেশন পর্যন্ত এইচটি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৮,০৯,১৪৩.৭১ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫৬,২০০ টাকা। **ক্রম নং ৩, টেন্ডার নং ই-কেজিপি-এইচকিউ-১৭-২০২৬, কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/তমলুকের আওতাধীনে নিম্নলিখিতগুলির সম্পাদন ঃ (i) পাঁশকুড়া-হলদিয়া এবং তমলুক-দীঘা শাখায় ব্রিজগুলির প্রবেশমুখে ১৮ সেট এসইজে নবীকরণ এবং (ii) দুর্গাচকে লাইন নং ১-এর পাঁশকুড়া প্রান্তে ওভার-রান লাইন নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫০,১৭,২৬১.১৩ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,০০,৪০০ টাকা। **ক্রম নং ৪, টেন্ডার নং ই-কেজিপি-এইচকিউ-১৮-২০২৬, কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/তমলুকের আওতাধীনে হলদিয়া এবং দীঘাতে ৬ মিটার x ৪ মিটার x ৩.৫ মিটার আকৃতির, দুর্গাচকে ৪ মিটার x ৩ মিটার x ৩.৫ মিটার নতুন বৈদ্যুতিক স্যুইচ রুম এবং নন্দকুমার ও দেশপ্রাণে ৪ মিটার x ৩ মিটার x ৩.৫ মিটার আকৃতির বৈদ্যুতিক স্যুইচ রুমের জন্য বিদ্যমান পাম্প হাউসের সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪১,৮৭,৯১৩.৪৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৮৩,৮০০ টাকা। **ক্রম নং ৫, টেন্ডার নং ই-কেজিপি-ইস্ট-২৭-২০২৬, কাজের বিবরণঃ** হাওড়া-খড়গপুর এবং সাঁতরাগাছি-আমতা শাখায় ঃ ২১ সেট আরডিএসও ধরনের হাইট গেজ-এর ব্যবস্থা দ্বারা এলসি গেটের পরিকাঠামোর উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৬২,৬৫,০৮৬.৯৩ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৭,২৫,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০ টাকা। **খোলার তারিখঃ** ২৯.০৫.২০২৬ (ক্র. নং ১-এর জন্য) এবং ০১.০৬.২০২৬ (ক্র. নং ২, ৩ ও ৪-এর জন্য) এবং ১১.০৬.২০২৬ (ক্র. নং ৫-এর জন্য)। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং ১, ৩ ও ৫-এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে ১২ মাস এবং ক্র. নং ২ ও ৪-এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে ৬ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ১৫.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত (ক্র. নং ১-এর জন্য), ১৮.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে ০১.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত (ক্র. নং ২ থেকে ৪-এর জন্য) এবং ২৮.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে ১১.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত (ক্র. নং ৫-এর জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-168)**

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসঃ ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভাল, গুজরাট - ৩৬২ ২৬৬।
কর্পোরেট অফিসঃ ১২ তলা, আর টেক পার্ক, নিরলন কমপ্লেক্স, হাব মলের কাছে, গোরেগাঁও (পূর্ব) মুম্বাই-৪০০ ০৬৩, এমএইচ।

ডিমান্ড নোটিশ

আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি প্রয়োগের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে সুদ আইন, ২০০২ (আইন) যা সিকিউরিটি স্বার্থ (প্রয়োগ) বিধি, ২০০২ (নিয়ম) এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত

আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের মধ্যে একত্রীকরণের ফলে, ১১.০৩.২০২৪ তারিখের একত্রীকরণ প্রকল্প অনুসারে, যা ২৪.০৩.২০২৫ তারিখে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল - আহমেদাবাদ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত সমস্ত SARFAESI পদক্ষেপগুলি একত্রীকরণকৃত কোম্পানি আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল ইটি-তে স্থানান্তরিত হয়েছে।
অতএব, **আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড (ABCL)**-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, আইনের অধীনে এবং বিধি ৩ সহ পঠিত আইনের ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে চাহিদা নোটিশ জারি করেছেন, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদেরকে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। নিম্নস্বাক্ষরকারী যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করেন যে ঋণগ্রহীতা / ঋণগ্রহীতারা চাহিদা নোটিশ(গুলি) প্রদান এড়িয়ে যাচ্ছেন, তাই নিয়ম অনুসারে নোটিশটি সংযুক্ত এবং প্রকাশের মাধ্যমে জারি করা হচ্ছে। চাহিদা নোটিশ(গুলি) এর বিষয়বস্তু এখানে নীচে উদ্ধৃত করা হলঃ
উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, আবারও, উক্ত ঋণগ্রহীতার / আইনগত উত্তরাধিকারী/ আইনগত প্রতিনিধি(গুলি) কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট নোটিশ / গুলি প্রদানের তারিখ থেকে **৬০ দিনের মধ্যে**, এখানে উল্লেখিত পরিমাণ, কলাম (d) এ উল্লিখিত তারিখ থেকে ঋণ চুক্তি এবং অন্যান্য নথিলেখার সাথে পঠিত, পরিশোধ এবং/ অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত নীচে বর্ণিত সুদ সহ, ABCL-কে তাদের নিজ নিজ নামে পরিশোধ করতে হবে। ঋণের বকেয়া পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসেবে, উক্ত ঋণগ্রহীতা কর্তৃক নিম্নলিখিত সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি) যথাক্রমে ABCL-এর কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(দের) নাম	চাহিদা বিজ্ঞপ্তি তারিখ এবং এনপিএ তারিখ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১	**১. মেসার্স শ্রীকান্ত মার্বেলস**, এর স্বত্বাধিকারী শ্রীকান্ত রাউটের মাধ্যমে, এখানেঃ গ্রাম জাফরপুর, পাড়া স্কুলপাড়া, থানা- টিটাগড়, পোঃ -নোনা চন্দন পুকুর, ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১২২ **২. শ্রীকান্ত রাউত**, পিতা- ভাগীরথী রাউত, এ- নোনা চন্দন পুকুর, জাফরপুর, সিটি স্কুল পাড়া, বারাকপুর, উত্তর ২৪ পিজিএস, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২২, ইমেলঃ srikantarout64@gmail.com, যোগাযোগঃ ৯৮৩১৩৬৭৯১৮ **৩. রশ্মিতা রাউত**, ডিও। সাতকঘনা শাহ, এ- নোনা চন্দন পুকুর, জাফরপুর, সিটি স্কুল পাড়া, বারাকপুর, উত্তর ২৪ পিজিএস, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২২, ইমেলঃ bgbp6118q@gmail.com, যোগাযোগঃ ৮২৪০৬০১৭৩৪ ঋণ হিসাব নম্বরঃ ABEHSTS0000007476	১১.০৫.২০২৬ এবং ০৬.০৫.২০২৬ মোট O/s. বকেয়া পরিমাণ। ২০,৮০,০৪৪.৩১ /- টাকা ০৮.০৫.২০২৬ তারিখের হিসাবে	জাফরপুর মৌজায় অবস্থিত প্রায় ১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের সম্পূর্ণ জমি এবং তার ওপর দণ্ডায়মান প্রায় ১০০ বর্গফুট পরিমাপের কাঠামো-উভয়ের পরিমাপ সামান্য কম বা বেশি হতে পারে-যা জে.এল. নং ৯, আর.এস. নং ১০ এবং তৌজি নং ১৭৩-এর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সম্পত্তিটি আর.এস. দাগ নং ৩৯১ /৪৮২ এবং এল.আর. দাগ নং ৬৪২-এর অধীনস্থ আর.এস. খতিয়ান নং ৯১১ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৬১৯৭-এর আওতাভুক্ত। এটি টিটাগড় থানার অন্তর্গত এবং মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত জেলা-২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২২। উক্ত সম্পত্তির চারদিকের সীমানা বা চৌহদ্দি নিম্নরূপঃ উত্তরে-দাগ নং ৩৯১-এর সম্পত্তি দ্বারা দক্ষিণে-৬ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা পূর্বে-দাগ নং ৩৯১/৪৮২ (এল.আর. দাগ নং ৬৪২)-এর সম্পত্তি দ্বারা এবং পশ্চিমে-দাগ নং ৩৫০-এর সম্পত্তি দ্বারা বেষ্টিত।
২	**১. এমএস হেলো আপ্পা**, এর প্রোপ্রাইটর মি. মাহিউদ্দিন মল্লিক দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত, ঠিকানাঃ ভুরকুন্ডা বাজার, অশোকনগর, সামুদ্রপুর, হাবরা -II, হাবরা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৭২। **২. মি. মাহিউদ্দিন মল্লিক**, পিতা আহাম্মদ মল্লিক, ঠিকানা- দোগাছিয়া, দোগাছিয়া সামুদ্রপুর, হাবরা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৭২। যোগাযোগঃ ৮৩২৮৭০৪২০৪ ইমেইলঃ sahilmallick1477@gmail.com **৩. মি. সাহিল মালিক**, পিতা মি. মাহিউদ্দিন মল্লিক, ঠিকানাঃ কুমারডাঙ্গা, দোগাছিয়া, হাবরা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৭২। যোগাযোগঃ ৬৯২৫৫৪৩৯৪৭ ইমেইলঃ sahil7867@gmail.com **৪. মিসেস আজিমা বিবি**, পিতা - বক্কর হাজী, স্বামী মি. মাহিউদ্দিন মল্লিক, ঠিকানাঃ দোগাছিয়া সামুদ্রপুর, কুমারগঙ্গা দোগাছিয়া, হাবরা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৭২। যোগাযোগঃ ৯৩৮২৮১৫৪৩৪ ইমেইলঃ ajrms7557@gmail.com ঋণ হিসাব নম্বরঃ ABKOLSTS000000742974	১১.০৫.২০২৬ এবং ০৬.০৫.২০২৬ মোট O/s. বকেয়া পরিমাণ। ৩০,৭৪,৭৪১ /- টাকা ০৮.০৫.২০২৬ তারিখের হিসাবে	১০ ডেসিমেল অর্থাৎ ৪৩৫৬ বর্গফুট (দলিল অনুযায়ী) পরিমাপের সম্পূর্ণ জমিটি যা মৌজা-কুমারডাঙ্গা দোগাছিয়া, জে. এল. নং ১৫, আর. এস. ১২৯, তৌজি নং ১৪-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি আর. এস. এবং এল. আর. দাগ নং ৪১০-এর অধীনে এল. আর. খতিয়ান নং ১০২০৩-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। থানা- অশোকনগর, ভুরকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার অন্তর্গত, জেলা-২৪ উত্তর পরগনা, পিনকোড-৭৪৩২৭২। উক্ত জমিটির চারদিকের সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে-১২ ফুট চওড়া রাস্তা দক্ষিণে-সাফিয়া মল্লিকের বাড়ি পূর্বে-পুকুর পশ্চিমে-নূর আলী মল্লিকের বাড়ি।
৩	১. এমএস বি. এম. স' মিল, এর প্রোপ্রাইটর মি. বাসিরুদ্দিন মণ্ডল দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত, ঠিকানাঃ গ্রাম- স্বরূপপুর, পাড়া- স্বরূপপুর, থানা- মালতা, পোঃ খোলাপোতা, মৌজা-৩৫, দাগ-২৬১, বসিরহাট,উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪২৮। ২. মি. বাসিরুদ্দিন মণ্ডল, পিতা মরশেদ মণ্ডল, ঠিকানাঃ উত্তর মথুরাপুর, পশ্চিমপাড়া, খোলাপোতা, বসিরহাট-II, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪২৮। যোগাযোগ-৮২৫০৮১৫৩৩৮ ইমেইলঃ bmsawmill0007@gmail.com ৩. সাহেলি সুলতানা, স্বামী বাসিরুদ্দিন মণ্ডল, ঠিকানাঃউত্তর মথুরাপুর, পশ্চিমপাড়া, খোলাপোতা, বসিরহাট-II, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪২৮। যোগাযোগঃ ৮৬৫৩৭১১৮৮ এছাড়াও ঠিকানাঃ সাহেলি সুলতানা, গ্রাম- স্বরূপপুর, পাড়া- স্বরূপপুর, থানা- মালতা, পো- খোলাপোতা, মৌজা-৩৫, দাগ-২৬১, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪২৮। ঋণ হিসাব নম্বরঃ ABKOLSTS000000668056 এবং ABKOLDS000000823942	১১.০৫.২০২৬ এবং ০৬.০৫.২০২৬ মোট O/s. বকেয়া পরিমাণ। ৩২,১৭,৮৭৭.০৮ /- টাকা ০৮.০৫.২০২৬ তারিখের হিসাবে	রামেশ্বরপুর মৌজা (জে.এল. নং ৩৪)-এর অন্তর্গত, আর.এস. খতিয়ান নং ১২, তৎপরবর্তী এল.আর. খতিয়ান নং ৮৯, তৎপরবর্তী এল.আর. খতিয়ান নং ৩৮১, তৎপরবর্তী এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫৯, এবং তার পরবর্তী এল.আর. খতিয়ান নং ৮২৬, ৮২৭ ও ৮২৮ বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ৮২৭ ও ৮৭৪ (পর্চা / অনলাইন তথ্য স্লিপ অনুযায়ী)-এর অধীনস্থ, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৪১৮-তে অবস্থিত, বসিরহাট থানা এলাকার এবং খোলাপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত, ২৪ পরগনা (উত্তর) জেলায় অবস্থিত-এমন একটি জমি ও তার ওপর নির্মিত কাঠামোর সম্পূর্ণ অংশ যার পরিমাপ প্রায় ৩ ডেসিমেল (যা ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৪ বর্গফুট-এর সমতুল্য)-পরিমাপটি সামান্য কম বা বেশি হতে পারে। ২০২২ সালের দলিল নং ১৫০২০৩১৯১ এবং ২০২৩ সালের দলিল নং ১৫১১০২৯৬৫ অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তির বিবরণ ও সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে-রবি রায় দক্ষিণে-৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক পূর্বে-৮ ফুট চওড়া সড়ক পশ্চিমে-রাবিয়া বেগম।

অতিরিক্ত সুদের সাথে, উপরে উল্লিখিত তারিখের সংশ্লিষ্ট চাহিদা নোটিশে আরও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হারে অতিরিক্ত সুদ, অর্থপ্রদান এবং / অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা ABCL-কে পূর্বোক্ত হিসাবে অর্থপ্রদান করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ABCL উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য বিধি অনুসারে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদ / স্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে মামলা করবে, সম্পূর্ণরূপে উক্ত ঋণগ্রহীতা/ আইনগত উত্তরাধিকারী/ আইনগত প্রতিনিধির ঝুঁকিতে, খরচ এবং পরিণতি সম্পর্কে।
উক্ত আইনের অধীনে উক্ত ঋণগ্রহীতারা/ আইনগত উত্তরাধিকারী/ আইনগত প্রতিনিধিদের উপর উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ/ স্থাবর সম্পত্তি, বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনওভাবে ABCL-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ। দয়া করে মনে রাখবেন যে এটি ধারা ১৩(৪) এর অধীনে একটি চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি। ২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর ১৩(২) ধারা। বলা বাহুল্য, ABCL ঋণগ্রহীতা (দের) বিরুদ্ধে তাদের ঝুঁকি, দায়িত্ব এবং খরচের উপর সম্পূর্ণরূপে উল্লিখিত যেকোনো বা সমস্ত অধিকার প্রয়োগ করার অধিকার রাখবে।
স্থান ঃ উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ. তারিখ ঃ ১৫.০৫.২০২৬ — স্বা /- অনুমোদিত কর্মকর্তা, আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড

ইস্টবেঙ্গলে অনিশ্চিত ইমামির ভবিষ্যৎ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ মেঃ আইএসএলের ইতিহাসে এ বারই প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। ১৭ মে ডার্বিতে মোহন বাগান-কে হারাতে পারলেই বহু প্রতীক্ষিত আইএসএল ট্রফি উঠতে পারে লাল-হলুদের ঘরে। কিন্তু মাঠের এই সম্ভাব্য সাফল্যের মাঝেও ক্লাবের ভবিষ্যৎ ঘিরে তৈরি হয়েছে বড় অনিশ্চয়তা। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আগামী মরশুমেও কি ইনভেস্টর হিসেবে থাকবে ইমামি গ্রুপ? ময়দানের অন্দরের খবর বলছে, সেই সম্ভাবনা খুবই কম। যদিও সংস্থার কর্ণধার আদিত্য আগরওয়াল এখনও প্রকাশ্যে চূড়ান্ত কিছু বলতে চাননি। তাঁর বক্তব্য, বিষয়টি নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতি অনেকটাই অন্যরকম। গত কয়েক বছরে দল গড়তে বিপুল অঙ্কের অর্থ খরচ করেছে ইমামি। ক্লাব সূত্রের খবর, নির্ধারিত বাজেটের থেকেও বেশি টাকা খরচ হয়েছে ফুটবল টিম চালাতে। অথচ ফুটবল কোনও ভাবেই ইমামির মূল ব্যবসা নয়। ফলে প্রতি মরশুমে এত বড় বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদে চালিয়ে যাওয়া সংস্থার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে। শুধু আর্থিক চাপই নয়, ভারতীয় ফুটবলের সামগ্রিক অনিশ্চয়তাও ইমামির আগ্রহ কমিয়ে দিয়েছে। আইএসএলের ভবিষ্যৎ কাঠামো, পরের মরশুমের ক্যালেন্ডার কিংবা প্রতিযোগিতার রূপরেখা কোনও কিছুই এখনও স্পষ্ট নয়। এই অনিশ্চয়তা বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তায় ফেলছে। ফুটবলারদেরও নাকি বিকল্প পরিকল্পনা ভেবে রাখতে বলা হয়েছে। এমনকি কোচ অস্কার ব্রুজো নিজেও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি আগামী মরশুমে থাকবেন না। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, তা হলে ভবিষ্যতে ইস্টবেঙ্গলের পথ কোন দিকে? অতীতেও আর্থিক সমস্যার মুখে পড়েছিল ক্লাব। তখন রাজনৈতিক স্তরে উদ্যোগ নিয়ে নতুন ইনভেস্টর আনা হয়েছিল। সেই ভাবেই ইমামির আগমন ঘটে লাল-হলুদে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। ফলে আবার নতুন স্পনসর বা বিনিয়োগকারী খুঁজতে হতে পারে ক্লাবকে।

অধিনায়কত্ব হারাতে পারেন ঋষভ, অক্ষর, রাহানে

নিজস্ব প্রতিবেদন

আইপিএল শেষ হওয়ার আগেই তিন অধিনায়কের ভবিষ্যৎ নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়ে গেল। রিপোর্ট বলছে, ঋষভ পন্থ, অক্ষর প্যাটেল এবং অজিঙ্ক রাহানে-তিনজনেরই নেতৃত্ব মরসুম শেষে কেড়ে নেওয়া হতে পারে। কারণ? দুটো। এক, দল পরিচালনায় টানা ব্যর্থতা। দুই, ব্যক্তিগতভাবে ছন্দে না থাকা। লখনউ সুপার জায়ান্টস ইতিমধ্যে প্লে-অফের রেস থেকে ছিটকে গিয়েছে। কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং দিল্লি ক্যাপিটালসও কার্যত দৌড়ের বাইরে। ফলে তিন অধিনায়কের নেতৃত্ব নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে। সবচেয়ে বেশি চাপে ঋষভ পন্থ। টানা দু'মরসুম দলকে প্লে-অফে তুলতে ব্যর্থ। অথচ তাঁকে দলে নিতে বিপুল অর্থ খরচ করেছে লখনউ। রিপোর্ট অনুযায়ী, মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ফল চান দ্রুত। সেই জায়গায় পন্থের ব্যাট একেবারে চুপ। খরা কাটার নাম নেই। ১১ ম্যাচে মাত্র ২৫১ রান। স্ট্রাইক রেট ১৩৮। ছক্কা হাঁকিয়েছেন স্রেফ ৯টি। দিল্লির অক্ষর পটেলের অবস্থা আরও মর্মান্তিক। নয় ইনিংসে মাত্র ১০০ রান। তার মধ্যে এক ইনিংসে ৫৬। বাকি আট ম্যাচে ৪৪ রান। স্ট্রাইক রেট ১১২.৫০। বল হাতেও নিজেকে পুরোপুরি ব্যবহার করেননি। ১২ ম্যাচে মাত্র ৩৬ ওভার বল করেছেন। উইকেট পেয়েছেন ১০টি। ইকোনমি ৮.০৮ হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেলায় নিজেকে আড়ালে রাখার অভিযোগ উঠেছে অক্ষরের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি দলের কম্বিনেশন নিয়েও দানা বাঁধছে বিতর্ক। অভিষেক পোরেলের মতো ব্যাটারকে নিয়মিত ব্যবহার না করা, মাধব তিওয়ারিকে ধারাবাহিক সুযোগ না দেওয়া বা সাহিল পারাখকে অতিরিক্ত চাপের মধ্যে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি ভালভাবে নেয়নি। রিপোর্টে দাবি, দিল্লির কোচিং স্টাফও বদলে যেতে পারে। আগামী সিজন ক্রিকেট অপারেশনের দায়িত্ব যাচ্ছে জেএসডব্লু-র হাতে। ফলে অধিনায়ক হিসেবে অক্ষরের টিকে থাকা কঠিন বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ। কেকেআরের সমস্যাটা অন্য জায়গায়। অজিঙ্ক রাহানে এবং অঙ্গকৃশ রঘুবংশী-দুজনে টপ অর্ডারে খেললেও আধুনিক টি-২০-র গতির সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যর্থ। এমনটাই মত টিম ম্যানেজমেন্টের। রঘুবংশী ৩৪০ রান করলেও স্ট্রাইক রেট ১৩৯-এর আশপাশে। রাহানের ২৩৭ রান এসেছে ১৩৩ স্ট্রাইক রেটে। ১১ ম্যাচে দু'জনে মিলিয়ে ছক্কা হাঁকিয়েছেন মাত্র ২৫টি। ফলে পাওয়ারপ্লে এবং মিডল ওভারে বারবার গতিহারা কেকেআর। রিপোর্টে দাবি, রাহানেকে অধিনায়ক করা হয়েছিল মূলত বিকল্পের অভাবে। এখন ৩৭ বছর বয়সে তাঁর টি-২০ ব্যাটিং নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে। অক্ষর এবং পন্থ হয়তো স্রেফ ক্রিকেটার হিসেবে চাহিদায় থাকবেন। কিন্তু রাহানেকে আগামী নিলামে অন্য কোনও দল আদৌ চাইবে কিনা, তা নিয়েও জমে উঠেছে একরাশ সংশয়।

বিশ্বকাপের আগে জ্বলে উঠলেন মেসি আট গোলের ম্যাচে মায়ামির জয়

ক্যারিয়ারে দৃষ্টিনন্দন ও চোখধাঁধানো গোল কতই তো করেছেন লিওনেল মেসি। এবার যে গোলটি করলেন, সেটি খুবই বিরল। যতটা না তিনি করলেন, এর চেয়ে বেশি বরং 'করে ফেললেন।' একদম পায়ে সঁপে দেওয়া হলো তাকে উপহার। তিনিও লুফে নিলেন সাদরে। ধারাভাষ্যকার বললেন, কত বিচিত্রভাবে যে গোল করতে পারেন এই মানুষটি!'

সংবাদ সংস্থা, ওহিয়ো, ১৪ মেঃ সেটি ছিল ম্যাচে মেসির প্রথম গোল। পরে করেছেন আরেকটি গোল, সেটি তার নিজের মতোই দারুণ। বল জালে পাঠিয়েছিলেন ম্যাচের শুরুর দিকেও, তবে সেটি ছিল অফ সাইড। দুই গোল করার পাশাপাশ গোলে সহায়তাও করেছেন মেসি। মেজর লিগ সকারের রোমাঞ্চকর ম্যাচে সিনসিনাটি এফসিকে ৫-৩ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। ৭৮ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়েই ছিল মায়ামি। পরের সময়টায় দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিন গোল করে জয় আদায় করে নেয় তারা। মেসির ক্যারিয়ারে এমনিতে ফর্মহীনতা বলে কিছু কখনও সেভাবে ছিলই না। কম-বেশি পারফর্ম করেন তিনি বরাবরই। তবে বিশ্বকাপের আগে আগে তার এমন পারফরম্যান্স আর্জেন্টিনার জন্য সুখবর। মেসির জোড়া গোলের সঙ্গে মায়ামির হয়ে গোল করেন হার্মান বের্তেরামে ও মাতেও সিলেভেতি। শেষ গোলটি আত্মঘাতী। সিনসিনাটির মাঠে ম্যাচের পঞ্চম মিনিটেই বের্তেরামের কাছ থেকে বল পেয়ে আলতো শটে জালে পাঠান মেসি। তবে অফসাইডের পতাকা উঠে যায় দ্রুতই। মেসির হাসিতে ফুটে ওঠে, তিনিও তা জানতেন। গোল পেয়ে যান তিনি ২৪তম মিনিটে। বক্সের বাইরে থেকে চমৎকারভাবে বক্সে মেসির দিকে বল বাড়ান রদ্রিগো দি

পল। ছুটে গিয়ে সেই বলের নাগাল পান সিনসিনাটির ম্যাট মিয়াজগা। কিন্তু এই সেন্টার ব্যাক অদ্ভুতভাবে কাণ্ড করে বসেন। আলতো করে পাস দেন তিনি মেসিকেই! ওপাশে সিনসিনাটির কেউ ছিল না, বল ক্লিয়ার করার চেষ্টাও ছিল না। এমন উপহার পেয়ে মেসি কী আর ভুল করেন! স্রেফ হালকা করে পা বাড়ান তিনি। বল ঢুকে যায় জালে। ৪১তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে সমতায় ফেরে সিনসিনাটি। দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে এগিয়েও যায় তারা। এরপর আবার দৃশ্যপটে মেসি। গোছানো আক্রমণ থেকে বক্সের মধ্যে জটলার ভেতরই দারুণ পাসে দি পল খুঁজে নেন মেসিকে। বাঁ পায়ের নিখুঁত ফিনিশিংয়ে দলকে সমতায় ফেরান মায়ামি অধিনায়ক। ৬৪তম মিনিটে মেসির কাটব্যাক থেকে লুইস সুয়ারেজের শট গোলবারে লেগে বাইরে চলে যায়। এর পরপরই দি পলকে কাটিয়ে বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক গোলায় সিনসিনাটিকে আবার এগিয়ে দেন ব্রাজিলিয়ান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ইভ্যান্ডার। ৭৯তম মিনিটে দারুণ গোলে মায়ামিকে আবার সমতায় ফেরান সিলভেতি। বক্সের ভেতর বাঁ পাশে তাকে বল বাড়ান মেসি। সেই বল ধরে দুজনকে কাটিয়ে আরও দুজনের মধ্য দিয়ে গড়ানো শটে বল জালে জড়ান সিলভেতি। এরপর মায়ামিকে আরও একটি উপহার দেয় সিনসিনাটি। ৮৪তম বক্সের অনেক বাইরে থেকে ফ্রি কিক নেন মেসি। সেই শটে জোর তেমন ছিল না। সিনসিনাটির গোলকিপারের কাছে বল যাচ্ছিল অনায়াসেই। কিন্তু নিজে দলেরই আগুয়ান ডিফেন্ডারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তার হাত থেকে ফসকে যায় বল। কাছেই থাকা বের্তেরামে ভুল করেননি গোল করতে। পরের গোলটিও একরকম গোলকিপারের ভুলেই। সিলভেতির পাস থেকে মেসির শট ডান পাশের গোল পোস্টের ভেতরের দিকে বাঁ পাশের দিকে যাচ্ছিল। বল ধরতে গিয়ে জালে ঢুকিয়ে দেন সিনসিনাটির গোলকিপার। এই জয়ে ১৩ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে মায়ামি। এক ম্যাচ কম খেলে দুই পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে ন্যাশভিল।

আরেকটি শিরোপা জিতে গর্বিত মার্তিনেজ

সংবাদ সংস্থা, রোম, ১৪ মেঃ শিরোপার লড়াইয়ে বুধবার ২-০ গোলে লাসিওকে হারায় ইন্টার। প্রতিপক্ষের ভুলে এগিয়ে যাওয়ার পর, ব্যবধান বাড়ান মার্তিনেজ। ২০২৩ সালের পর ইতালিয়ান কাপ জয়ের স্বাদ পেল ইন্টার। সব মিলিয়ে এই প্রতিযোগিতার ট্রফি ঘরে তুলল দশমবার, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এই মাসের প্রথম সপ্তাহে পার্মাকে একই ব্যবধানে হারিয়ে, তিন রাউন্ড বাকি

থাকতে সেরি আ চ্যাম্পিয়ন হয় ইন্টার। ঘরোয়া ফুটবলের আরেকটি শিরোপা জয়ের পথে অবদান রাখতে পেরে বেশ ভালো লাগছে মার্তিনেজের। এভাবেই এগিয়ে যেতে চাওয়ার কথা ম্যাচ শেষে বললেন বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। ''আমরা ভালো ফলাফল, পারফরম্যান্স ও তাড়না দেখেছি। তাই আরেকটি শিরোপা জিতে মরসুম শেষ করতে পেরে গর্বিত, যা আমাদের কাছে অনেক বড় কিছু। ইন্টারকে নিয়ে সব সময়ই কথা হয়, তবে গত কয়েক বছরে আমরা কী অর্জন করেছি সেটা দেখতে হবে। আমাদের স্রেফ নিজেদের পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে, এটা আমাদের আরেকটি শিরোপা।'' ডাবল জয়ের কীর্তি গড়তে পেরে খুশি ইন্টারের কোচ ক্রিস্তিয়ান কিভু। ''আমরা লিগ ও ইতালিয়ান কাপ জিতেছি, এটাকে কখনোই হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। আমরা খুবই খুশি।''

রিজার্ভ বেঞ্চ নামিয়েও তিন গোল! প্যালেসকে হারিয়ে আর্সেনালের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে ম্যান সিটি

ম্যানচেস্টার, ১৪ মেঃ শিরোপার দৌড় এখনও শেষ হয়নি। বরং, শেষ দু'ম্যাচের আগে আর্সেনালের ঘাড়ে কয়েক গুণ চাপ বাড়াল ম্যানচেস্টার সিটি। ক্রিস্টাল প্যালেসকে ৩-০ হারিয়ে পেপ গুয়ার্দিওলার দল এখন লিগ টেবলে মিকেল আর্তেতার টিমের থেকে মাত্র দু'পয়েন্ট পিছিয়ে। হাতে বাকি দু'ম্যাচ। সবচেয়ে চোখে পড়ার বিষয়, গতরাতের খেলায় 'সেকেন্ড স্ট্রিং' বাহিনী নামানোর সিদ্ধান্ত নেন পেপ গুয়ার্দিওলা। আর্লিং হলান্ড, জেরেমি ডোকুরা বেঞ্চে বসে। মোট ছ'খানা পরিবর্তন করেন স্পেনীয় ম্যানেজার। যদিও তাতে মাঠে কোনও প্রভাব পড়েনি। প্রথমার্ধেই খেলা শেষ করে দেয় সিটি। গোল করেন অঁতোয়ান সেমেনিয়ো এবং ওমর মারমুশ। শেষে সাভিনহোর ব্যবধান বাড়ান। চলতি সিজনে আলোচনায় ছিলেন হলান্ড কিংবা রায়ান চেরকি। এদিন ম্যাচের আসল নিয়ন্ত্রক ফিল ফোডেন। দু'টি গোলের পিছনেই তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা। ৩২ মিনিটে

দুর্দান্ত ব্যাক-পাসে সুযোগ গড়ে দেন ইংরেজ মিডফিল্ডার। সেমেনিয়ো ঠান্ডা মাথায় ডিন হেন্ডারসনকে পরাস্ত করেন। আট মিনিট পর আবার গোল। নেপথ্যে সেই ফোডেন। এবার বল বাড়ান মারমুশকে। সহজ ফিনিশে ব্যবধান ২-০ করেন মিশরীয় ফরোয়ার্ড। চলতি মরশুমে এটি তাঁর তৃতীয় প্রিমিয়ার লিগ গোল। দ্বিতীয়ার্ধে খেলার গতি কিছুটা থিতিয়ে গেলেও শেষদিকে রায়ান চেরকির দৌড়ে আবার ভেঙে পড়ে প্যালেসের রক্ষণ। নিজেদের অর্ধ থেকে বল টেনে এনে পাস বাড়ান সাভিনহোকে। সহজ ফিনিশে ম্যাচ শেষ করেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। জয়ের সুবাদে সিটির পয়েন্ট আপাতত ৭৭। আর্সেনালের থেকে মাত্র দু'পয়েন্ট কম। শুধু তাই নয়, গোলপার্থক্যেও এগিয়ে গেল গুয়ার্দিওলার ছেলেরা। ব্যবধান 'প্লাস ওয়ান', অন্যদিকে মোট গোলও সাতটি বেশি করেছে সিটি। গত সপ্তাহে এভার্টনের বিরুদ্ধে ৩-৩ ড্র করে হালান্ডদের চাপ বেড়েছিল। অন্যদিকে ওয়েস্ট হ্যামের শেষ মুহূর্তের গোল ভার বাতিল করায় স্বস্তি পেয়েছিল আর্সেনাল। লড়াইটা গানারদের দিকে হেলে থাকলেও এখনও পুরোপুরি হাতে চলে আসেনি। আগামী সোমবার সেকেন্ড ডিভিশনে অবনমিত বার্নলির বিরুদ্ধে খেলবে আর্সেনাল। জিতলে চাপের ঢেউ আবার সিটির দিকে সরে যাবে। পরদিন বোর্নমুথের বিরুদ্ধে নামবে গুয়ার্দিওলার দল। ২৪ মে শেষ রাউন্ডে আর্সেনাল খেলবে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে। একই দিনে সিটির প্রতিপক্ষ অ্যাস্টন ভিলা। ম্যাচের পরে ফিল ফোডেন বলেন, ''টাইটেল জিততে হলে পুরো স্কোয়াডকে অবদান রাখতে হয়। সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হয়।'' যোগ করেন, ''আমাদের কাজ হল চাপ ধরে রাখা। শেষ দিনে অনেক কিছু বদলে যেতে পারে। আগেও দেখেছি খেলা হঠাৎ ঘুরে যায়। তাই নিজেদের কাজ করে যেতে হবে।'' প্রথম একাদশে এতগুলো বদল কেন? প্রশ্নের জবাবে গুয়ার্দিওলার উত্তর, ''সূচি এত ঠাসা হলে এটা করতে হয়। সবাই ফিট, তাই সবাইকে কাজে লাগানো জরুরি!'' আপাতত ক্রিস্টাল প্যালেসের নজর ইউরোপা কনফারেন্স লিগ ফাইনালে। ২৭ মে লাইপজিগে রায়ো ভায়েকানোর বিরুদ্ধে লড়াই। সেটিই হবে কোচ অলিভার গ্লাসনারের শেষ ম্যাচ।

পিএসজির দাদাগিরি থামছেই না! ঝুলিতে টানা পঞ্চম লিগ খেতাব, এবার নজর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ১৪ মেঃ ফ্রান্সে এতদিনেও পিএসজির কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হল না। বুধবার লঁসকে ২-০ হারিয়ে টানা পঞ্চম বার লিগ ওয়ানের খেতাব জিতে বুঝিয়ে দিল প্যারিস সাঁ জারমাঁ। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই শীর্ষে থাকা লুই এনরিকের টিম দ্বিতীয় স্থানের লঁসের থেকে ৯ পয়েন্ট এগিয়ে গেল। ফলে শেষ রাউন্ডের আগেই উসমান ডেম্বেলেরা আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলেন। ম্যাচে প্রথম গোল খাভিচা কাভারস্কেলিয়ার। ২৯ মিনিটে জর্জিয়ান তারকা চলতি মরশুমে নিজের ১৯তম গোলটি করেন। যোগ করা সময়ে ব্যবধান বাড়ান বদলি ফুটবলার ইব্রাহিম এমবায়ে। গত সপ্তাহেই ব্রেস্টকে হারিয়ে কার্যত শিরোপা নিশ্চিত করে ফেলেছিল পিএসজি। লঁসের বিরুদ্ধে হারলেও গোলপার্থক্যের বিচারের তাদের এগিয়ে থাকার সম্ভাবনা ছিল বেশি। তবে মাঠে নেমে কোনও ঝুঁকি নেয়নি প্যারিসের ক্লাব। এই নিয়ে মোট ১৪ বার ফরাসি লিগ জিতল পিএসজি। এর মধ্যে শেষ ১২টি এসেছে কাতারি মালিকানার আমলে। টানা পাঁচটি লিগ শিরোপা ফরাসি ফুটবলে বিরল ঘটনা। আগে ২০০২ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে লিয়োঁ একটানা সাতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। চলতি সিজনে ইতিমধ্যে উয়েফা সুপার কাপ, ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ এবং ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে পিএসজি। এখন তাদের সামনে আরও বড় লক্ষ্য। ৩০ মে বুদাপেস্টে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল। প্রতিপক্ষ 'সম্ভাব্য' ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ বিজয়ী আর্সেনাল।

লড়াই জিতলে টানা দু'বার ইউরোপ সেরা হওয়ার নজির গড়বে প্যারিসের ক্লাব। উসমান ডেম্বেলে ট্রফি নিশ্চিত করে রীতিমতো আপ্লুত। তিনি বলেন, ''আমরা এখানে জিততে চেয়েছিলাম। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ৩০ মে-র ফাইনালের প্রস্তুতি। এখনও একটা ম্যাচ বাকি আছে। আজ উদযাপন করব, কারণ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যাম্পিয়ন!'' গতকালের ম্যাচ আসলে এপ্রিলে হওয়ার কথা ছিল। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালের দুই লেগের মধ্যে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য খেলা পিছিয়ে দেয় লিগ কর্তৃপক্ষ। লড়াইয়ের গুরুত্ব আগের মতো না থাকায় এনরিকে বেশ কয়েকজন প্রথম একাদশের তারকাকে বিশ্রাম দেন। আশরফ হাকিমি, নুনো মেন্ডেস, মার্কিনিয়োস, ভিতিনিয়া, ফাবিয়ান রুইজদের শুরু থেকে নামানো হয়নি। তবু নিয়ন্ত্রণ ছিল পিএসজির হাতেই। মালাং সার-এর ভুল ক্লিয়ারেন্স আটকান ডেম্বেলে। সেখান থেকে বল পেয়ে গোল করেন কাভারস্কেলিয়া। লঁস দ্বিতীয়ার্ধে ফিরে আসার চেষ্টা চালায়। আবদাল্লাহ সিমার শট পোস্টে লাগে। ফ্লোরিয়ান থভাঁর একটি গোল অফসাইডের জন্য বাতিল হয়। হারলেও লঁস দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করেছে। এর ফলে আগামী সিজনে সরাসরি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে খেলবে তারা। নামবে ২২ মে নিসের বিরুদ্ধে ফরাসি কাপ ফাইনালে। অন্য ম্যাচে এদিন ২-১ গোলে ব্রেস্টকে হারিয়েছে স্ট্রাসবুর্গ। ভালেন্তিন বারকো এবং সেবাস্তিয়ান নানাসি গোল করেন। তবে অষ্টম স্থানের উপরে উঠতে না পারায় ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পাচ্ছে না তারা।

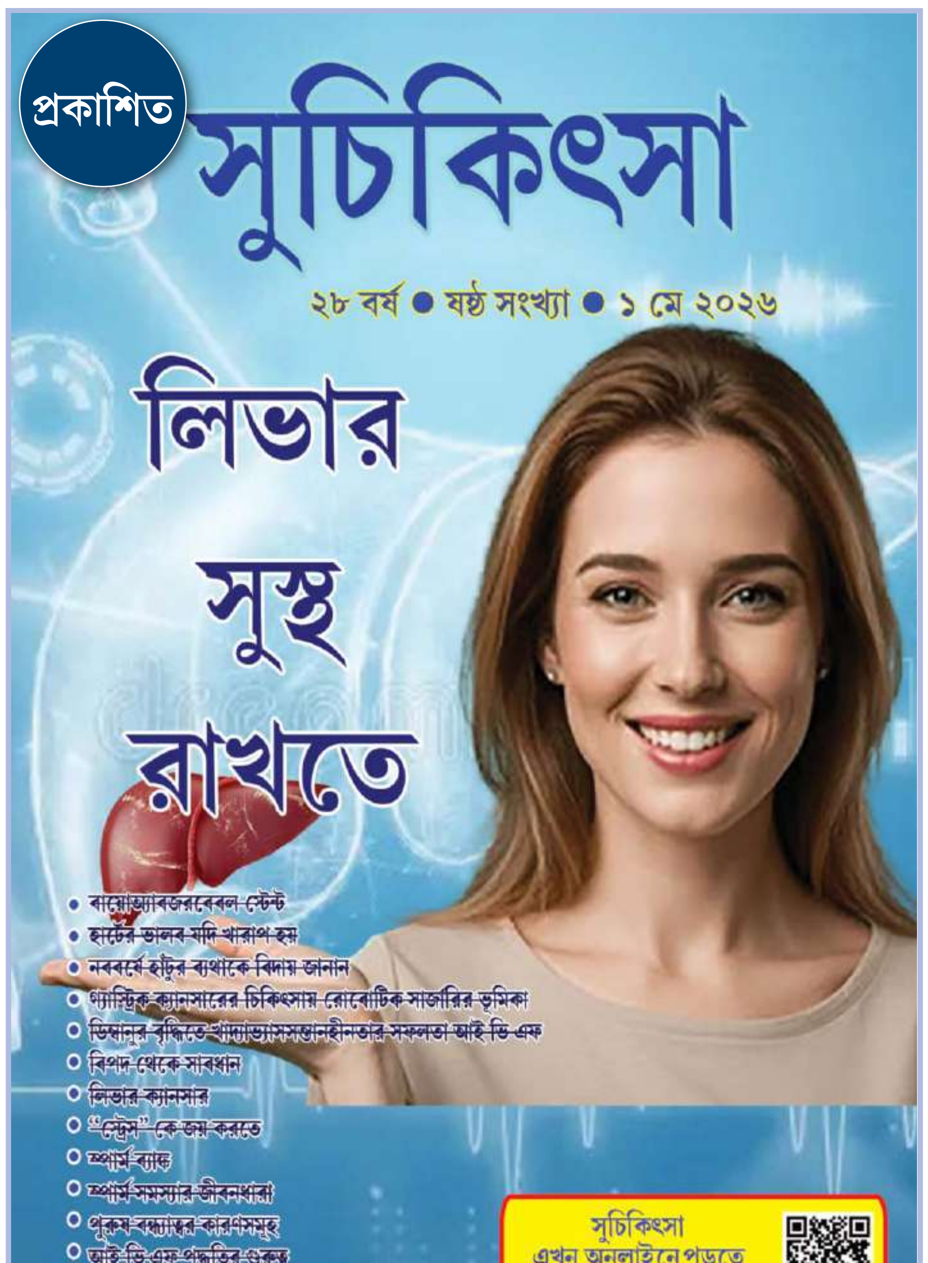

বিশ্বকাপ ফাইনালে বিরতিতে পারফর্ম করবেন ম্যাডোনা, শাকিরা ও বিটিএস

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক, ১৪ মেঃ বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফাইনালের বিরতিতে আয়োজন করা হবে সুপার বোল ধাঁচের জাঁকজমকপূর্ণ কনসার্ট। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৯ জুলাই নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। সেখানে পারফর্ম করবেন পপসম্রাজ্ঞী ম্যাডোনা, শাকিরা এবং কে-পপ সেনসেশন বিটিএস। আজ ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা এ ঘোষণা করেছে। পুরো আয়োজনের কিউরেটর হিসেবে থাকছেন কোল্ডপ্লে ব্যান্ডের ক্রিস মার্টিন। বিশ্বকাপের ফাইনালে এ ধরনের 'হাফটাইম শো' এবারই প্রথম। তবে এ অনুষ্ঠানের কারণে ম্যাচে বিরতির নির্ধারিত সময় ঠিক কতটা বাড়বে, তা নিয়ে কিছুটা উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে আগামী ১১ জুন মাঠে গড়াবে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো গত বছরের মার্চে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে এমন শো আয়োজনের ঘোষণা দেন। তবে কারা পারফর্ম করবেন কিংবা কতক্ষণ এই শো চলবে, সে

বিষয়ে তখন কিছু জানাননি ইনফান্তিনো। আজ নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে করা পোস্টে ইনফান্তিনো বলেন, 'বিশ্বকাপের জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হতে যাচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া ইভেন্টের উপযুক্ত এক আয়োজন হবে এটি।' বিশ্বকাপের ফাইনাল ছাড়াও এই টুর্নামেন্টের শেষ সপ্তাহে নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে বিশেষ উৎসব আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে ফিফার। এই হাফটাইম শো থেকে প্রাপ্ত অর্থ ফিফার 'গ্লোবাল সিটিজেন এডুকেশন ফান্ড'-এ জমা হবে, যার লক্ষ্য বিশ্বকাপের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে শিশুদের সহায়তায় ১০ কোটি ডলার সংগ্রহ করা। গত সপ্তাহে বিশ্বকাপের অফিশিয়াল থিম সংয়ের ৬৭ সেকেন্ডের একটি ট্রেলার প্রকাশ করেন কলম্বিয়ান তারকা শাকিরা। ব্রাজিলের ঐতিহাসিক মারাকানা স্টেডিয়ামে চিত্রায়িত গানটির শিরোনাম 'দাই দাই'। আজই আনুষ্ঠানিকভাবে গানটি প্রকাশ পাওয়ার কথা রয়েছে। ২০১০ বিশ্বকাপে কালজয়ী 'ওয়াকা ওয়াকা' গানের গায়িকা শাকিরা এবার নাইজেরিয়ান শিল্পী বার্না বয়ের সঙ্গে মিলে নতুন গানটি তৈরি করেছেন। বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বল 'ট্রিয়ন্ডা হাতে নিয়ে গানের কিছু অংশে কণ্ঠ দিয়েছেন শাকিরা, যেখানে তাঁর সঙ্গে নৃত্যশিল্পীদের গায়ে ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও কলম্বিয়ার জার্সির রঙের পোশাক। বিশ্বকাপের সঙ্গে শাকিরার সম্পর্ক অনেক পুরোনো। এর আগে ২০০৬, ২০১০ ও ২০১৪ সালের বিশ্বকাপেও গান ও পারফরম্যান্সের মাধ্যমে গ্যালারি মাতিয়েছেন এই কলম্বিয়ান কিংবদন্তি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com